রাজ্যে ২৩ লক্ষ বিচারাধীনের নাম যাচাই শেষ

আজকাল

মালদায় ফ্রন্টের প্রার্থী নিয়ে সিপিএমের ক্ষোভ

www.aajkaal.in

কলকাতা ৪ চৈত্র ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ১৯ মার্চ ২০২৬ শহর সংস্করণ* ৪.০০ টাকা ১২ পাতা

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১ টাকা

মাসিক খরচে

কলকাতা সবচেয়ে সস্তা শহর

আজকালের প্রতিবেদন

মুম্বই শহরে থাকতে হলে একজনের মাসিক খরচ পড়বে ন্যূনতম ৩০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ৬০ হাজার টাকা পর্যন্ত। এরই পাশাপাশি কলকাতার ক্ষেত্রে এই খরচ দাঁড়াবে ২০ হাজার থেকে ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত। এই হিসেবে বাড়ি ভাড়াকে ধরা হয়নি। ফলে দেখা যাচ্ছে, মাসিক খরচের ভিত্তিতে গোটা দেশের মধ্যে থাকার পক্ষে সবচেয়ে সস্তা শহর কলকাতাই। আবার এর সঙ্গে যদি বাড়িভাড়ার খরচ যোগ করা হয়, তা হলেও কলকাতা বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে সস্তা শহর। এই তথ্য জানা গেছে নামবিও-র কস্ট অফ লিভিং ইনডেক্স বাই সিটি ২০২৬ থেকে। সম্প্রতি ভারতের মোট ৭টি শহরের এই হিসেব প্রকাশ করেছে নামবিও। যে-সাতটি শহরকে এই হিসেবের আওতায় আনা হয়েছে, সেখানে মুম্বই ও কলকাতা ছাড়াও রয়েছে দিল্লি, পুনে, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ ও চেন্নাই। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে এ খবর পাওয়া গেছে।

নামবিও-র কস্ট অফ লিভিং ইনডেক্স বাই সিটি ২০২৬-এর হিসেব অনুযায়ী, দিল্লি ও মুম্বইয়ে বেঁচে থাকার খরচ অনেক বেশি। তুলনায় সবচেয়ে সস্তা কলকাতা। ২০২৬-এর মার্চের তথ্য অনুযায়ী, ভারতের মেট্রো শহরে থাকতে একজনের মাসিক খরচ হবে ২৭,৩০০ টাকা। যদি সংখ্যাটা হয় চারজনের পরিবার, তা হলে খরচের পরিমাণ দাঁড়াবে মাসে ৯৮,০০০ টাকা। এই হিসেবের মধ্যে বাড়িভাড়া নেই। রয়েছে খাবার, পরিবহণ, অন্য পরিষেবা ও বিনোদনের খরচ। এর সঙ্গে যদি বাড়ি ভাড়া ধরা যায়, তা হলে খরচের পরিমাণ অনেক বেশি দাঁড়াবে।

● এরপর ২ পাতায়

শুক্র, শনিতে দুই বঙ্গে ঝড়বৃষ্টি

আজকালের প্রতিবেদন

রাজ্যের সমস্ত জেলায় ২০ ও ২১ মার্চ, শুক্র ও শনিবার ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। দক্ষিণে প্রবল ঝড়ের সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বুধবার পূর্বাভাসে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগর থেকে রাজ্যে ঢুকছে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প। তার জেরেই রাজ্যে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। আজ, বৃহস্পতিবারও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে পশ্চিমাংশের ও উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে। পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান ও দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। জানা যাচ্ছে, বুধবার পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূমে বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝোড়ো হাওয়া দাপট দেখিয়েছে। নদিয়ার বিভিন্ন জায়গায় এদিন শিলাবৃষ্টি হয়েছে। কৃষ্ণনগর, রানাঘাটের বেশ কিছু জায়গায় শিলাবৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ও হয়েছে।

● এরপর ৩ পাতায়

কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ। বোলপুরে, বুধবার। ছবি: পিটিআই

প্রকাশ করল তৃণমূল বিজেপির ৫ মিথ্যাচার

সব্যসাচী সরকার

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি, এসআইআর নিয়ে রাজ্যের মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত এবং রাজ্যের প্রাপ্য না মিটিয়ে বিজেপি সরকারের নানাবিধ মিথ্যাচার নিয়ে কড়া সমালোচনা করল তৃণমূল। গত কয়েকদিন যাবৎ রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের আমলা এবং পুলিশকর্তাদের রাজ্যকে না জানিয়েই বদলি করা এবং গত ২০২১, ২০২৪ এবং চলতি বছরে গুলিচালনা, পুড়িয়ে মারা এবং গাড়ি চাপা দিয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী, তারও খতিয়ান তুলে ধরেছে তৃণমূল। বুধবার এক্স হ্যান্ডলে ৮টি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা নিয়ে তথ্য-সহ বিজেপি সরকারের আসল চেহারা বাংলার মানুষের কাছে তুলে ধরেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপি নেতারা এ রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে নির্বাচনী প্রচারে এবং অন্যান্য কাজে আসেন। তাঁরা নানা ধরনের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু রাজ্যের প্রতি বঞ্চনার যে সার্বিক চিত্র তা বদলায় না। উল্টে রাজ্যকেই অকারণে দোষারোপ করে মিথ্যা কথা রটিয়ে দেওয়া হয়। নির্বাচনী আবহাওয়ায় এ রাজ্যের প্রতি বিজেপির মনোভাব ও তাদের কাজকর্ম স্পষ্ট করে দিয়েছে তৃণমূল। সর্ব ভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস সমাজমাধ্যমে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছে, এই রাজ্যের মানুষের প্রতি বিজেপির মনোভাব কী।

রান্নার গ্যাস নিয়ে

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে মোদি সরকার গৃহস্থের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এক বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। এ জন্য তাদের ভ্রান্তনীতি এবং ব্যর্থতাই দায়ী। এলপিজি গ্যাসের দাম যে হারে বাড়ানো হয়েছে, তাতে সাধারণ মানুষের পক্ষে পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, সিলিন্ডার প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। যা নিয়ে কোনও হিসেবই রাখা হয়নি। রান্নাঘর প্রায় বন্ধ হওয়ার দশা। ছোট ব্যবসায়ীরা দোকান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। শিশুরা স্কুলে মিড-ডে মিল পাচ্ছে না। প্রতিটি পরিবারকে এক জটিল সমস্যার মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে মোদি সরকার। আপনারা জানেন, গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে রাজপথে আন্দোলন হয়েছে। এই বিপর্যয় মানুষের তৈরি। প্রতিবাদে রাজপথে হাজার হাজার মানুষ শামিল হয়েছেন। দিল্লির জমিদারদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন বাংলার মানুষ।

এসআইআর

দেশের গণতন্ত্রের ইতিহাসে এত বড় বিপর্যয় এই প্রথম। নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়েছে। আদর্শ আচরণবিধিও চালু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এসআইআরে ভোটাধিকার খোয়ানো মানুষদের নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠতে পারেনি নির্বাচন কমিশন। সময় না নিয়ে তড়িঘড়ি একেবারে তুঘলকি ঢঙে এসআইআর প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে, যার পেছনে না ছিল কোনও পরিকল্পনা, না ছিল কোনও প্রস্তুতি। এবং যে পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা দেশের মানুষের প্রতি কোনও সম্মান দেখানো হয়নি। ফলাফল, ৬৩ লক্ষ মানুষের নাম বাদ হয়েছে। ৬০ লক্ষ ভোটার এখনও 'বিচারাধীন'। এসআইআর প্রক্রিয়ায় ২০০ জনেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত কোনও সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করতে পারেনি নির্বাচন কমিশন। ভোটাধিকার যে মানুষের অধিকার, নাম বাদ দিয়ে সেই মানুষদেরই বলা হচ্ছে, অ্যাপিলেট ট্রাইবুনালে গিয়ে যোগাযোগ করতে। এ এক আশ্চর্য ঘটনা। মানুষের প্রতি এই অত্যাচার বিজেপি করেছে শুধুমাত্র তাদের রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে। এর ফল তারা পাবে। বাংলার মানুষ জবাব দেবেন।

বিজেপির মিথ্যাচার

বাংলায় রাজনৈতিক পর্যটক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রচারে আসেন। ভুয়ো তথ্য দেন এবং তিনি বলেন, 'মোদি কি গ্যারান্টি'। কিন্তু তাঁর এই গ্যারান্টি আসলে হল লুঠ, গোলমাল পাকানো এবং ঘৃণা ছড়ানো।

● এরপর ৩ পাতায়

কমিশনের নজিরবিহীন আক্রমণ চলছে বাংলায়

বদলি আরও ১২ জেলাশাসক, ৫ আইপিএস

রিনা ভট্টাচার্য

ভোটের আগে রাজ্য প্রশাসনের ওপর নজিরবিহীন আক্রমণ নামিয়ে এনেছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার ঘণ্টা ছয়েকের মধ্যেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে। তারপর স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশপ্রসাদ মিনাকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। দু-চার দিনের মধ্যে রাজ্য প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকা ৪২ আইএএস, আইপিএসকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। ভোটের পাশাপাশি রাজ্য সরকারকে যে উন্নয়ন-সহ জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ কাজ জারি রাখতে হয় তার কী হবে, এ প্রশ্নই তুলছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। ভোটের সময় রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিবকে সরিয়ে দেওয়ার নিদর্শন আগেও দেখা গিয়েছে। কিন্তু মুখ্যসচিবকে কমিশন ভোটের আগে সরিয়ে দিয়েছে, এমন ঘটনা এ রাজ্যে কখনওই ঘটেনি। রাজ্যের ১৫ জন বদলি হওয়া আইপিএসকে তামিলনাড়ু ও কেরলে পর্যবেক্ষক হিসেবে বুধবার রাতেই যাওয়ার নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। কয়েক ঘণ্টার নোটিসে যাওয়ার এই নির্দেশে বিস্মিত প্রশাসনিক আধিকারিকেরা।

রাজ্য প্রশাসনের ব্যাখ্যা, কমিশন এখন মুখ্যসচিব পদে বসিয়েছে দুষ্মন্ত নারিয়ালাকে। তিনি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সচিব পদে ছিলেন। তাঁকে হঠাৎ এভাবে ওই দপ্তর থেকে সরিয়ে আনায় থমকে গিয়েছে ওই গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের কাজ। স্বরাষ্ট্রসচিব পদে কমিশন সংঘমিত্রা ঘোষকে দায়িত্ব দিয়েছে। তিনি নারী শিশু ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিব পদে ছিলেন। এটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। ওই দপ্তরের কাজও অনেকটাই থমকে গিয়েছে। দফায় দফায় নির্দেশিকা জারি করে বুধবার পর্যন্ত রাজ্য প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের মোট ১৫ জন আইএএস-কে সরিয়ে দিয়েছে কমিশন। তার জায়গায় কমিশনের পছন্দমতো আইএএস বসানো হয়েছে। একই ভাবে ২৪ জন আইপিএস-কে সরানো হয়েছে। এদিন রাজ্য পুলিশের পাঁচ রেঞ্জের ডিআইজিকে সরিয়ে দেয় কমিশন। ঠিক তার পরপরই নির্দেশ আসে মালদা, মুর্শিদাবাদ-সহ রাজ্যের ১১টি জেলার জেলাশাসককে সরিয়ে দিতে হবে। এর মধ্যে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক এবং কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ নির্বাচনী জেলার নির্বাচনী আধিকারিকরা রয়েছেন। তাঁদের জায়গায় নতুন আধিকারিকদের নিয়োগ করার কথা জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। কলকাতা পুরসভার কমিশনার অংশুল গুপ্তাকেও সরিয়ে দিয়েছে কমিশন।

এঁদের জায়গায় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, কোচবিহারে জেলাশাসক তথা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন জিতিন যাদব। জলপাইগুড়িতে আনা হয়েছে সন্দীপ ঘোষকে। উত্তর দিনাজপুরে দায়িত্বে রয়েছেন বিবেক কুমার। মালদায় জেলাশাসক তথা ডিইও করা হয়েছে রাজনবীর সিং কাপুরকে।

মুর্শিদাবাদে দায়িত্ব পেয়েছেন আর অর্জুন। নদিয়ায় শ্রীকান্ত পাল্লি এবং পূর্ব মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা, উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক সিয়াদ এন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক অরবিন্দ মিনা, নদিয়ার জেলাশাসক নিখিল নির্মল, দার্জিলিঙের জেলা শাসক সুনীল আগরওয়াল, আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক এস অভিজিৎ তুকারাম, কোচবিহারের জেলাশাসক রাজু মিশ্র, উত্তর দিনাজপুরের জেলাশাসক তনভির আফজল, জলপাইগুড়ির জেলাশাসক রবিপ্রকাশ মিনা, মালদার জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল, পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক আয়েশা রানি-কে সরিয়ে দিয়েছে কমিশন। সব মিলিয়ে সংখ্যাটা এ পর্যন্ত মোট ৪৩। বর্ধমানে শ্বেতা আগরওয়ালকে জেলাশাসক পদে আনা হয়েছে। কলকাতা পুরসভার কমিশনার স্মিতা পান্ডেকে কলকাতা উত্তর জেলার ডিইও হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কলকাতা দক্ষিণে ডিইও করা হয়েছে রণধীর কুমারকে। এ ছাড়াও উত্তর ২৪ পরগনায় শিল্পা গৌরিসারিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অভিষেক কুমার তিওয়ারি, দার্জিলিঙে হরিশঙ্কর পানিক্কার এবং আলিপুরদুয়ারে টি বালা সুব্রহ্মনিয়ানকে জেলাশাসক তথা ডিইও পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, এই নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের যোগদানের রিপোর্ট বৃহস্পতিবার বিকেল তিনটের মধ্যে জমা দিতে হবে। কমিশন আরও জানিয়ে দিয়েছে, যাঁদের পদ থেকে সরানো হয়েছে, তাঁদের ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্বে রাখা যাবে না।

উল্লেখ্য, সোমবার সকালেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল রাজ্য পুলিশের ডি জি পীযূষ পান্ডে এবং কলকাতা পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকারকে। দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের দুই এডিজিকেও সরিয়ে দেয় কমিশন। হাওড়া, আসানসোল-দুর্গাপুর, ব্যারাকপুর ও চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট-সহ ১৯টি জেলার পুলিশ সুপারকে সরিয়ে দিয়েছে। নতুন যারা এসেছেন তাঁরা ঠিকমতো এলাকার সঙ্গে পরিচিত নন। ফলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামলাতে সমস্যা হবে বলেই মনে করছেন প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা। অবাক করার বিষয়, এই প্রক্রিয়া যে কোথায় থামবে তা কেউই বলতে পারছে না। প্রশাসনের অন্দরের ধারণা এর পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। অভিযোগ, এ রাজ্যের বিরোধী দলকে সুবিধা করে দিতে এই অতি তৎপরতা। কিন্তু এইভাবে একের পর এক বদলিতে থমকে যাচ্ছে প্রশাসনিক কাজকর্ম। ভোটের পাশাপাশি সেটাও তো জারি রাখা কর্তব্য। এই বদলির ফলে রাজ্যের সব উন্নয়নমূলক কাজ গতি হারাবে। নতুন যাঁরা দায়িত্বে আসছেন, তাঁরা নির্বাচন সংক্রান্ত কাজকর্ম ছাড়া আর কিছুই করে উঠতে পারবেন না।

এদিকে, ডিআইজি, কমিশনারেটের কমিশনার ও পুলিশ সুপারদের বদল করেছিল নির্বাচন কমিশন। মোট ২৫ জন আইপিএস-কে বদলি করা হয়েছিল। বুধবার তাঁদের অন্যত্র পোস্টিং দিল রাজ্য সরকার। রাঠোর অমিত কুমার ভরতকে পাঠানো হয়েছে রাজগঞ্জের ডিআইজি পদে। অজিত সিং যাদবকে ডিআইজি মুর্শিদাবাদ, শ্রীহরি পান্ডেকে ডিআইজি বর্ধমান, কঙ্করপ্রসাদ বারুইকে ডিআইজি প্রেসিডেন্সি রেঞ্জ এবং অঞ্জলি সিংকে ডিআইজি জলপাইগুড়ি করা হয়েছে।

● এরপর ৩ পাতায়

৪ দিনে ৪২

রবিবার

মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব (আইএএস)— ২ জন

সোমবার

রাজ্য পুলিশের ডিজি, কলকাতা পুলিশের কমিশনার ও ডিজি আইনশৃঙ্খলা (আইপিএস)— ৩ জন

মঙ্গলবার

এডিজি ২, সিপি ৪, এসপি ১২, ডিসি ১ (আইপিএস)— ১৯ জন

বুধবার

১১ জেলাশাসক, কলকাতা পুরসভার কমিশনার ১ (তিনি ডিইও নর্থ), ডিইও সাউথ ১ (আইএএস) — ১৩ জন
ডিআইজি (আইপিএস) — ৫ জন

আইপ্যাক-ইডি মামলা

গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলল রাজ্য

আবু হায়াত বিশ্বাস

দিল্লি, ১৮ মার্চ

আইপ্যাক তল্লাশি-কাণ্ড ঘিরে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) দায়ের-করা মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই সুপ্রিম কোর্টে প্রশ্ন তুলল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২-এর অধীনে দায়ের-করা এই রিট পিটিশন আদৌ গ্রহণযোগ্য কি না, তা নিয়েই বুধবার দীর্ঘ শুনানি চলে। বিচারপতি পি কে মিশ্র ও বিচারপতি এন ভি আঞ্জারিয়ার বেঞ্চে আজ মূলত রাজ্যের তরফে বিষয়টি পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চে পাঠানোর আর্জিও করা হয়। প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টার শুনানি শেষে আদালত জানায়, মামলাটি আগামী মঙ্গলবার পুনরায় শোনা হবে। রাজ্যের বক্তব্য, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ইডি-কে রিট পিটিশন দাখিল করার অনুমতি দেওয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার জন্য বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াবে। মামলার সাংবিধানিক গুরুত্ব বিবেচনায় এনে পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চে শুনানির আবেদনও জানিয়েছেন রাজ্যের আইনজীবী শ্যাম দিওয়ান। আগামী শুনানিতে ইডি-র তরফে পাল্টা যুক্তি পেশ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। এই মামলার রায় কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নজির স্থাপন করতে পারে বলেই মনে করছেন আইনজ্ঞরা।

এদিন রাজ্যের পক্ষে সওয়াল করেন প্রবীণ আইনজীবী শ্যাম দিওয়ান। তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জির হয়ে বক্তব্য পেশ করেন কপিল সিবাল। দিওয়ান তাঁর যুক্তিতে বলেন, ইডি যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের একটি দপ্তর মাত্র, তাই তার কোনও স্বতন্ত্র আইনি সত্তা বা 'জুরিস্টিক পার্সোনালিটি' নেই। ফলে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২-এর অধীনে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে মামলা দায়ের করার অধিকারও তাদের নেই। তাঁর কথায়, 'ইডি কোনও কর্পোরেট সংস্থা নয়, তাদের নিজস্ব মৌলিক অধিকারও নেই। তাই সেই অধিকার লঙ্ঘনের প্রশ্নই ওঠে না।' দিওয়ান আরও যুক্তি দেন, কোনও সরকারি দপ্তরকে যদি সরাসরি রিট পিটিশন দায়েরের অনুমতি দেওয়া হয়, তবে তা ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পক্ষে বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াবে। এতে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩১-এ কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির যে নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে, তা কার্যত অগ্রাহ্য করা হবে। তাঁর মতে, বর্তমান বিরোধ আসলে কেন্দ্র বনাম রাজ্যের মধ্যে প্রশাসনিক সঙ্ঘাত, যার সমাধান সংবিধান-নির্ধারিত পথেই হওয়া উচিত। এই প্রেক্ষিতে দিওয়ান সেবি, এনএইচএআই, ইউআইডিএআই, ট্রাই ও আইআরডিএআই-এর মতো বিভিন্ন বিধিবদ্ধ সংস্থার উদাহরণ তুলে ধরেন।

● এরপর ৫ পাতায়

দিল্লি, ইন্দোরে আগুনে ঝলসে ৫ শিশু-সহ মৃত ১৭

সংবাদ সংস্থা

দিল্লি, ১৮ মার্চ

দিল্লিতে বহুতল ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত এক পরিবারের ৩ শিশু-সহ ৯ জন। বুধবার সকালে রাজধানীর দক্ষিণ-পশ্চিমে রাম চক বাজারের পালাম মেট্রো স্টেশনের কাছে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে।

একই দিনে ইন্দোরে একটি বৈদ্যুতিক গাড়িতে চার্জ দেওয়ার সময় বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের ৮ জনের। পৃথক দুই দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭।

আজ সকালে দিল্লির পালম এলাকায় এক বহুতলে আগুনে ঝলসে মৃতদের মধ্যে রয়েছেন ৭০ বছর বয়সি এক বৃদ্ধা ও তাঁর তিন নাতনি। শিশু তিনটির মধ্যে একজনের বয়স মাত্র তিন বছর। ঘটনায় আহত আরও তিন। আগুনের লেলিহান শিখা থেকে প্রাণে বাঁচতে মরিয়া হয়ে আবাসন থেকে দু'জন নীচে ঝাঁপ দেন।

আগুন নেভাচ্ছে দমকল বাহিনী। দিল্লিতে, বুধবার। ছবি: পিটিআই

বহুতলটির বেসমেন্ট, নিচতলা এবং দোতলায় একটি কাপড় ও প্রসাধনীর শোরুম ছিল। এর মালিক রাজেন্দ্র কাশ্যপ তাঁর পরিবার নিয়ে তিনতলা ও চারতলায় থাকতেন। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, আগুন প্রথমে দোতলায় লেগেছিল, কিন্তু দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ে। দোকানে থাকা সুগন্ধী এবং অন্যান্য প্রসাধন-দ্রব্য অত্যন্ত দাহ্য হওয়ায় এমনটা হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। রাজেন্দ্র ছাড়াও ওই বহুতলে থাকতেন তাঁর স্ত্রী, পাঁচ ছেলে, এক মেয়ে, চার পুত্রবধূ এবং সাত নাতি-নাতনি। অগ্নিকাণ্ডের সময় পরিবারের অনেকেই বাড়িতে ছিলেন না। এক ছেলে ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটাতে বাইরে রয়েছেন রাজেন্দ্র। আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয়েছে রাজেন্দ্রর স্ত্রী লাড়ো (৭০), ছেলে প্রবেশ (৩৩), কমল (৩৯), কমলের স্ত্রী আশু (৩৫) এবং তাদের ১৫, ৬ ও ৩ বছর বয়সি তিন মেয়ের।

● এরপর ৫ পাতায়

কোন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে রাজ্যে এসআইআর, জানতে চাইল হাইকোর্ট

আজকালের প্রতিবেদন

কোন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে রাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া করা হয়েছে, সেই সংক্রান্ত তথ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। কমিশনের অধীনস্থ আধিকারিককে আগামী ৭ দিনের মধ্যে জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। বুধবার একটি মামলায় এই নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

মামলাকারী অর্ক মাইতির বক্তব্য, নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে রাজ্যজুড়ে এসআইআর হয়েছে। এসআইআর-এর উদ্দেশ্য বৈধ ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় যুক্ত করা। তালিকায় থাকা অনুপ্রবেশকারী, মৃত ভোটারদের নাম বাতিল করে বাদ দেওয়া- এই আবেদনে তিনি জানিয়েছেন, নির্বাচন কমিশনের কাছে নিশ্চয় তথ্য আছে কে অনুপ্রবেশকারী, কোন বিদেশির নাম ভোটার তালিকায় রয়েছে। তাই মামলাকারী তথ্যের অধিকার আইনে (আরটিআই) নির্বাচন কমিশনের কাছে তথ্য চেয়ে আবেদন জানিয়েছেন।

আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে কোন সার্কুলারের ভিত্তিতে রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া হয়েছে এবং যে নথিতে অনুপ্রবেশকারীদের তথ্য রয়েছে, তা আবেদনকারীকে দেওয়া হোক। মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী শামিম আহমেদ বলেন, কোনও কারণ না দেখিয়ে সারা পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়া করছে নির্বাচন কমিশন, যা আইন-বিরুদ্ধ।

নাম 'বিচারাধীন', হাইকোর্টে ২ প্রার্থী

মুর্শিদাবাদের সিপিআইএম-এর প্রার্থী ইকবাল হক, জামিনুর মোল্লা। কিন্তু এসআইআর প্রক্রিয়ায় 'বিচারাধীন' রয়েছে তাঁদের নাম। তাই বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন দুই প্রার্থী। তাঁদের আইনজীবী শুভঙ্কর নাগ প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এদিন। আইনজীবীর দাবি, রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে প্রার্থী হিসেবে তাঁদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু এই দুই প্রার্থীর নাম এসআইআর প্রক্রিয়ায় 'বিচারাধীন' অবস্থায় রয়েছে। আদালত অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করে সেই 'বিচারাধীন' বিষয়টি নিষ্পত্তির নির্দেশিকা জারি করুক। প্রধান বিচারপতি জানান এসআইআর সংক্রান্ত সমস্ত মামলা সুপ্রিম কোর্টে 'বিচারাধীন।' তাই এই ধরনের আবেদনের শুনানি কলকাতা হাইকোর্ট গ্রহণ করতে পারে না। প্রধান বিচারপতির পরামর্শ, প্রয়োজনে তাঁদের সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানাতে হবে।

আলিপুরদুয়ারে অস্বস্তি বাড়ছে বিজেপিতে

দলে বিদ্রোহ, প্রার্থীকে 'গো ব্যাক' স্লোগান

অম্লানজ্যোতি ঘোষ
আলিপুরদুয়ার, ১৮ মার্চ

নির্বাচনের মুখে চরম অস্বস্তিতে আলিপুরদুয়ারের বিজেপি শিবির। প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই দলের অন্দরে যে ক্ষোভ দানা বেঁধেছিল, তা এবার বিস্ফারিত হল। নিজের দলের কর্মীদের কাছ থেকেই 'গো ব্যাক' স্লোগান শুনতে হল বিজেপি প্রার্থী পরিতোষ দাসকে।

মঙ্গলবার রাতে আলিপুরদুয়ার শহরের দুর্গাবাড়িতে এই ঘটনা ঘটে। রাতে পুজো দিতে দুর্গাবাড়িতে যান পরিতোষ দাস। তিনি যখন মন্দিরের ভিতরে পুজো দিচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় বাইরে জড়ো হন দলেরই ক্ষুব্ধ কর্মী-সমর্থকদের একাংশ। মুহূর্তের মধ্যে 'গো ব্যাক' স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে এলাকা।

২৫ মিনিট ধরে চলে বিক্ষোভ। কর্মীদের একাংশ প্রার্থীর বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলেও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। উপস্থিত সাধারণ মানুষ এই ঘটনায় বিস্মিত হয়ে পড়েন। পুজো শেষ করে প্রার্থী কার্যত বিক্ষোভরত কর্মীদের পাশ কাটিয়ে দ্রুত এলাকা ত্যাগ করেন।

প্রার্থী হিসেবে পরিতোষ দাসের নাম ঘোষণার পর থেকেই দলের অন্দরেই অসন্তোষ তৈরি হয়। অভিযোগ, দীর্ঘদিনের সংগঠনের কর্মীদের বঞ্চিত করে পরিতোষকে প্রার্থী করা হয়েছে। সেই ক্ষোভই ক্রমে তীব্র আকার ধারণ করেছে।

এর আগেও, সোমবার রাতে আলিপুরদুয়ারে বিজেপির জেলা কার্যালয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালান দলেরই ক্ষুব্ধ কর্মীরা। পরের দিন, মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত জেলা কার্যালয়ের বাইরে টানা বিক্ষোভ দেখান আলিপুরদুয়ার ৪ নম্বর মণ্ডলের বিজেপি কর্মীরা। পরপর দু'দিনের এই অস্থিরতার পর দুর্গাবাড়ির ঘটনা কার্যত প্রমাণ করে দিল, প্রার্থী নিয়ে বিজেপির অন্দরের দ্বন্দ্ব এখন চরমে। ভোটের আগে এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দলীয় সংগঠনে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

মালদা বিধানসভায় সিপিআই প্রার্থী, বিক্ষোভ সিপিএমের

অভিজিৎ চৌধুরি
মালদা, ১৮ মার্চ

নির্বাচনী দামামা বাজার সঙ্গেই মালদা বিধানসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্টের অন্দরে শুরু হয়েছে তীব্র অসন্তোষ। সিপিআই প্রার্থী দীপক বর্মনের নাম ঘোষণার পর থেকেই ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় সিপিএম নেতা-কর্মীরা। মঙ্গলবার রাতে পুরাতন মালদা পুরসভা এলাকায় রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি প্রার্থীর নাম বাদ দিয়ে দেওয়াল লিখনে শামিল হন তাঁরা। তাঁদের সাফ দাবি, অবিলম্বে এই কেন্দ্র থেকে সিপিআই প্রার্থী বদল করে সিপিএম প্রার্থী দিতে হবে, অন্যথায় মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের ২৩৮ জন পার্টি সদস্য একযোগে গণ ইস্তফা দেবেন।

বিক্ষোভকারীদের প্রধান অভিযোগ হল, সাংগঠনিক নিস্পৃহতা। সিপিএমের মালদা বিধানসভা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা ডিওয়াইএফআই নেতা বিধানচন্দ্র সরকার ও বিশ্বজিৎ মণ্ডল স্পষ্ট জানিয়েছেন, সারা বছর এলাকায় বামেদের লড়াই-আন্দোলনে সিপিআই-এর কোনও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁদের মতে, 'বাম জমানায় এই আসনটি সিপিএমের শক্ত ঘাঁটি ছিল এবং গতবারও জোট শরিক লড়াই করেছিল। কিন্তু এবার হঠাৎ করে এমন একজনকে প্রার্থী করা হয়েছে, যাঁকে এলাকার সাধারণ মানুষ চেনেন না বললেই চলে।' অপরিচিত প্রার্থী দেওয়ার ফলে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। দাবি তাঁদের।

এদিকে, এই নজিরবিহীন বিক্ষোভের মুখে পড়ে অস্বস্তিতে বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই প্রার্থী দীপক বর্মন। তাঁর বক্তব্য, 'রাজ্য বাম নেতৃত্ব এবং জেলা কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তেই আমাকে এই কেন্দ্রের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমার বিরুদ্ধে কেন এই ধরনের অপপ্রচার বা বিরোধিতা করা হচ্ছে, তা স্পষ্ট নয়।' তবে দলের অন্দরে কোনও সমস্যা থাকলে তা আলোচনার মাধ্যমেই মিটিয়ে নেওয়া হবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেছেন।

গাড়িতে টাকার বান্ডিল

আজকালের প্রতিবেদন
আলিপুরদুয়ার, ১৮ মার্চ

বিধানসভা নির্বাচনের আগে অসম থেকে টাকাভর্তি গাড়ি আসছিল আলিপুরদুয়ারে। ধরে ফেলল পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে টাকার উৎস ও সম্ভাব্য ব্যবহার খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। বুধবার আলিপুরদুয়ারের চৌপথি এলাকায় নিয়মিত নাকা চেকিং চলাকালীন অসম থেকে আসা একটি গাড়িকে আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে গাড়ি থেকে নগদ ৩ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়। নির্বাচনী আচরণবিধি (মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট) জারি থাকায় সব টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পুলিশের দাবি, আগেই একটি নির্দিষ্ট সূত্র মারফত বিপুল অঙ্কের টাকা পাচারের খবর তাদের কাছে পৌঁছেছিল।

সেই তথ্যের ভিত্তিতেই বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছিল। আটক গাড়িতে থাকা দুই যাত্রী অসমের চিরাং জেলার বাসিন্দা বিকেন ইশলারি এবং তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক

অসমের গাড়িতে উদ্ধার হওয়া টাকা। আলিপুরদুয়ারে, বুধবার।

করা হয়েছে।

প্রাথমিক তল্লাশিতে গাড়ির ড্যাশবোর্ড থেকে ৯৫ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত হয়। এরপর আরও খোঁজ চালিয়ে গাড়ির সানরুফ কভারের ভেতরে লুকিয়ে রাখা বাকি টাকা উদ্ধার করা হয়। যদিও অভিযুক্ত দম্পতির দাবি, তাঁরা নিয়মিত ভাবে আলিপুরদুয়ারে কেনাকাটা ও ঘোরাঘুরির উদ্দেশ্যে আসেন এবং

অসম থেকে আলিপুরদুয়ার

এই টাকার সঙ্গে কোনও বেআইনি কার্যকলাপের যোগ নেই। তবে তাঁদের বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করতে পুলিশ বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া টাকার উৎস, পরিবহণের উদ্দেশ্য এবং এর সঙ্গে কোনও নির্বাচনী অনিয়ম জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজন হলে আয়কর দপ্তরকেও বিষয়টি জানানো হতে পারে।

বি কে পাল অ্যাভিনিউ-তে শীতলা মন্দিরে পুজো দিয়ে ভোট প্রচার শুরু করলেন শ্যামপুকুরের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ শশী পাঁজা। দেওয়াল লিখলেন, কর্মীদের সঙ্গে চা খেলেন। ছবি: অভিজিৎ মণ্ডল

বেলেঘাটার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কুণাল ঘোষকে মালা পরিয়ে স্বাগত জানালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটে, ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে। প্রচার করলেন ২৯, ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডেও। ছবি: অভিজিৎ মণ্ডল

বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় দেওয়াল লিখে শুরু করলেন নির্বাচনের প্রচার। বুধবার। ছবি: বিজয় সেনগুপ্ত

দেশবন্ধু পার্কের সামনে ভোট প্রচারে মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শ্রেয়া পান্ডে। আছেন ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ডাঃ মীনাক্ষী গোস্বামী। বুধবার। ছবি: দীপক গুপ্ত

প্রচারে নেমে পড়লেন কলকাতার তৃণমূল প্রার্থীরা

কাকলি মুখোপাধ্যায়

প্রার্থী-তালিকা প্রকাশিত হতেই কলকাতায় প্রচারে নেমে পড়লেন তৃণমূল কংগ্রেসের হেভিওয়েট প্রার্থীরা। বুধবার সকালে আহিরীটোলা শীতলা মন্দিরে প্রণাম সেরে প্রচার শুরু করলেন শ্যামপুকুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ডাঃ শশী পাঁজা। এই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের চতুর্থ বারের প্রার্থী তিনি। রাস্তার ধারে চায়ের দোকানে কর্মীদের সঙ্গে বসে চা খেলেন। তারপর দেওয়াল লেখা দিয়ে শুরু হল ভোটপ্রচার। শঙ্কর হালদার লেনের কাছে বি কে পাল অ্যাভিনিউয়ে নিজেই হাত লাগালেন দেওয়াল লেখায়। অন্য দিকে, কলকাতা বন্দরে এবারও প্রার্থী শহরের মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এই নিয়ে চতুর্থবার। মঙ্গলবার নাম ঘোষণার পর নিজের এলাকায় কর্মীদের সঙ্গে জনসংযোগ শুরু করে দিয়েছেন। তবে জানা গিয়েছে, আনুষ্ঠানিক ভোটপ্রচার ইদের পরে শুরু করতে পারেন ফিরহাদ হাকিম।

চৌরঙ্গির বিধায়ক নয়না ব্যানার্জিও ভোট-প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। এলাকার কর্মীদের নিয়ে বুধবার সন্ধেয় বৈঠকে বসেন তিনি।

ওদিকে বেলেঘাটা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে এবার তৃণমূল প্রার্থী কুণাল ঘোষ। এদিন সকাল থেকে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। হাত লাগিয়েছেন দেওয়াল লিখনেও। তিনি জানান, মমতা ব্যানার্জিকে চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ঘোষও মঙ্গলবার রাত থেকে নেমে পড়েছেন জনসংযোগে। বুধবার সকালে দেখা গেল, সেখানে প্রচারের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে পুরোদমে।

জোড়াসাঁকো বিধানসভা থেকে এবার নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন বিজয় উপাধ্যায়। কলকাতা পুরসভার দীর্ঘদিনের কাউন্সিলর এবার প্রথম বিধানসভা ভোটের ময়দানে। মঙ্গলবার প্রার্থী-তালিকা ঘোষণার পর স্বাভাবিক ভাবেই খুশি। জানালেন, প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে। সকালে মেছুয়া বাজার ফলপট্টি থেকে আরম্ভ হয়েছে প্রচারের কাজ। বৃহস্পতিবার রাম মন্দিরের সামনে থেকে প্রচারপর্ব আবার শুরু হবে।

মানিকতলা কেন্দ্র থেকে এবার লড়ছেন প্রয়াত মন্ত্রী সাধন পান্ডের মেয়ে শ্রেয়া পান্ডে। সেখানকার বর্তমান বিধায়ক তাঁর মা সুপ্তি পান্ডে। মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে সকাল থেকেই প্রচারের কাজ শুরু করে দিয়েছেন শ্রেয়া। সন্ধেবেলা ১২ নম্বর ওয়ার্ডে মণিহার কমিউনিটি হলে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে জমিয়ে মিটিং করলেন তিনি।

যাদবপুরের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দেবব্রত মজুমদার। সকাল-সকাল দেওয়াল লিখে প্রচার শুরু। সুলেখা মোড়ের কাছে দেওয়াল লেখার কাজ যখন চলছে, তাঁকে ঘিরে একঝাঁক কর্মী। কলকাতার সর্বত্রই দেওয়াল লিখনের পাশাপাশি, দলীয় কর্মীদের নিয়ে মিটিংও শুরু করে দিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থীরা। ভোট-যুদ্ধে নামার আগে কর্মীদের সঙ্গে বসে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন অনেকেই। এদিন সকাল

যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী দেবব্রত মজুমদারের সমর্থনে দেওয়াল লিখন। ছবি: বিজয় সেনগুপ্ত

আড়াইশোর বেশি আসন নিয়ে নবান্নে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের প্রধান কর্তব্য। কুণাল ঘোষ এদিন ২৮ নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রচার শুরু করেন। তারপর মিটিং করেন ২৯, ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে। সন্ধেয় ৩১ নম্বর ওয়ার্ডে জনসভায় অংশ নেন। বালিগঞ্জ কেন্দ্রের প্রার্থী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ও এদিন সকাল থেকে দেওয়াল লেখা দিয়ে প্রচার শুরু করেন। রাসবিহারী কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দেবাশিস কুমারও দেরি না করে প্রচারপর্ব শুরু করে দিয়েছেন এদিন। মঙ্গলবার রাত থেকেই এলাকায় দেওয়াল লেখা শুরু করে দিয়েছেন কর্মীরা। এদিন সকালে দফায় দফায় কর্মীদের নিয়ে মিটিং করেন দেবাশিস। বিকেলে আবার চলে দেওয়াল লেখার কাজ এবং কর্মিসভা।

কাশীপুর বেলগাছিয়ার প্রার্থী অতীন থেকে কয়েক দফায় কর্মীদের নিয়ে সভা করেছেন রাসবিহারী বিধানসভার প্রার্থী দেবাশিস কুমার। এন্টালি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে এবার লড়ছেন স্বর্ণকমল সাহার পুত্র সন্দীপন সাহা। কলকাতা পুরসভার মেয়র পরিষদের দায়িত্ব সামলেছেন। এবার বিধানসভা নির্বাচনে লড়ছেন। দেওয়াল লেখা দিয়ে এদিন ভোটপ্রচার শুরু করেন। বিকেলেও কর্মিসভার পাশাপাশি বামনপাড়া বাজারে কর্মীদের নিয়ে দেওয়াল লেখা চলে। এবারেও বেহালা পশ্চিমের প্রার্থী রত্না চ্যাটার্জি। নাম ঘোষণার পর মঙ্গলবার রাতেই দেওয়াল লেখেন তিনি। বুধবার সকালে থেকে ভোট প্রচারের প্রস্তুতি শুরু করে দেন। ডিজিটাল প্রচারও শুরু করে দিয়েছেন বিধানসভা নির্বাচনের কলকাতার প্রার্থীরা।

শব্দরঙ্গ-২২৫

১				২	■	৩	■
	■	■	■	৪			
	■	৫			■		■
	■		■	■	৬		৭
৮	৯		■	■		■	
■		■	১০			■	
১১				■	■	■	
■		■	১২				

পাশাপাশি

১. আত্মীয়স্বজন ৪. (আল.) অতি তুচ্ছ বস্তু ধরা ৫. ওষুধ ৬. হাঁস, হংস ৮. ভাগ্য ১০. বাংলা বছরের একাদশ মাস ১১. মলিন, অপবিত্র ১২. শূদ্র।

উপর-নীচ

১. মনস্তত্ত্ব ও পদার্থতত্ত্ব
২. মোম
৩. (আল.) অতি মর্যাদাসম্পন্ন
৫. শিব
৬. বর্ণনা, বিবরণ
৭. মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী এক ঐতিহাসিক স্থান
৯. চন্দ্র, চাঁদ
১০. অতিরিক্ত।

সমাধান-২২৪

বি	শ্ব	বি	ধা	তা		য	
ঋ	জু	■	■	■	জ্জ	■	থা
■	ব	■	ঠি	■	ব	ল	ভি
সা	ন	স্ট্রো	ক	■	■	■	ম
প্ত	■	■	■	অ	ধি	গ	ত
প	র্জ	ন্য	■	ছা	■	ত	■
দী	■	গ্রো	■	■	■	রি	ক্তা
ন	■	ধ	রা	ছোঁ	ও	য়া	■

শুভজ্যোতি রায়

আজ টিভিতে কী দেখবেন

সিনেমা

● **জি বাংলা সোনার**
সকাল ৯-০০ **টক্কর**, সকাল ১১-৩০ **মায়ের অধিকার**, দুপুর ২-০০ **চুড়িওয়ালা**, বিকেল ৫-০০ **ভালবাসি তোমাকে**, রাত ৮-০০

শতরূপা, রাত ১০-৩০ **অগ্নিতৃষ্ণা**

● **কালার্স বাংলা সিনেমা**
সকাল ৯-৪৫ **দাদাঠাকুর**, দুপুর ১-০০ **মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট**, সন্ধে ৭-০০ **বারুদ**, রাত ১০-০০ **গ্রেফতার**

● **কালার্স বাংলা**
দুপুর ২-০০ **বদলা**

● **আকাশ আট**
দুপুর ৩-০৫ **সমাধান**

● **ডিডি বাংলা**
দুপুর ২-৩০ **তারিণী তারা মা**

● **জলসা মুভিজ**
সকাল ১০-১৫ **গোলমাল**, দুপুর ১-১৫ **শ্রীমান ভূতনাথ**, বিকেল ৪-০০ **ডিজে**, সন্ধে ৭-০০ **পাগলু ২**, রাত ১০-১৫ **হ্যাপি নিউ ইয়ার ২০২৬**

কালার্স বাংলা সিনেমা
সূর্য
বিকেল ৪-০০

জি সিনেমা
বেবি জন
দুপুর ১-৫৫

বিশেষ অনুষ্ঠান

● **গুড মর্নিং আকাশ**

আজকের অতিথি শিল্পী অর্কদীপ মিশ্র।
আকাশ আট: সকাল ৭-০০

● **জি সিনেমা**
সকাল ৯-২৩ **জয় সিম্বা**, দুপুর ১২-১৪ **রকশা বন্ধন**, বিকেল ৫-০২ **কেত্ত - কালি কা ক্যারিশ্মা**, রাত ৭-৫৫ **মারকাস্ত্র**, রাত ১০-৫৫ **যুবরত্ন**

● **জি আনমোল**
সকাল ৭-১৭ **খিলাড়ী**, সকাল

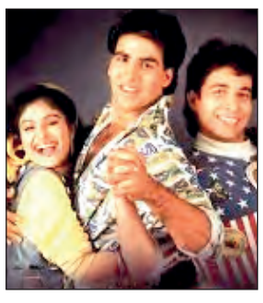

১০-১৫ **পরদেশী**, দুপুর ১-০০ **জঙ্গ**, বিকেল ৩-৩৯ **মর্দ**, সন্ধে ৭-০০ **রাজা কী আয়েগী বারাত**, রাত ৯-৩৯ **কসম সুহাগ কী**

ধারাবাহিক

● **সাত পাকে বাঁধা**

শুভ ও শাওনের ভালবেসে ভাল থাকার গল্প।
জি বাংলা: বিকেল ৫-৩০

দিনপঞ্জি

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত: বৃহস্পতিবার, ৪ চৈত্র ১৪৩২, ইং ১৯ মার্চ ২০২৬, মুং ২৯ রমজান ১৪৪৭
সূর্যোদয় ঘ ৫।৪৫।৫৬
সূর্যাস্ত ঘ ৫।৪৩।২৮
তিথি- (ফাল্গুন কৃষ্ণপক্ষ) অমাবস্যা দং ২।৪৮ দিবা ঘ ৬।৫৩ পরে (চৈত্র শুক্লপক্ষ) প্রতিপদ দং ৫৭।৪৮ রাত্রি ঘ ৪।৫৩
নক্ষত্র- উত্তরভাদ্রপদ দং ৫৫।৪৮ রাত্রি ঘ ৪।৫
অন্য পঞ্জিকা: বৃহস্পতিবার, ৪ চৈত্র ১৪৩২, ইং ১৯ মার্চ ২০২৬, হিজরি ২৯ রমজান ১৪৪৭

প্রয়োজন

লালবাজার কন্ট্রোল: 100, ট্রাফিক: 1073
পশ্চিমবঙ্গ পুলিস : 2214-5411-16
সিআইডি কন্ট্রোল : 2450-6100
ডিজি কন্ট্রোল : 2214-5087
বিধাননগর কন্ট্রোল : 4063-1111
হাওড়া কন্ট্রোল : 2641-5614
আসানসোল কন্ট্রোল : 0341-2250347
ব্যারাকপুর কন্ট্রোল :2593-2647
হাওড়া জিআরপি : 2641-3256
শিয়ালদা জিআরপি : 2350-3940
নিখোঁজ সংক্রান্ত : 2450-6100
প্রবীণ সুরক্ষা : 98300-88884
নারী সহায়তা: 1091
অ্যাম্বুল্যান্স 102
লাইফকেয়ার: 2475-4628
ইন্ডিয়ান রেডক্রস: 2248-3636
মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক: 2554-0084
রাসমণি মিশন: 2867-6031
মীরা সেবাকেন্দ্র: 2411-8316
সেন্ট জনস অ্যাম্বুল্যান্স: 98300-23653
বেল ভিউ ক্লিনিক: 99037-59103/ 82406-09986
দমকল 101
কন্ট্রোল: 2241-4545
হাওড়া: 2666-8111
শিলিগুড়ি: 0353-2502222
রাতের ওষুধ / অক্সিজেন
ধন্বন্তরী: 2454-7941
নন্দন মেডিক্যাল: 2358-1723
জীবনদীপ: 2455-0926
সাউথ ব্যুরো: 2484-4322
বেল ভিউ ক্লিনিক ফার্মেসি: 6688-8888
ব্লাড ব্যাঙ্ক
সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক: 2351-0619
লাইফকেয়ার: 2284-6940/2298
অশোক ব্যাঙ্ক : 2472-0333
বেলভিউ ক্লিনিক: 6688-8888 / 99031-03088
সেবা প্রতিষ্ঠান: 2475-3639/3636
চক্ষুদান
গণদর্পণ: 94330-31504
বন্ধু কর্নিয়া কেন্দ্র: 2663-4178
শববহন
সুরুচি সঙ্ঘ, নিউ আলিপুর: 2400-9950
হিন্দু সৎকার: 2241-3849/ 2050
শ্রীভূমি স্পোর্টিং: 2534-0002
উদয়ের পথে: 98301-73814
যাদবপুর মার্চেন্টস: 2412-8165

সবচেয়ে সস্তা শহর

● **১ পাতার পর**

কস্ট অফ লিভিং ইনডেক্সে সর্বোচ্চ ১০০ পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে নিউ ইয়র্ককে। মানে, নিউ ইয়র্কে বেঁচে থাকার খরচ সর্বাধিক। খরচের সূচকে মুম্বইয়ের স্থান ২৫.৮, দিল্লির ২২.৫, পুনের ২২.৪, বেঙ্গালুরুর ২১.৫, হায়দরাবাদের ২১.১, চেন্নাই ২০.০ ও কলকাতার স্থান ১৯.৩। মানে কলকাতার অবস্থান সবচেয়ে নীচে, অর্থাৎ এই শহর মাসিক খরচের নিরিখে সবচেয়ে সস্তা। বাড়িভাড়ার সূচকে এই শহরগুলির অবস্থান এই রকম— ১৭.৫, ৭.১, ৬.৬, ৮.৫, ৫.৬, ৪.৪ এবং ৩.৮। এর মানে মুম্বইয়ে বাড়ি ভাড়ার হার সর্বোচ্চ এবং কলকাতায় সবচেয়ে কম। যদি খরচের সূচক ও বাড়িভাড়ার সূচক এক সঙ্গে বিবেচনা করা হয়, তা হলেও মুম্বইয়ের স্কোর যখন ২১.৯, তখন কলকাতার স্কোর ১২.১। এর মানে, মাসিক খরচ ও বাড়িভাড়া মিলিয়ে ধরলেও কলকাতা দেশের সবচেয়ে সস্তা শহর।

আবহাওয়া

বৃহস্পতিবার	সর্বোচ্চ	৩৩
আংশিক মেঘলা আকাশ।	সর্বনিম্ন	২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস
বুধবার	সর্বোচ্চ ৩২.১ (-২)	
বৃষ্টি হয়নি	সর্বনিম্ন ২৪.২ (০)	
আপেক্ষিক আর্দ্রতা	৯২%	৬৩%

বাংলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা **আসানসোল ৩৬.৪°**

দিলীপের বিরুদ্ধে কমিশনে তৃণমূল

দীপঙ্কর নন্দী: বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে কমিশনকে চিঠি দিল তৃণমূল। বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ সম্প্রতি বলেছিলেন, কালীঘাটেও হামলা হবে, ভবানীপুরেও হামলা হবে। এই হুমকিমূলক মন্তব্য নিয়েই বিধিভঙ্গের অভিযোগ তুলে কমিশনকে চিঠি দিয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। অভিযোগে বলা হয়েছে, তৃণমূল নেতা–মন্ত্রীদের নাম করে প্রকাশ্যে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। চেতলা, কালীঘাট এলাকায় আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। কমিশনকে লেখা চিঠিতে বলা হয়েছে, শোকজ নোটিস ও এফআইআর দায়ের করা হোক। পাশাপাশি, নিরাপত্তা বাড়িয়ে দেওয়া হোক এবং বিতর্কিত ভিডিওগুলি সরিয়ে দেওয়া হোক। কমিশনকে লেখা তৃণমূলের চিঠিতে ৬ দফা দাবি জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, দিলীপ ঘোষকে অবিলম্বে শোকজ করা হোক এবং ভারতীয় ন্যায়সংহিতার ৩৫১ ও ১০৯ ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করার নির্দেশ দেওয়া হোক। আগামী দিনে যাতে তিনি প্ররোচনামূলক মন্তব্য না করেন, তা থেকে তাঁকে বিরত রাখা হোক। কেন তিনি এ ধরনের হুমকিমূলক কথা বলেছেন, তা নিয়ে বিজেপি নেতৃত্বের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়ার দাবি জানিয়েছে তৃণমূল। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়িতে হামলা চালিয়েছিল বিজেপির কয়েকজন কর্মী। সেই বিষয় নিয়ে দিলীপ ঘোষ মন্তব্য করেছিলেন, কালীঘাট ও ভবানীপুরে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে, তার প্রেক্ষিতেই চিঠি দিল তৃণমূল।

বিচারাধীন ২৩ লক্ষ ভোটারের নাম নিষ্পত্তি

আজকালের প্রতিবেদন

বিচারাধীন ভোটারদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত ২৩ লক্ষ ৩০ হাজার ভোটারের নিষ্পত্তি হল। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে বুধবার এই খবর জানা গেছে। এই সপ্তাহে বেরোবে সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট। এই সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে লেখা থাকবে 'অ্যাডিশন' এবং 'ডিলেটেড'। সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে যে ভোটারদের নাম বৈধ বলে বিবেচিত হবে, তাঁদের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় উঠবে। এই গোটা প্রক্রিয়াটা বিচারকদের তত্ত্বাবধানে হচ্ছে। পাশাপাশি বুধবার রাজ্যে এলেন পর্যবেক্ষকরা। এর মধ্যে ১০০ জন সাধারণ পর্যবেক্ষক এসেছেন, পুলিশ পর্যবেক্ষক এসেছেন ৮৪ জন ও আয়ব্যয়ের হিসাব সংক্রান্ত পর্যবেক্ষক এসেছেন ১০০ জন। ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রেই পর্যবেক্ষক থাকবেন। অন্যদিকে প্রায় ২০ হাজার ভোটার কার্ড নির্বাচন কমিশনে ফেরত এসেছে বলে অভিযোগ। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, তিন–তিনবার পোস্ট অফিসের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়েছিলেন কিন্তু অনেক মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ফলে জেলার নির্বাচন অধিকারিকরা এই ভোটার কার্ড রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে ফেরত পাঠিয়ে দেন। সাংবাদিকরা এই নিয়ে রাজের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালকে প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন, 'গোটা বিষয়টা তদন্ত হবে। এবং কী কারণে ফেরত এসেছে, তা খুঁজে বার করা হবে।' বুধবার থেকে রাজ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে 'কমপ্লেইন সেল' খোলা হল। এখানে তিনজন অফিসার ও ৬ জন মাইক্রো অবজার্ভার থাকবেন। এখানে যে কেউ ১৯৫০ নম্বরে ফোন করে অভিযোগ করতে পারেন। এছাড়া আরও একটি টোল ফ্রি নম্বর চালু করা হবে। এখানে অভিযোগ এলেই ৮ ঘণ্টার মধ্যে তা সমাধান করা হবে। নির্বাচনী আচরণবিধি চালু হয়ে গেছে। কমিশন এদিন ফের স্পষ্ট করে দেন রাজনৈতিক দলগুলো ব্যক্তিগত আক্রমণ কেউ কারওকে করতে পারবেন না। যদি কেউ এই নিয়ম লঙ্ঘন করেন নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্যদিকে গিরিশ পার্কের অশান্তির ঘটনায় কলকাতার নগরপালের তদন্ত রিপোর্ট নির্বাচন কমিশনে জমা পড়েছে। ওই রিপোর্ট দেখে কমিশন খুশি নয়। বুধবার রাজ্য পুলিশ, কলকাতা পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে বৈঠক করলেন নির্বাচন কমিশনের সিইও। এবং এদিন সিইও টেলিকম সংস্থাগুলোর সঙ্গেও বৈঠক করেন।

দমদম বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ব্রাত্য বসুর সমর্থনে দেওয়াল লিখন। বুধবার। ছবি: ভবতোষ চক্রবর্তী

আক্রমণ চলছে বাংলায়

● ১ পাতার পর

অন্যদিকে, রাজীব মিশ্রকে এডিজি মডার্নাইজেশন ও কো–অর্ডিনেশন করা হল। প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী এবং সুনীলকুমার চৌধুরি হলেন আইজি এসটিএফ। সুকেশকুমার জৈন হলেন আইজি উত্তরবঙ্গ, আকাশ মাঘারিয়া হলেন ডিআইজি আইবি। ড. কোটেশ্বর রাও হলেন ডিআইজি আইবি। লক্ষ্মীনারায়ণ মিনা হলেন এডিজি কারেকশনাল সার্ভিস এবং অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে এডিজি স্টেট ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর কাজ তিনি দেখবেন। জন থমাস কে হলেন আইবি–র স্পেশ্যাল সুপার। অভিজিৎ ব্যানার্জিকেও ওই একই পদে আনা হয়েছে। ইন্দিরা মুখার্জিকে পাঠানো হয়েছে সিআইডি স্পেশ্যাল সুপার পদে। পারিজাত বিশ্বাস হলেন রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্সের পুলিশ সুপার। প্রিয়ব্রত রায় হলেন কলকাতা পুলিশের ডিসি ট্রাফিক। আমনদীপ হলেন আইবি–র স্পেশ্যাল সুপার। ওই একই পদে আনা হল কামনাশিস সেনকে। বিশপ সরকার হলেন রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্সের পুলিশ সুপার। ধৃতিমান সরকার হলেন আইবি স্পেশ্যাল সুপার। সন্দীপ কাররা হলেন রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্সের পুলিশ সুপার। ওই একই পদে আনা হয়েছে আরিশ বিলাল এবং পলাশচন্দ্র ঢালিকে। ড. হোসেন মেহেদি রহমান হলেন আইবি স্পেশ্যাল সুপার।

ঠিক হয়েছে, কলকাতা পুলিশের নির্বাচন সেলের দায়িত্ব পালন করবেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার দেবেন্দ্রপ্রকাশ সিং। তাঁর সঙ্গে আরও ৫ আইপিএসকে যুক্ত করা হয়েছে। এঁরা হলেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার সন্তোষ পান্ডে, যুগ্ম পুলিশ কমিশনার অজয় প্রসাদ, ডেপুটি কমিশনার অভিষেক মোদি, ডেপুটি কমিশনার অরিন্দম সরকার, ডেপুটি কমিশনার বিদিত রাজ বুন্দেশ।

ভোটের আগে ৩ হাজারেরও বেশি চাকরিপ্রার্থীর নিয়োগের সুপারিশপত্র

আজকালের প্রতিবেদন

একাদশ–দ্বাদশ

একাদশ–দ্বাদশে শিক্ষক নিয়োগের জন্য দ্বিতীয় দফার কাউন্সেলিং শুরু হবে ২৪ মার্চ থেকে। এই দফায়, ভোটের আগে, ৩ হাজারেরও বেশি চাকরিপ্রার্থী নিয়োগের সুপারিশপত্র পেতে চলেছেন। বুধবার দ্বিতীয় দফার কাউন্সেলিংয়ের সূচি প্রকাশ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। এই দফায় ১০টি বিষয়ের কাউন্সেলিং হবে। কাউন্সেলিং হবে ২৪, ২৫, ২৭, ২৮ মার্চ, ১, ২, ৪, ৬, ৭, ৮, ৯, ১৩, ১৬, ১৭ এপ্রিল। ১০টি বিষয় হল, রাশিবিজ্ঞান, হিন্দি, কমার্স, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, হোম ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড হোম নার্সিং। যাঁরা ডাক পেয়েছেন, তাঁরা এ সংক্রান্ত চিঠি কমিশনের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ২১ মার্চ থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। কাউন্সেলিং শুরু হবে সকাল ১০টায়। কেন্দ্রীয় ভাবে এই কাউন্সেলিং হবে আচার্য সদনে, কমিশনের দপ্তরে। এর আগে ৭টি বিষয়ে ১৮২ জনকে ইতিমধ্যেই সুপারিশপত্র দিয়েছে কমিশন।

শুক্র, শনিতে দুই বঙ্গে ঝড়বৃষ্টি

● ১ পাতার পর

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আজ পর্যন্ত স্থানীয় ভাবে কয়েকটি জায়গায় বৃষ্টি হলেও, কাল ও পরশু ঝড়বৃষ্টি বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে রাজ্যের সব জেলায়। ঝড়ের জন্য দক্ষিণবঙ্গে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা রয়েছে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি–সহ বেশ কিছু জেলায়। কিছু জেলায় হলুদ সতর্কতা আছে উত্তর ও দক্ষিণ দুই বঙ্গেই। সোমবার কলকাতা, বিধাননগর–সহ বিভিন্ন জেলায় ঝড়বৃষ্টি হওয়ায় মঙ্গলবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমেছিল রাজ্যজুড়ে।

বিজেপির ৫ মিথ্যাচার

● ১ পাতার পর

বাংলার মানুষ এই প্রতিটি বিষয় লক্ষ রেখেছেন। তাঁরা প্রস্তুত হচ্ছেন, মোদি সরকারকে জবাব দেওয়ার জন্য।

● মিথ্যা ১

বিজেপি বাংলার উন্নয়ন করেছে। এই প্রচার আসলে সর্বৈব মিথ্যা। তৃণমূল তথ্য দিয়ে জানিয়েছে, বাংলার প্রাপ্য ১ লক্ষ ৯৬ হাজার কোটি টাকা আটকে রাখা হয়েছে। কিন্তু বাংলার সরকার এই বৈষম্যমূলক আচরণের মধ্যেও প্রতি বছর ২৬ হাজার ৭০০ কোটি টাকা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য দিয়ে থাকে। ফলে বাংলার মহিলারা আজ অনেক বেশি স্বনির্ভর। এই মুহূর্তে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ৭৪ হাজার কোটি টাকারও বেশি খরচ করা হয়েছে। বাংলার মেয়েদের জন্য বাংলা নিজেই খরচ করে।

● মিথ্যা ২

বাংলার সরকার নাকি কেন্দ্রের টাকা খরচ করতে পারে না। এটিও একটি বড় মিথ্যা কথা। কারণ, মনরেগা প্রকল্পে বাংলার প্রাপ্য ৫২ হাজার কোটি টাকা এখনও দেওয়া হয়নি। কলকাতা হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট ওই টাকা দিতে বলেছিল। কিন্তু বিজেপি সরকার সে কথায় কর্ণপাত করেনি।

● মিথ্যা ৩

জলজীবন মিশন নিয়ে তারা অনেক বড় বড় কথা বলে। প্রকৃত সত্য জলজীবন মিশন প্রকল্পে কেন্দ্র সরকার টাকা দেয়নি। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্য জলজীবন ফান্ডে ২ হাজার ৫২৫ কোটি টাকা আটকে রেখেছে।

● মিথ্যা ৪

বাংলায় নারীরা অসুরক্ষিত। এই মিথ্যা প্রচার সারা বছরই বিজেপি নেতারা করে থাকেন। এবং ভোটের প্রচারেও তা বলছেন। প্রকৃত সত্য হল, কলকাতা হল ভারতবর্ষের সবচেয়ে নিরাপদ শহর। যা কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তথ্যে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে, বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের দিকে তাকান, দিল্লির দিকে তাকান— প্রায় প্রতি ১ লক্ষ মানুষের মধ্যে ২ হাজারেরও বেশি অপরাধ হয় নারীদের সঙ্গে।

● মিথ্যা ৫

প্রচারে বহুদিন ধরেই বলা হচ্ছিল অনুপ্রবেশকারী রয়েছে বাংলায়। আপনারা ৬৩ লক্ষ নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন। ৬০ লক্ষ মানুষকে 'বিচারাধীন' করে রেখেছেন। তাঁদের ভবিষ্যৎ কী? বাংলায় আদৌ কত অনুপ্রবেশকারী রয়েছেন, সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রমাণ আপনারা দিতে পারেননি। শুধুমাত্র ভোটাধিকার হরণ করে বাংলাকে অসম্মান করছেন। বাংলার মানুষ এই মিথ্যাচার এবং প্রকৃত শাসনের বিষয়ে স্পষ্টভাবেই জেনে গিয়েছেন। বাংলার প্রতি আপনাদের মনোভাব কেমন, তা বাংলার মানুষ জানেন। কোনও প্রচারেই আপনারা এই সত্য চাপা দিতে পারবেন না।

আধিকারিকদের বদল

নির্বাচন কমিশন বিজেপির কথায় যেভাবে কাজ করছে, তা একেবারে চরম অবস্থায় পৌঁছেছে। ভোট ঘোষণা হওয়ার ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্ত নিদর্শন দেখিয়েছে কমিশন। যাঁরা বাংলার নির্বাচন সুষ্ঠু করার কাজে যুক্ত ছিলেন, এমন ১৩ জন যোগ্য আধিকারিককে বদলি করে দেওয়া হয়েছে। জেলাশাসক থেকে শুরু করে পুলিশকর্তা পর্যন্ত। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দার্জিলিং এবং আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক–ডিইও–দের বদলি করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, দক্ষিণ কলকাতার ডিইও, পুর কমিশনারদেরও বদল করা হয়েছে। যাঁদের বদলি করা হল, তাঁরা যথেষ্ট যোগ্য আধিকারিক এবং অভিজ্ঞ। তাঁরা প্রতিটি জেলার বিষয়টি নখদর্পণে জানেন। তাঁরা জানেন সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন করতে হলে কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে হয়। কিন্তু বিজেপির নির্দেশে গোটা রাজ্যের প্রশাসনিক মহলকে তছনছ করে দেওয়া হচ্ছে, নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে কোনও ধরনের যোগাযোগ না করেই। কেন এ ধরনের ঘটনা? যাঁরা বিজেপির তল্পিবাহক, তাঁদেরই বাইরে থেকে অবজার্ভার করে এ রাজ্যে আনা হচ্ছে। যাতে দিল্লির জমিদারদের কথায় তাঁরা কাজ করতে পারেন। তৃণমূল দেশের অন্যান্য অংশের পরিস্থিতি নিয়েও তীব্র সমালোচনা করেছে। উত্তরপ্রদেশে মহাজঙ্গলরাজ চলছে। নারী ও শিশু নিরাপত্তায় ব্যর্থ ডবল ইঞ্জিন সরকার। দুষ্কৃতীরা ৪ বছরের শিশুকন্যাকে চকোলেটের লোভ দেখিয়ে নৃশংসভাবে ধর্ষণ করেছে। তারপর পাথর থেঁতলে মেরে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, বাড়ি থেকে ৫০০ মিটার দূরে জঙ্গলে ফেলে দিয়েছে তার দেহ। সে রাজ্যে নারী ও শিশুরা, যে কোনও বয়সেরই হোক, কোনওভাবেই তারা নিরাপদ নয়। ডবল ইঞ্জিন সরকারের উত্তরপ্রদেশ নারীদের বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে। বাংলায় এসে তাঁরা অনেক চিৎকার–চেঁচামেচি করেন নারী সুরক্ষা নিয়ে, কিন্তু নিজের রাজ্যে যখন ধর্ষণের প্রান্তর তৈরি করে ফেলেছেন, তখন সে বিষয়ে এত নীরব কেন? বাংলায় যদি কিছু হয়, সামান্য ঘটনা নিয়ে বিজেপির প্রচারমাধ্যম সারাদিন তা দেখিয়ে থাকে। যখন উত্তরপ্রদেশে ঘটনা ঘটে, তখন কেন নীরব? মোদি সরকার এক সময় ঘটা করে ঘোষণা করেছিল, 'বেটি বঁাচাও, বেটি পড়াও'। কিন্তু দেখা গেল, সেটি একটি শূন্যগর্ভ বিষয়। আপনার রাজ্যে বিচার পাওয়ার অধিকার বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। গরিবের ঘর ভেঙেছে এবং ধর্ষণকারীদের কখনই গ্রেপ্তার করেনি। এই হচ্ছে ডবল ইঞ্জিন সরকারের প্রকৃত চেহারা— মানে ডবল ডেস্ট্রাকশন, ডবল ডেথ, ডবল শেম। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে একটি তিনতলা বাড়ির ৮ জন মানুষ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে মারা গিয়েছেন। ডবল ইঞ্জিন সরকারের দিল্লিতে পালাম অঞ্চলে এক বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের জেরে তিন শিশু–সহ ৯ জন পুড়ে মারা গেছেন। যদি সামান্য কোনও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বাংলায় ঘটে, তা নিয়ে তাঁরা হইচই, চিৎকার বাধিয়ে দেন। গেল গেল রব তোলেন। দিল্লির অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার তদন্তের জন্য কোনও ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম পাঠাবে নাকি! আলিগড় হাসপাতালে গুলি চালানোর ঘটনা আমরা সকলেই জানি। সেখানকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে এক জওয়ান গুলি চালিয়ে খুন করে পালিয়ে গিয়েছিল। এই খুনের তদন্ত কি হয়েছে?

আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

Aadhar Housing Finance Ltd

কর্পোরেট অফিস: ৮০২, নটরাজ বাই রুস্তমজি, ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়ে, স্যার এম ভি রোড, আন্ধেরি (ইস্ট), মুম্বই–৪০০০৬৯, মহারাষ্ট্র
বর্ধমান শাখা অফিস: ফার্স্ট ফ্লোর, গোপাল ভবন, হোল্ডিং নং ৩৯, মৌজা– ইচলাবাদ, ওয়ার্ড নং ১০, বর্ধমান–৭১৩১০৩, পশ্চিমবঙ্গ
আসানসোল শাখা অফিস: ইউনিট নং ২০৩, ফ্লোর নং ২, চ্যাটার্জি প্লাজা, জিটি রোড, রামবন্ধু তলা, ওয়ার্ড নং ৪৩, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩৩০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি পরিশিষ্ট–IV (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (এএইচএফএল)–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর প্রতি কোম্পানির অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে দাবি বিজ্ঞপ্তি(সমূহ) জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল। উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৪) নং উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে। বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও লেনদেন নীচে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক ও তদুপরি সুদ সমেত এএইচএফএল–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

ক্রম নং	শাখার নাম / ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)–এর নাম	সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ (স্থাবর সম্পত্তি)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং দাবিকৃত অর্থাঙ্ক	দখলের তারিখ
১	[লোন কোড: ০৬৪০০০০০৭১৭, বর্ধমান শাখা] প্রয়াত মহঃ সেবগাতুল্লা হক (প্রতিনিধিত্বকারী আইনি উত্তরাধিকারী) (ঋণগ্রহীতা) নাসরিন বেগম (সহ–ঋণগ্রহীতা) বাজরুল হক (জামিনদার)	৩০০ বর্গফুট মাপের কাঠামো সহ কমবেশি ৩ ডেসিমেল জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, মৌজা–মুলগ্রাম, জে এল নং ১৫, এল আর খতিয়ান নং ২৭২, আর এস এবং এল আর দাগ নং ৩৪৭, থানা পাণ্ডুয়া, জেলা হুগলি। চৌহদ্দি: পূর্ব: আবদুল জল্লাদের বাড়ি; পশ্চিম: শেখ ইয়াসিনের বাড়ি; উত্তর: শেখ ইব্রাহিমের বাড়ি; দক্ষিণ: ৪ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা এবং মহঃ মফাজালের বাড়ি।	৯ অক্টোবর, ২০২৫ ₹৪২৩৩৬৩/–	১৭ মার্চ, ২০২৬
২	[লোন কোড: ০৬৪০০০০১৫২৪, বর্ধমান শাখা] প্রভাত সেন (ঋণগ্রহীতা) বাসন্তী সেন (সহ–ঋণগ্রহীতা) কার্তিক চন্দ্র দত্ত (জামিনদার)	বিল্ডিং সহ কমবেশি ১.৭৫ শতক জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, মৌজা–পাঁচপাড়া, জে এল নং ৯০, এল আর খতিয়ান নং ২৭/১, ২৬/২, ১৫৬/১ এবং ৬৮২, আর এস এবং এল আর প্লট নং ৩৪৩, জিরাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, থানা বলাগড়, জেলা হুগলি। চৌহদ্দি: পূর্ব: অসিত কুমার সেনের জমির সম্পত্তি; পশ্চিম: গণেশ পালের জমির সম্পত্তি; উত্তর: দেবকান্ত পল্টার জমির সম্পত্তি; দক্ষিণ: ১০ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা।	২৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ ₹৩৯৫৭১৭/–	১৭ মার্চ, ২০২৬
৩	[লোন কোড: ০১৮১০০০০৩১৫ আসানসোল শাখা] বাপি দাস (ঋণগ্রহীতা) রূপশ্রী দাস (সহ–ঋণগ্রহীতা)	কমবেশি ১ কাঠা, ৮ ছটাক জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, মৌজা পালানজা, জে এল নং ৬, আর এস খতিয়ান নং ২০৫ এবং ২০৭, ২০২২ সালের বিক্রয় দলিল নং I–৭০১০ অনুসারে, আর এস প্লট নং ৩৮১, পুরুলিয়া পুরনিগমের অধীন, ওয়ার্ড নং ১১, হোল্ডিং নং ১০৬, থানা পুরুলিয়া, জেলা পুরুলিয়া। চৌহদ্দি: পূর্ব: ৩ ফুট প্যাসেজ এবং সুকুমার দাস এবং অন্যদের সম্পত্তি; পশ্চিম: নাগন মাহাতো এবং চণ্ডী মাহাতোর সম্পত্তি; উত্তর: কাশীনাথ সারোগির সম্পত্তি; দক্ষিণ: অকুল মাহাতোর সম্পত্তি।	৯ অক্টোবর, ২০২৫ ₹১২৩১৫০৩/–	১৬ মার্চ, ২০২৬

স্থান: বর্ধমান, আসানসোল
তারিখ: ১৯.০৩.২০২৬

অনুমোদিত আধিকারিক
আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইংডিয়ন বৈঁক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

আরামবাগ ব্রাঞ্চ
লিঙ্ক রোড, আরামবাগ, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১২৬০১

পরিশিষ্ট IV–A
[রুল ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) এর প্রতি বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতা–এর কাছে বন্ধক রাখা/দায়বদ্ধ নিম্ন উল্লিখিত স্থাবর সম্পত্তি, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা–এর ঋণগ্রহীতা(গণ), জামিনদার(গণ) এর থেকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা–এর অনুমোদিত আধিকারিক এখানে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির বাস্তবিক দখল নিয়েছেন যা ০৮.০৪.২০২৬ তারিখের সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টায় 'যেখানে আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেমন আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ক) অ্যাকাউন্ট/ ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি অর্থাঙ্ক গ) বিড বাড়ানোর মূল্য ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির ওপর দায় চ) দখলের প্রকৃতি
মেসার্স জয় চণ্ডী কৃষি ভাণ্ডার প্রোপ্রাইটর: মিঃ স্বপন পাল, গ্রাম চণ্ডীনগর, পোঃ দোয়ারহাটা, থানা–জাঙ্গিপাড়া, জেলা হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ–৭১২৪০৩ মিঃ স্বপন পাল, মেসার্স জয় চণ্ডী কৃষি ভাণ্ডার এর প্রোপ্রাইটর, পিতা মিঃ অজিত পাল, ইছাবটি, দোয়ারহাটা, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ–৭১২৪০৩ মিসেস রুমা পাল স্বামী স্বপন পাল, ইছাবটি, দোয়ারহাটা, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ–৭১২৪০৩ ব্রাঞ্চ: আরামবাগ	কমবেশি ৭ শতক আবাসিক জমি এবং বিল্ডিংয়ের সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, মৌজা–চণ্ডীনগর, জে এল নং ৭৬, আর এস খতিয়ান নং ৪১৪, এল আর খতিয়ান নং ৪১৩, আর এস এবং এল আর দাগ নং ৮, রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, থানা জাঙ্গিপাড়া, জেলা হুগলি, এডিএসআরও জাঙ্গিপাড়ায় নথিভুক্ত বুক নং I, ভলুম নং ২২, পৃষ্ঠা ২৩১ থেকে ২৩৬, ১৯৯৮ সালের ০৬.১১.১৯৯৮ তারিখের দলিল নং ১৮৮৮, অনুসারে সম্পত্তিটি মিঃ স্বপন পাল এর নামে। চৌহদ্দি: উত্তর: প্রবীর মণ্ডলের সম্পত্তি; দক্ষিণ: দেবাশিস মণ্ডলের সম্পত্তি; পূর্ব: রাস্তা; পশ্চিম: গোপাল দাসের সম্পত্তি।	₹৫৯,১৪,৪৬৭/– (উনষাট লক্ষ চৌদ্দ হাজার চারশো সাতষট্টি টাকা মাত্র) (উপরোক্ত অ্যাকাউন্টের উপর সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) ১৩.১২.২০২৩ অনুযায়ী তৎসহ ১৪.১২.২০২৩ থেকে উদ্ভূত সুদ।	ক) ₹৩২,৭১,০০০/– (বত্রিশ লক্ষ একাত্তর হাজার টাকা মাত্র) খ) ₹৩,২৭,১০০/– (তিন লক্ষ সাতাশ হাজার একশো টাকা মাত্র) ০৮.০৪.২০২৬ তারিখের বিকাল ৪টার মধ্যে জমা দিতে হবে গ) ₹২০,০০০/– (কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB50295133939B ঙ) অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বশেষ জ্ঞান ও তথ্য অনুসারে সম্পত্তির উপর কোনও দায় নেই। চ) বাস্তবিক দখল

ই–নিলামের তারিখ ও সময়: তারিখ: ০৮.০৪.২০২৬; সময়: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা
ই–নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম: https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশ নেওয়ার জন্য বিডারগণকে আমাদের ই–নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ–এর ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজন হলে ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে কথা বলুন। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানার জন্য অনুগ্রহপূর্বক support.baanknet@psballiance.com মেল আইডি–তে যোগাযোগ করবেন।
সম্পত্তির বিশদ তথ্যাবলি এবং সম্পত্তির ছবি সমেত নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক https://baanknet.com ওয়েবসাইট দেখুন এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে অনুগ্রহপূর্বক পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ এর এই নম্বরে যোগাযোগ করবেন: ৮২৯১২২০২২০।
https://baanknet.com ওয়েবসাইটে এই সম্পত্তিগুলি খোঁজার সময় **বিডারগণকে ওপরে উল্লেখমতো সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহারের পরামর্শ** দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের ব্যক্তি: দেবজ্যোতি দাস, অনুমোদিত আধিকারিক এবং ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (মোবাইল: ৯৯০৩১১০৬০১)

দ্রষ্টব্য: সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর প্রতিও এটি একটি নোটিস

তারিখ: ১৮.০৩.২০২৬, স্থান: আরামবাগ
স্বা/– অনুমোদিত আধিকারিক, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

আবির্ভাব ০৫.০২.১৯২৪

তিরোভাব ১৯.০৩.২০১০

স্মরণে
পরমারাধ্যা কমলা বসু

মা, আজ তোমার কাছে আমার কথা বলার দিন। সারা বছরের হিসাবের খাতা তুমি দেখতে চাইবে। টাকা-পয়সার হিসাব নয়, সময়ের হিসাব। ৩৬৫টা দিন তুমি কিভাবে খরচ করলে! কাকে কি দিলে, নিজেই বা কি নিলে? খোলো তোমার খাতা। আমাকে দেখাও। তোমার কি একবারও মনে হয়নি আমি তোমার নাম 'নিমাই' না রেখে 'নিতাই' কেন রেখেছি। মহাপ্রভুর প্রেমপ্রবাহের নাম 'নিতাই'। আমি তোমাকে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছি। সেই আলো বহির্জগতের। রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ, ভোগ, দুর্ভোগ, উপভোগ; কিন্তু অন্তরের আলোটি যে দিনের পর দিন একান্ত জেগে থেকে আকাশপ্রদীপ হয়। আমি সেই 'মা', যে মা তার কচি সন্তানটিকে 'নিত্যের' খাঁচায় ভরতে চায়নি। সে বড় সাহসী মাঃ তন্ত্রগুরুর হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল, 'দিন, দিন, উৎসর্গ করে দিন মহামায়ার চরণে। তারপর? জগতে মা-ই নির্দেশ করে দেবেন জীবনের পথ। সময় জটিল থেকে জটিলতর হবে। তারপর অবশ্যম্ভাবী প্রলয়। আবার সৃষ্টি। তারই মাঝে আমাদের অবসাদ। নিতাই! মায়ের কোল শূন্য হয় না; সব দেহই মায়ের দেহ। সব হৃদস্পন্দনই মায়ের পদধ্বনি। সন্ত কবীর বলছেন, 'শব্দ শোনো, শব্দ শোনো'। নিতাই, তোমাকে কেউ জানবে না, তুমি সকলকে জানবে। গভীর রাতে আমি তোমার শিয়রে বসব। পুত্র আজ তোমাকে একটি মন্ত্র শেখাব মানবজীবন রহস্য -
পঞ্চাত্মকং পঞ্চসু বর্তমানং ষড়াশ্রয়ং
ষড়্গুণযোগযুক্তম্।
তং সপ্তধাতুং ত্রিমলং দ্বিযোনিং চতুর্বিধাহারময়ং
শরীরম্।।
স্মরণ রেখো, যে শরীর আমরা মায়ের কাছ থেকে পাই, তার গঠন ও ধর্ম: এটি পঞ্চভূত, ষড়াশ্রয়, ষড়্গুণযোগ, সপ্তধাতু, ত্রিমল, দ্বিযোনি, চতুর্বিধ আহারের সমাহার। পুত্র! আমি প্রকৃতি, তোমার পিতা পুরুষ। উভয়ের মিলন। তারপর বিস্ময়, শুধুই বিস্ময়। তবু কেন এত অবহেলা, অশ্রদ্ধা, নাশকতা, নির্যাতন! পুত্র তোমাকে আমি অমৃতলোকের দিশারী করেছি। মায়ের কর্তব্য পালন করে মহামায়ায় লীন হয়েছি। তুমি আর্তজনের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছ। তুমি জয়ী হও। সেই আশীর্বাদ।
ইতি তোমার মা
পুত্রের নিবেদন: মা, আমার মা, তোমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।

তোমার নিতাই
সঙ্গে তোমার গৌর, বুড়ো (জয়ন্ত)
সৌজন্যে: লেক কালীবাড়ী

ICICI Bank

ব্রাঞ্চ অফিস: আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি–৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯১

সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রির জন্য টেন্ডার তথা ই–নিলামের জনবিজ্ঞপ্তি

[রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]
স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা বাস্তবিক দখল নেওয়া ও সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দাখিলযোগ্য নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি 'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে যার সংক্ষিপ্ত তথ্য এখানে নীচে দেওয়া হয়েছে:–

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণ–এর নাম ও লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ	বকেয়া অর্থাঙ্ক	সংরক্ষণ মূল্য / বায়না জমা	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	ই–নিলামের তারিখ ও সময়
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
১	মিঃ বাপি সর্দার (ঋণগ্রহীতা) মিতালি সর্দার (সহ–ঋণগ্রহীতা) লোন অ্যাকাউন্ট নং: LBCAL00005046390	আবাসিক ফ্ল্যাট নং ১বি, ফার্স্ট ফ্লোর, শ্যামপুর এনক্লেভ, আর এস দাগ নং ৭৪৮, আর এস খতিয়ান নং ২২, এল আর দাগ নং ৯৪১, এল আর খতিয়ান নং ১২৪৪, জে এল নং ৪৬, তৌজি নং ৩৫৭, আর এস নং ৩৪, ওয়ার্ড নং ৩৫, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং সি১–৩৮/১৬, সি১–৩৮/এ/নিউ, বিবিটি রোড, কলকাতা অভিমুখে রাস্তার বাম পার্শ্বে, মহেশতলা পুরসভা, মৌজা–শ্যামপুর, থানা– মহেশতলা, পরগনা– বালিয়া, এডিএসআর অফিস– বেহালা, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা–৭০০১৩৭। সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৮৪ বর্গফুট, তৎসহ বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ।	₹ ৩২,৫৯,৭৩৩/– ১২ মার্চ, ২০২৬ অনুযায়ী	₹ ১৫,০০,০০০/– / ₹ ১,৫০,০০০/–	৩ এপ্রিল, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো	১০ এপ্রিল, ২০২৬ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শুরু

অনলাইন নিলাম প্রক্রিয়াটি আমাদের নিলাম এজেন্সি মেসার্স নেক্সজেন সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড (ইউআরএল লিঙ্ক: https://disposalhub.com)–এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আয়োজিত হবে। এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট বন্ধকদাতাগণ/ বিজ্ঞপ্তি গ্রহীতাগণকে ৯ এপ্রিল, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থাঙ্ক সুদসমেত পরিশোধের জন্য শেষ সুযোগ দেওয়া হল, অন্যথায় নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী এই সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি করা হবে।
সম্ভাব্য ডাকদাতা(গণ)–কে অবশ্যই ওপরে উল্লিখিতমতো (ওপরের টেবলের কলাম নং 'E' দ্রষ্টব্য) বায়না জমা বাবদ অর্থাঙ্ক (ইএমডি) ডিমান্ড ড্রাফ্ট (ডিডি) রূপে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি–৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯১ ঠিকানাস্থিত অফিসে ৯ এপ্রিল, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে জমা দিতে হবে এবং তার পরে সর্বশেষ ৯ এপ্রিল, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে ওপরে লেখা ওয়েবসাইটে নিজেদের দরপ্রস্তাব ইএমডি জমার প্রমাণ হিসেবে ব্যাঙ্কের তরফে প্রাপ্তিস্বীকার করা ডিমান্ড ড্রাফ্টের স্ক্যান করানো কপি সমেত দাখিল করতে হবে। অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, সম্ভাব্য ডাকদাতা(গণ) ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দরপ্রস্তাব জমা দিতে না পারলে টেন্ডার ডকুমেন্টের স্বাক্ষরিত কপি স্ক্যান করিয়ে সর্বশেষ ৯ এপ্রিল, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি–৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯১ ঠিকানায় জমা দিতে হবে। ইএমডি বাবদ অর্থাঙ্ক কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত/তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক থেকে 'ICICI Bank Limited'–এর অনুকূলে Kolkata–তে প্রদেয় ডিমান্ড ড্রাফ্ট/ পে–অর্ডার রূপে জমা দিতে হবে।
সম্পত্তি পরিদর্শন, নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি অথবা টেন্ডার জমা দেওয়া সংক্রান্ত প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর পেতে অনুগ্রহপূর্বক আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর প্রতিনিধির সঙ্গে ৯১৬৩৩৪৩৪৩৯ নম্বরে যোগাযোগ করবেন।
অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, মার্কেটিং এজেন্সি (১) মেসার্স ভ্যালু ট্রাস্ট ক্যাপিটাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড এবং (২) গিরনারসফ্ট প্রাঃ লিঃ–কে এই সম্পত্তি বিক্রিতে সহায়তার কাজেও নিয়োজিত করা হয়েছে।
কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও অথবা সমস্ত দরপ্রস্তাব বাতিল করার অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে। বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে জানতে অনুগ্রহপূর্বক এই ওয়েবসাইট দেখুন: www.icicibank.com/n4p4s।

তারিখ: ১৭ মার্চ, ২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক
আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

GRIHUM

রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৬, 'বি' বিল্ডিং, গঙ্গা ট্রুনো, লোহেগাঁও, পুণে, মহারাষ্ট্র–৪১১০১৪ ব্রাঞ্চ অফিস ইউনিট: থার্ড ফ্লোর, ১৭৭, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড (বি টি রোড), ডানলপ, বরানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৩৫

ই–নিলাম – বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
সারফায়েসি অ্যাক্টের অধীনে
সুরক্ষিত স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ('অ্যাক্ট') অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, **গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (উক্ত অ্যাক্ট অনুসারে এখানে এর পরে 'সুরক্ষিত ঋণদাতা' হিসেবে উল্লিখিত)**–এর কাছে বন্ধক রাখা নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৩(১২) ধারাধীনে সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক উক্ত অ্যাক্টের ১৩(২) ধারাধীনে জারিকৃত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে দখল নিয়েছেন।
সুরক্ষিত **এই পরিসম্পদগুলি ০৪.০৪.২০২৬ তারিখে 'যেখানে আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। এতদ্দ্বারা জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে, https://www.bankeauctions.com ওয়েবসাইটে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ্য নিলাম পরিচালিত হবে। বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য, অনুগ্রহপূর্বক জিএইচএফএল/ সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.grihumhousing.com দেখুন।**

ক্রম নং	প্রোপোজাল নম্বর/ গ্রাহকের নাম {A}	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং বকেয়া অর্থাঙ্ক {B}	দখলের প্রকৃতি {C}	সম্পত্তির বিবরণ {D}	সংরক্ষণ মূল্য {E}	ইএমডি (সংরক্ষণ মূল্যের ১০%) {F}	ইএমডি জমার শেষ তারিখ {G}	বিড বাড়ানোর মূল্য {H}	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময় {I}	নিলামের তারিখ ও সময় {J}	জানা দায় (যদি থাকে) {K}
১	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: LAP054620000000 5005278 এবং HF0011H20100122 শুভাশীষ বৈরাগী (ঋণগ্রহীতা) মনিকা দে (সহ–ঋণগ্রহীতা)	বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ০৭.০৮.২০২৪ মোট বকেয়া: ₹২৪,২৭,২৫৩/– (চব্বিশ লক্ষ সাতাশ হাজার দুশো তিপান্ন টাকা মাত্র), যার মধ্যে লোন নং LAP054620000000 5005278–এ বকেয়া ৭,৭৯,৮৫১.০০/- এবং লোন নং HF0011H20100122–এ ১৬,৪৭,৪০২.০০/- অন্তর্ভুক্ত। এই পরিমাণ অর্থ ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী এবং সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত বার্ষিক ১৫% এবং ১৭.০০%% হারে সুদসহ প্রদেয়।	বাস্তবিক	১৬.৫ ডেসিমেল জমি এবং তার ওপর অবস্থিত কাঠামোর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– মহেশচন্দ্রপুর, জে এল নং ১৭৯, আর এস এবং এল আর দাগ নং ১৯৯, আর এস এবং এল আর খতিয়ান নং ২৪৬, হিনারা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা– চাকদহ, জেলা– নদীয়া। বিক্রয় দলিল অনুযায়ী সম্পত্তির বিবরণ বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**– নগেন্দ্র নাথ বৈরাগীর শালি জমি; **দক্ষিণ**– নগেন্দ্র নাথ বৈরাগীর শালি জমি; **পূর্ব**– দয়াল মালাকারের শালি জমি; **পশ্চিম**– নগেন্দ্র নাথ বৈরাগীর শালি জমি।	₹ ২৫০০০০০/– (পঁচিশ লক্ষ টাকা মাত্র)	₹ ২৫০০০০/– (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)	০২.০৪.২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে	₹ ১০,০০০/–	৩০.০৩.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা)	০৪.০৪.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো)	শূন্য

নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে পিএইচএফএল ব্রাঞ্চে এসে নিলামে তোলা সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করে নিজস্ব অনুসন্ধান চালিয়ে সম্পত্তি সংক্রান্ত অতিরিক্ত চার্জ, দায়ভার ও অন্যান্য তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ সম্পর্কে জেনে নিজে সন্তুষ্ট হয়ে নেওয়ার জন্য আগ্রহী বিডার/ক্রেতাদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সম্পত্তির ওপর নির্ধারিত সম্পত্তি কর, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল/জল কর ও অন্যান্য বিধিবদ্ধ বকেয়া সফল বিডারকেই প্রদান করতে হবে।
যথেষ্ট সময় হাতে থাকতেই সম্পর্কিত পোর্টালে আগ্রহী বিডারদের নাম রেজিস্টার করিয়ে নিতে হবে এবং ই–বিডিংয়ের জন্য বাধ্যতামূলক লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড নিলামের সার্ভিস প্রোভাইডার সি১ ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ, ঠিকানা: প্লট নং ৬৮, থার্ড ফ্লোর (চতুর্থ তল), গুড়গাঁও, হরিয়ানা–১২২০০৩, হেল্পলাইন নম্বর: ৭২৯১৯৮১১২৪, ২৫, ২৬, সাপোর্ট ই–মেল আইডি: Support@bankeauctions.com, যোগাযোগের ব্যক্তি: ধরণী পি, ই–মেল আইডি: dharani.p@c1india.com, যোগাযোগের নম্বর: ৯৯৪৮১৮২২২২–এর থেকে সংগ্রহ করে নিতে হবে। অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, আগ্রহী বিডাররা কেবলমাত্র এঁদের থেকেই ই–নিলামের অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। ০২.০৪.২০২৬ বা তার আগে আগ্রহী ক্রেতা/বিডাররা বায়না অর্থাঙ্ক (ইএমডি) যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত বা তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস/ডিডি রূপে 'Grihum Housing Finance Ltd.' (ব্যাঙ্কের নাম: আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড; অ্যাকাউন্ট নম্বর: 091551000028; আইএফএসসি কোড: ICIC0000915, (আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, পাঞ্চশীল টেক পার্ক, গণপতি চকের কাছে, ৪৩/৪৪ বিমান নগর–৪১১০১৪)–এর অনুকূলে জমা দিয়ে https://www.bankeauctions.com ওয়েবসাইটে নিজেদের নাম রেজিস্টার করবেন এবং সার্ভিস প্রোভাইডারের থেকে বিনামূল্যে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করে নেবেন। ওপরে লেখা ওয়েবসাইটে নিজেদের নাম রেজিস্ট্রেশনের পরে আগ্রহী ক্রেতা/বিডাররা নিম্নলিখিত আপলোড করা নথিগুলি ই–মেলের মাধ্যমে প্রেরণ করবেন এবং এগুলির স্ব–স্বাক্ষরিত মুদ্রিত প্রতিলিপি জমা দেবেন এই ঠিকানায়: থার্ড ফ্লোর, ১৭৭, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড (বি টি রোড), ডানলপ, বরানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৩৫, মোবাইল নম্বর: +৯১ ৮২৮১১৩৮১৪৩, ইমেল আইডি– p.adith@grihumhousing.com। ই-নিলামে অংশ নেওয়ার শর্তাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে https://www.bankeauctions.com এবং www.grihumhousing.com দেখুন।

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) অধীনে সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই নোটিসটি ১৫ দিনের নোটিস হিসেবেও বিবেচনা করতে হবে

যদি স্থানীয় ভাষার প্রকাশনা এবং ইংরেজি সংবাদপত্রের প্রকাশনার মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে, তবে 'বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড'-এ প্রকাশিত ইংরেজি সংবাদপত্রের বিষয়বস্তুই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

তারিখ: ১৯.০৩.২০২৬; স্থান: কলকাতা
স্বাঃ– অনুমোদিত আধিকারিক, গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

হিংস্র ব্রিগেড

আরএসএস-এর গণ-গীতাপাঠের আসরে, বিজেপি নেতাদের উপস্থিতিতে, চিকেন প্যাটিস-বিক্রেতাদের নৃশংস প্রহার করেছিল উগ্র বাহিনী। আহতদের নিগ্রহ মানে বাঙালিদের ওপরই নিগ্রহ। জবাব দেওয়া হবে ভোটে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে কুৎসিত আক্রমণে ক্লান্তিহীন বিজেপি নেতারা। মহিলা বলেই যেন কুকথা বেশি। বিজেপি-র নির্দেশে কমিশন সরিয়ে দিল দেশের একমাত্র মহিলা মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে। প্রধানমন্ত্রীর ব্রিগেডের দিন দেখলাম বিজেপি-র অসভ্যতা। আক্রান্ত হলেন রাজ্যের মহিলা মন্ত্রী। শুধু তাঁর বাড়ি-অফিস ভাঙচুর করা হল না, তছনছ করা হল প্রয়াত অজিত পাঁজার ঘর, যিনি ছিলেন রাজ্যের ও কেন্দ্রের প্রাক্তন সফল মন্ত্রী। দোষ, তাঁর পুত্রবধূ শশী পাঁজা। রাজ্যের মন্ত্রীর বাড়ি-দপ্তরের সামনে টাঙানো ছিল মমতা ব্যানার্জির ছবি-সহ তৃণমূলের ব্যানার। নামিয়ে ছিঁড়ল গেরুয়া গুন্ডারা। তৃণমূল কর্মীরা কোনও গন্ডগোলে না-গিয়ে ফের টাঙাতে যান। সহ্য হল না গেরুয়া বাহিনীর। ঢিল-পাথর ছোড়া হল শশী পাঁজার বাড়িতে। শুধু বাড়ি ও দপ্তর ভাঙচুরেই থামা গেল না। আহত করা হল তৃণমূল কর্মীদের, স্বয়ং মন্ত্রীকেও। অপরাধীদের স্বভাব হল, অন্যদের ওপর দোষ চাপিয়ে দেওয়া। যারা ভাঙচুর করল, যারা আঘাত করল, তারা থানায় অভিযোগ দায়ের করল। নির্বাচনের মুখেই এই হিংস্র চেহারা। প্রচার পর্ব সামনে পড়ে আছে। দক্ষ আইএএস, আইপিএস অফিসারদের সরিয়ে আনা হল বিজেপি-র পছন্দের লোকেদের। দিল্লি থেকে মহানেতাদের ডেইলি প্যাসেঞ্জারি চলবে। কমিশন ওঁদের সঙ্গে আছে, থাকে, থাকবে। এজেন্সির হামলা থাকবে। আড়াই লক্ষ আধাসেনা নামবে। অসংখ্য তথাকথিত পর্যবেক্ষক থাকবেন— যাঁরা বিজেপি-র খাস লোক। অমিত শাহের রোড শো থেকে ভাঙা হয়েছিল বিদ্যাসাগরের মূর্তি। এবার শুরুতেই মহিলা মন্ত্রীর ওপর হামলা। হিংস্রতার অসংখ্য কাণ্ডের জন্য বাংলা প্রস্তুত।

প্রিয় সম্পাদক

যুদ্ধের আঁচ বাঙালির হেঁশেলে

ভবতোষবাবু সকাল থেকেই গ্যাসের অফিসে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়েছেন। দু'দিন হল, গ্যাস বুক করেও মেলেনি গ্যাস সিলিন্ডার। এদিকে স্কুলশিক্ষিকা মিনতি সরকার বারবার গ্যাস ডেলিভারি বয়কে ফোন করেও কোনও সদুত্তর পাননি। আসলে বর্তমান সময়ে যে রান্নার গ্যাসের সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তাতেই চিন্তার ভাঁজ পড়েছে সকলের। গ্যাস বুক করেও সময়মতো মিলছে না সিলিন্ডার। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের আঁচ এসে পড়েছে বাঙালির হেঁশেলে। যুদ্ধের আবহে গ্যাস আমদানিতে সঙ্কট দেখা দিয়েছে। দেশ জুড়ে রান্নার গ্যাসের সঙ্কট দিনে দিনে বাড়ছে। টিভিতে বা ফোনে আতঙ্ক ক্রমশ বাড়ছে। কবে এই সমস্যার সমাধান হবে, স্পষ্ট করে কেউই বলতে পারছেন না।

গৃহস্থের রান্নাঘর থেকে শুরু করে বড় বড় রেস্তোরাঁ, খাবারের দোকানেও একই সমস্যায় পড়েছেন সকলে। এদিকে স্কুলের মিড-ডে মিল নিয়েও চিন্তায় আছেন স্কুলের শিক্ষকেরা। অনেকেই বিকল্প পথ হিসেবে খড়ি বা কয়লাতে রান্নার কথা ভাবছেন। হেঁশেলে কমেছে খাবারের পদ। ইন্ডাকশন ওভেনে কোনও ভাবে রান্না করে দিন কাটাচ্ছেন অনেকেই। গ্যাস ব্যবহার করতে গিয়ে অনেকে বাড়িতে উনুনও তুলে দিয়েছেন। কিন্তু গ্যাস সঙ্কটের সময়ে আবারও অনেককেই ভাবতে হচ্ছে সেই উনুনের কথা। গ্যাস সরবরাহকারী সংস্থাগুলো সঠিক বলতে পারছেন না সমাধান কোন পথে আসবে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তবে কবে হবে, সেই প্রশ্নটিই রয়ে গেছে। হেঁশেলে এমন গ্যাস সঙ্কট এর আগে দেখা যায়নি।

● *শঙ্কর সাহা*
পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর

ড্রেসিংকে যন্ত্রণামুক্ত করা যায় না!

গত এক বছর নানা কারণে কলকাতার বেশ কয়েকটি হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে। অপারেশন সম্পর্কে সবার মনেই একটা ভীতি থাকে। অপারেশন এমনিতেই বেশ ঝামেলার ও কষ্টের। কিন্তু অপারেশনের পর ড্রেসিং করা বা সেলাই কাটা যেন আরও কষ্টকর। ড্রেসিং করার সময় সব রোগীই অল্প বিস্তর চিৎকার-চেঁচামেচি করেন।

আমি ডাক্তার ও ড্রেসারদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, ড্রেসিংয়ের আগে ক্ষতের জায়গাটাকে কোনও মলম বা স্প্রে দিয়ে অবশ করা যায় কিনা। তাহলে ব্যথা একটু কম হয়। রোগীর মনে সেই আতঙ্কও থাকে না। সবাই বলেছেন, অবশ করা যাবে না। চিকিৎসা বিজ্ঞান এত উন্নত হয়েছে, রোবট দিয়ে চিকিৎসা ও অপারেশন হচ্ছে। সেখানে সামান্য ড্রেসিংয়ের সময় যন্ত্রণা কমানো যাবে না? আসলে, ড্রেসিংটাকে অতি তুচ্ছ ঘটনা মনে করা হয়। সেই কারণেই হয়তো রোগীদের এই যন্ত্রণার দিকটাকে চিকিৎসকরা গুরুত্বই দিতে চান না। চিকিৎসকদের কাছে অনুরোধ, বিশেষ মলম বা স্প্রে ব্যবহার করা যায় কিনা ভাবুন। নইলে, ড্রেসিংয়ের যন্ত্রণার ভয়ে অনেকে হয়তো অপারেশনই করাবেন না।

● *পঙ্কজ সেনগুপ্ত*
কোন্নগর, হুগলি

ঘুমকেও ভালবাসুন

সম্প্রতি পেরিয়ে গেল বিশ্ব ঘুম দিবস। 'আজ ভাল করে একটু ঘুমোতে হবে'— বলাটা যত সহজ, কার্যক্ষেত্রে তা না-ও ঘটতে পারে। তবে আশ্চর্যের বিষয়, ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যখন চাইতেন তখন ঘুমোতে পারতেন। তিনি নাকি যুদ্ধের মাঠে ঘোড়ার পিঠে ঘুমিয়ে নিতেন। ঐতিহাসিকদের মতে, তাঁর এই অসাধারণ ঘুমের ক্ষমতা তাঁর যুদ্ধের কৌশল ও মানসিক সক্ষমতার একটি বড় উৎস ছিল।

আবার বিখ্যাত ইংরেজ কবি ও নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়র অনিদ্রায় ভুগতেন। এই অনিদ্রার কথা ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর বহু নাটকের সংলাপে। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন সাধারণ মানুষের চেয়ে ঘণ্টা দুই বেশি ঘুমোতেন। নিয়ম করে ১০ ঘণ্টা ঘুমোতেন। মস্তিষ্ক বিশ্রাম দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত সময় ঘুমোতেন বলে জনশ্রুতি।

সুনিদ্রার উপকার তুলে ধরতে ২০০৮ সাল 'ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অফ স্লিপ মেডিসিন' বিশ্ব ঘুম দিবস পালন শুরু করে। এই বছর ২০২৬ সালের বিশ্ব ঘুম দিবসের প্রতিপাদ্য 'ভাল ঘুমোও, ভালভাবে বাঁচো'। ঘুম স্বাস্থ্যের একটি মৌলিক স্তম্ভ। ঘুমের অভাব এখন এক বড় রকম জনস্বাস্থ্য সমস্যায় পরিণত হচ্ছে। সাধারণ ধারণায় একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন ৭-৮ ঘণ্টার ঘুম প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞদের মতে, ঘুমোনোর একটি নির্দিষ্ট সময় থাকা জরুরি এবং ঘুমোনোর আগে যতদূর সম্ভব মোবাইল, কম্পিউটার ব্যবহার থেকে দূরে থাকা উচিত। নিয়মিত শরীর চর্চা ঘুমের পথে সহায়ক হতে পারে। পর্যাপ্ত ঘুম মানসিক স্থিতি, উৎপাদনশীলতা এবং জীবনের সামগ্রিক মান বজায় রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

আমেরিকার 'সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশেন'-এর তথ্য অনুযায়ী, ৭০ শতাংশের অধিক হাইস্কুল পড়ুয়া ৮ ঘণ্টার কম ঘুমোয়। পড়ুয়াদের জনস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন ৮-১০ ঘণ্টা। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে সাত ঘণ্টার কম ঘুমোনো কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে আগ্রাসী আচরণের প্রবণতা দেড় থেকে দ্বিগুণ বেড়ে যায়। বিশেষজ্ঞের মতে, ভারতে প্রায় ১০ কোটির বেশি মানুষ স্লিপ অ্যাপনিয়ায় আক্রান্ত হতে পারেন। ৪০ শতাংশ মানুষ সাত ঘণ্টার কম, ২০ শতাংশ মানুষ ৬ ঘণ্টার কম এবং ৮.৮ শতাংশ মানুষ পাঁচ ঘণ্টার কম ঘুমোন। ঘুমের অন্যতম কাজ আমাদের মানসিক এবং শারীরিক ক্লান্তি দূর করা। ভাল ঘুম পাওয়া কোনও বিলাসিতা নয়, বরং অপরিহার্য।

● *সুব্রত পাল*
শালবনি, পশ্চিম মেদিনীপুর

'লাইক' মানে ভাল লাগা নয়, খুশি করা

তৈলমর্দনের অন্যতম সেরা মাধ্যম হল 'ফেসবুক'! প্রোফাইল পিকচার কুৎসিত হলেও প্রশস্তির বাঁধভাঙ্গা স্রোত, 'অসাধারণ', 'অপূর্ব', 'কিউট', 'অসম্' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যে কোনও মানের লেখা হোক না কেন, যতই বানান ভুল থাকুক না কেন, প্রশংসা একেবারে অন্তহীন। বেসুরো গান, অদ্ভুত নাচ, বিদঘুটে আবৃত্তির ভিডিও-তে শুধু ভাল লাগার ফিরিস্তি। কোনও প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সেলিব্রিটি, রাজনৈতিক নেতা ও প্রভাবশালীদের পোস্টে তো হাজার হাজার লাইক আর খুশি করা মন্তব্য।

এমন অনেক 'কেউকেটা' আছে, যারা নিজেদের সাফল্য এবং নানা ভঙ্গিমায় ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে। অর্ধাঙ্গিনী থেকে শুরু করে ছেলেমেয়েদের এমনকী বাড়ির পোষ্যর জন্মদিন পালনের ছবিও ফলাও করে পোস্ট করে। এতে অবশ্য আপত্তির কিছু নেই। এই সমস্ত পোস্টে গুণমুগ্ধদের লাইক এবং বিভিন্ন মন্তব্যের ঢেউ আছড়ে পড়ে। এখানেও আপত্তিকর কিছু নেই। কিন্তু মজার কথা হল, এই 'কেউকেটা'র দল অন্যদের কিংবা তাঁদের ছেলেমেয়েদের জন্মদিনে ও সাফল্যে কোনওরকম প্রতিক্রিয়া জানায় না। সাধারণ মানুষ অদ্ভুত এক মানসিকতায় এঁদের পোস্টে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে নিজেদের ধন্য মনে করে।

আসলে, অন্ধ আনুগত্যর জোরে এক শ্রেণির 'কেউকেটা' বহাল তবিয়তে আছেন, যাকে বলে বিন্দাস। আরও এক মজার ব্যাপার হল যে পোস্টে লাইক দেওয়া বা কমেন্ট করার ক্ষেত্রে 'গ্রুপিং' বেশ সক্রিয় হয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, কারও সাফল্য লাভের পোস্টে লাইক বা পোস্ট সর্বজনীন হয় না। লাইক বা কমেন্ট করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট গ্রুপ থাকে। আসলে, ব্যাপারটা এক ধরনের উঁচুমানের অন্তর্জ্বালার বহিঃপ্রকাশ।

● *বিশ্বজিৎ কর*
গড়িয়া, কলকাতা

চিঠি লিখুন ইমেলেও priyo_sampadak@aajkaal.net

'বাংলা' নামে আপত্তি কোথায়?

সঞ্জয় ঘোষাল

এখন দেশ

রাজার ইচ্ছায় কী না হয়! নামবদল কোন ছার। যুগে যুগে নামবদলের বহু উদাহরণ আছে, উদাহরণ আছে এদেশেও। কিন্তু রাজা যদি না চান, তাহলে কি আর তা সম্ভব? না, সম্ভব নয়। সম্ভব হয়ও নি। বদলায়নি পশ্চিমবঙ্গের নাম। পশ্চিমবঙ্গ তাই আজও বাংলা হয়নি। কেরল 'কেরলম' হয়েছে। বাংলা থেকে গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গেই। যত সমস্যা ওই পশ্চিমে! পশ্চিম আর বাংলার পাশ থেকে সরছেই না। প্রশ্ন উঠছে, পূর্ববঙ্গ যখন নেই, তখন পশ্চিম কেন? পশ্চিম বাদ দিতে হবে। আর রাজ্যের নাম বদলাতেই যদি হয়, তাহলে সহজ নাম বাংলা করে দাও। সংখ্যা আছে, বিধানসভাও কালবিলম্ব না করে প্রস্তাব পাশ করে দিয়েছে, পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। কিন্তু কেন্দ্র বাংলা নিয়ে নীরব। কেন্দ্রের বাংলা অ্যালার্জি আর কিছুতেই ঘুচছে না।

বাংলার অস্তিত্ব তো আর আজকের নয়! যুগ-যুগান্তর ধরে বাংলা ঐতিহ্যের ধারা বহন করে চলেছে। কিন্তু বাংলার সেই ইতিহাসকেই আজ অগ্রাহ্য করছে একটা সরকার। কনস্টানটাইনের সময়েও রাজার ইচ্ছায় রাজ্যের নাম হত, এখনও তাই-ই হয়। শুধু বাংলা বিরোধিতা করতে গিয়ে আজ বাংলাকে ব্রাত্য করে রেখে দেওয়া হয়েছে। এও এক সুবিশাল ষড়যন্ত্র। পশ্চিমবঙ্গের নামবদল করে বাংলা করার প্রস্তাব রাজ্য বিধানসভায় সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত হয়েছে একাধিকবার। প্রথমবার তিনটি ভাষার জন্য তিনটি নামের প্রস্তাব গিয়েছিল। তখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক প্রশ্ন তুলেছিল, একই রাজ্যের নাম তিন রকম হয় কীভাবে? তাই, এবার রাজ্য বিধানসভা থেকে শুধুমাত্র বাংলা নামের প্রস্তাব গিয়েছে। তারপরেও প্রস্তাব ফেরত এসেছে, আবার নতুন করে প্রস্তাব যাচ্ছে। কিন্তু আজও সেই আসা-যাওয়ার পথেই আটকে রয়েছে বাংলা নাম। এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রকে একবার মনে করিয়ে দেওয়া দরকার বাংলা নামের উৎপত্তি, মহিমা, ঐতিহ্য ও গৌরবের কথা। কোথা থেকে এল বাংলা নাম? গঙ্গা নদী যেখানে সাগরে মিশেছে, সেখানে গঙ্গারিডাই নামে প্রাচীন এক সভ্যতা ছিল। একথা জানা যায় গ্রিকদের রচনা থেকে। দক্ষিণ ভারতের একটি জনজাতি, যারা এখন অধুনা ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা তাদের সূর্যের দেবতা সিঙ্গ বঙ্গা, তা থেকে বঙ্গ নামের উৎপত্তি হয়ে থাকতে পারে। আর বঙ্গ থেকে বাংলা। আবার আর্যদের রচনা অনুযায়ী রাজা বলী এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গ নামের উল্লেখ রয়েছে এমন প্রাচীন লিপিটি মহারাষ্ট্রের কোলাপুরে পাওয়া গিয়েছে। ইতিহাসবিদরা মনে করেন লিপিটি আনুমানিক ৮০০ খ্রিস্টাব্দের। অর্থাৎ বাংলা ছিল প্রাচীন যুগে, তার অস্তিত্ব ছিল ঐতিহাসিক যুগেও। বর্তমানেও বাংলা নামকে সমান ভাবেই বহন করে চলেছে এ-রাজ্য।

প্রাচীন অনেক গ্রন্থেই এই ভূখণ্ডের কথা উল্লেখ আছে। ঐতরেয় আরণ্যক-এ সর্বপ্রথম বঙ্গ নামক একটি জনগোষ্ঠীর কথা উল্লেখিত হয়েছে। বৌধায়ন ধর্মসূত্রেও একটি জনগোষ্ঠী হিসেবে বঙ্গ নামের উল্লেখ রয়েছে, যারা আর্য সভ্যতার সীমার বাইরে কলিঙ্গের পাশেই বসবাস করত। মহাভারতে অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে। ১২ বছর তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে অর্জুন বঙ্গ ও কলিঙ্গের সকল পবিত্র স্থান ঘুরে এসেছিলেন। মহাভারত অনুসারে পাণ্ডবরা পুণ্ড্র, বঙ্গ ও তাম্রলিপ্ত জয় করেছিলেন। এ সব রাজ্যই বর্তমান বৃহত্তর বাংলার অংশ ছিল। অঙ্গ, বঙ্গ ও পুণ্ড্র রাজ্যের রাজারা যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত থাকতেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণে অযোধ্যার সঙ্গে বঙ্গের মৈত্রীবন্ধনের কথা জানা যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও বঙ্গ নামের উল্লেখ রয়েছে। সুলতানি শাসনামলে এই অঞ্চল বাংলা হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে। সেটা ১৩৫২ সাল। সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ সর্বপ্রথম অঞ্চলগুলিকে একত্রিত করে শাহ-ই-বাংলা উপাধি নিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। সর্বপ্রথম বাঙালি জাতিসত্তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। এভাবেই কালক্রমে ভূখণ্ডের নাম হয় বঙ্গ তথা বঙ্গদেশ। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর এই ভূখণ্ডের নাম হল পশ্চিমবঙ্গ। যদিও পূর্ববঙ্গ বলে কিছু গঠিত হল না, হল পূর্ব পাকিস্তান। যা বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশ। উবে গেল বাংলা সত্তা। ইতিহাসে আমরা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব হিসেবে সিরাজদ্দৌলার নাম পাই। পলাশীর প্রান্তরে সেই যে স্বাধীন সূর্য অস্ত চলে গিয়েছিল, তখনই যেন বাংলা নামকে অস্তাচলে পাঠানোর বীজ রোপিত হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হলেও বাংলা নামের অভ্যুদয় আর ঘটেনি। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর হারানো সেই বাংলাকেই ফিরিয়ে আনার প্রয়াস শুরু করেন মমতা ব্যানার্জি। কিন্তু কেন্দ্র তথা বিজেপির নির্লজ্জ বাংলা বিরোধিতায়, সেই প্রস্তাব আজও আলোর মুখ দেখেনি।

তবে এ রাজ্যের বাংলা পরিচিতি বা বাংলা নাম ব্যবহার বহু ক্ষেত্রেই হয়েছে, এখনও হয়। বাংলা সাহিত্যে বার বার অবিভক্ত ভূখণ্ডের নাম বাংলা ও বাংলাদেশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'। লিখেছেন, 'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান'। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'বাংলাদেশ' কবিতায় এই অখণ্ড ভূখণ্ডকে বাংলাদেশ ও বাংলা বলে ছত্রে ছত্রে উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন, '..সে আমাদের বাংলাদেশ, আমাদেরই বাংলা রে!' দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখেছেন, 'বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ..।'

> ১৯৪৭ সালে বাংলা ভেঙে দু'ভাগ হয়ে যায়। পাঞ্জাবও ভাগ হয়। কিন্তু ভারতে সেটি পাঞ্জাব নামেই পরিচিত রয়েছে। সরকারি ভাবে কোনও দিনই তার নাম পূর্ব পাঞ্জাব ছিল না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তা হয়নি। ১৯০৫ সালের ইতিহাস মেনেই বঙ্গভূমির একাংশের নাম হয় পশ্চিমবঙ্গ, ইংরেজিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল। রাজধানীর নাম বদলে ক্যালকাটা থেকে কলকাতা হলেও, রাজ্যের নামবদল করা হয়নি।

১৯০৫ সালে ব্রিটিশদের বঙ্গভঙ্গের চেষ্টা সফল হয়নি। ১৯৪৭ সালে বাংলা ভেঙে দু'ভাগ হয়ে যায়। পাঞ্জাবও ভাগ হয়। কিন্তু ভারতে সেটি পাঞ্জাব নামেই পরিচিত রয়েছে। সরকারি ভাবে কোনও দিনই তার নাম পূর্ব পাঞ্জাব ছিল না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তা হয়নি। ১৯০৫ সালের ইতিহাস মেনেই বঙ্গভূমির একাংশের নাম হয় পশ্চিমবঙ্গ, ইংরেজিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল। রাজধানীর নাম বদলে ক্যালকাটা থেকে কলকাতা হলেও, রাজ্যের নামবদল করা হয়নি। রাজ্যের নামবদলের প্রস্তাব প্রথম হয়েছিল ১৯৯০-এর দশকের শেষ দিকে। কিন্তু তা কার্যকর হয়নি। তৃণমূল সরকার নামবদলের চেষ্টা করে চলেছে এখনও। বাংলা নামের দাবি যে অযৌক্তিক নয়, তার ভুরি ভুরি উদাহরণ রয়েছে। যেমন এখনও রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটে বাংলা নামে প্রতিনিধিত্ব করে পশ্চিমবঙ্গ। ফুটবলে সন্তোষ ট্রফি থেকে শুরু করে জাতীয় গেমস-সহ সর্বত্রই পশ্চিমবঙ্গকে বাংলা নামে প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা যায়। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল বা বেঙ্গল স্পোর্টস অ্যাকাডেমি— সেখানেও বাংলা। বঙ্গোপসাগর, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, বেঙ্গল স্কুল অফ আর্ট ইত্যাদির ক্ষেত্রেও সেই বাংলা। ইতিহাস, নামের গুরুত্ব, ঐতিহ্য সবই যখন বাংলার পক্ষে, তখন রাজ্যের নাম কেন হবে না বাংলা? সেই প্রশ্ন উঠবে না? সব ভাষাতেই বাংলা হোক বা বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন রকম ভাবে বাংলার রূপান্তর হোক, আপত্তি নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ কেন? বাংলা চাই। আর বাংলা, ইংরেজি বা হিন্দিতে ভিন্ন ভিন্ন নাম তো থাকতেই পারে। আমাদের দেশের নামই তো ইংরেজিতে ইন্ডিয়া, বাংলায় ভারত। এমন গুচ্ছ উদাহরণ আছে। অর্থাৎ, একাধিক নাম থাকা ব্যতিক্রমী নয়। ডয়েশল্যান্ডকে বিদেশিরা জার্মানি বলে, মাজারকে বিদেশিরা হাঙ্গেরি বলে, মিশরকে বলা হয় ইজিপ্ট, সুয়োমেনকে বলা হয় ফিনল্যান্ড, হল্যান্ডকে বলা হয় নেদারল্যান্ড— অনেক উদাহরণ।

রোম সম্রাট কনস্টান্টাইন বাইজান্টিয়ামের নাম করেছিলেন নিজের নামে। নাম হয়েছিল কনস্ট্যান্টিনোপল। পরে নাম হয় ইস্তানবুল। এদেশে নামবদলের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন করে মহম্মদ বিন তুঘলক তার নাম দেন দৌলতাবাদ। দিল্লি শহরকে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে সেখানে রাজধানী তৈরি করে তার নাম শাহজাহানাবাদ দিয়েছিলেন সম্রাট শাহজাহান। এই জায়গাটি বর্তমানে পুরনো দিল্লি নামে পরিচিত। তারপর বম্বে হয়েছে মুম্বই, মাদ্রাজ হয়েছে চেন্নাই, আর ব্যাঙ্গালোরের নামও বদলে হয়েছে বেঙ্গালুরু। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও একাধিক রাজ্যের নাম বদলেছে। বদলেছে দেশের নামও। সিংহল থেকে শ্রীলঙ্কা হয়েছে। আবার ব্রহ্মদেশের নাম হয়েছে বর্মা থেকে মায়ানমার। শ্যামদেশের নাম বদলে হয়েছে থাইল্যান্ড। এমন আরও উদাহরণ রয়েছে। সময়ের সঙ্গে ভাষা ও জনজাতি বদলের সঙ্গে নামও বদলে যায়। এবার কালের নিয়মেই বাংলার ক্ষেত্রেও নামবদলের ডাক এসেছে।

টু-এক্স গতির জীবনই কি চাইছি আমরা

অগ্নিভ চক্রবর্তী

বসার ঘরে টিভিতে কোনও অনুষ্ঠান বা সিনেমা চলছে কিংবা সংবাদ পাঠ করছেন সাংবাদিক, অথচ ঘরে উপস্থিত প্রায় সকলের নজরই মুঠোফোনে আবদ্ধ— এই 'সেকেন্ড স্ক্রিনিং' বা 'মাল্টিস্ক্রিনিং' আজ আমাদের কাছে ভীষণ ভাবে পরিচিত। তবে আমাদের অজান্তেই ধীরে ধীরে সেটা গুরুতর আকার ধারণ করছে। অনেকেই ফোনে 'রিলস' বা মিনি ভিডিও না চালালে, পাশাপাশি ল্যাপটপ বা ডেস্কটপে কাজ করতে পারছেন না। টিভি দেখার সময় তো বটেই এমনকী, অনেকে প্রেক্ষাগৃহে টিকিট কেটে সিনেমা দেখতে গিয়ে বড়পর্দায় সিনেমা চলাকালীনও মন দিচ্ছেন ফেসবুক-ইনস্টা স্ক্রোলিংয়ে। বড় পর্দাতেও মনোযোগ হারাচ্ছি আমরা? সেকারণে কমে আসছে টিকিট কেটে হলে গিয়ে সিনেমা দেখাও। পরিচালক, প্রযোজক, হল-মালিকদের ঘুম ছুটেছে মানুষকে হলমুখী করতে। সিনেমা 'দেখানো'টাই এখন যেন বিশাল বড় চ্যালেঞ্জ।

এমন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে বলিউড পরিচালকরা বেছে নিয়েছেন নয়া পন্থা। সিনেমার চিত্রনাট্য লেখা হচ্ছে এমন ভাবে, যাতে প্রতি ৫-১০ মিনিট অন্তর গল্পে বা পর্দায় কোনও না কোনও চমক থাকে। সম্প্রতি সেই উদাহরণ দেখা গিয়েছে ২০২৩ সালে শাহরুখ খানের 'জওয়ান' ছবিতে। অ্যাটেনশন হারানো দর্শকের নজর কাড়তে হিন্দি ছবির আইটেম সং-এর ভিডিওতে ফ্রেমচেঞ্জ রাখা হয়েছে প্রতি ৮-১০ সেকেন্ড অন্তর। রিলস-প্রেমী দর্শককে হলমুখী করতে মরিয়া সকলেই। অন্য দিকে, মুঠোফোনে ইউটিউব-সহ বিভিন্ন ওটিটিতে মিনি/মাইক্রো ভিডিও সিরিজের রমরমা। ৫-১০ মিনিটের এপিসোড। আসলে এর মূল কারণ, 'রিলস' বা রিলস-জাতীয় তিরিশ সেকেন্ড বা এক মিনিটের ভিডিওগুলি— ৯:১৬ রেশিওতে নির্মিত হাসির ভিডিও, ডেইলি ভ্লগ, ট্রাভেল/ফুড ভ্লগ ইত্যাদি। দুরন্ত গতিতে কথা/ভয়েসওভার (অডিও) সাথে প্রতি সেকেন্ড-মিলিসেকেন্ডে ফ্রেমচেঞ্জ করা ভিডিও ছিনিয়ে নিচ্ছে আমাদের মনোযোগ। তবে এর কারণ শুধুই 'রিলস' নয়। সঙ্গে ওয়েব সিরিজ আর ইউটিউব ভিডিও দোসর।

সঙ্গে রয়েছে এই ভিডিওগুলির 'ডুম স্ক্রোলিং'। মানে স্ক্রোল করতে করতে অন্তহীনের পিছনে ছুটে চলা। বর্তমান প্রজন্ম মধ্যরাত পেরিয়ে অড়াইটে-তিনটে অবধি সোশ্যাল মিডিয়ায় ডুম স্ক্রোলিংয়ে প্রায় অভ্যস্থ। ফলে অ্যাটেনশন স্প্যান কমে দাঁড়াচ্ছে ওই তিরিশ সেকেন্ড বা এক মিনিট। এর বেশি সময় আমরা কোনও একটা কিছুতে মনোসংযোগ করতেই পারছি না। হারিয়ে ফেলছি ধৈর্য। এক সময়, তিরিশ মিনিট বা ষাট মিনিটের রান্নার অনুষ্ঠান হত টিভির পর্দায়। ওই পুরো সময় জুড়ে দর্শক শিখতেন একটি বা বড়জোর দুটি পদ রান্নার পদ্ধতি। আজ তা ইউটিউব, ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামের দৌলতে তিরিশ মিনিট বা ষাট মিনিটেই শিখে ফেলা যাচ্ছে। এখানেই শেষ নয়, আমাদের মনোযোগ এতটাই তলানিতে ঠেকেছে যে, অনেকেই বেছে নিয়েছি 'টু এক্স' গতি। মুঠোফোনে টিভি সিরিয়াল, সিনেমা, ওয়েব সিরিজ এমনকী অল্প সময়ের রিলসও একটু বোরিং লাগলেই, ফাস্ট ফরোয়ার্ড করে এগিয়ে যাচ্ছি। গান বা দীর্ঘ কোনও ফ্রেমে আটকে থাকতেই চাইছে না মন। দ্বিগুণ গতিতেই আমরা দেখে ফেলছি আস্ত একটি সিনেমা।

বাড়িতে বাচ্চা আছে, অথচ 'কোকোমেলন'-এর নাম শোনেননি তা অসম্ভব। মাস আষ্টেক বয়সি শিশু গাড়ির সামনের সিটে বাবার কোলে বসে বেড়াতে যাচ্ছে। সামনে সবুজে ঘেরা পথ, দু-পাশে দিগন্ত বিস্তৃত ধানখেত, চারদিকে অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা। ভেবেছিলাম এই অবর্ণনীয় সৌন্দর্য, ইট-পাথরের শহুরে জঞ্জালের ভিড়ে বেড়ে ওঠা শিশুটিকে বুঝি মুগ্ধ করবে। কিন্তু আশ্চর্য হলাম যখন এ সবই তুচ্ছ মনে করে কান্না জুড়ল শিশুটি। তাঁর মা তৎক্ষণাৎ ইউটিউব খুলে গানের সুরে ছড়ার একটি ভিডিও চালু করে দিলেন ফোনে। অবাক হয়ে দেখলাম তাঁর বায়না-কান্না নিমেষে উধাও! শিশুটি কোনও খাবারই খেতে চায় না, ওই ছড়ার ভিডিও না চললে। বর্তমানে, এই ইউটিউব চ্যানেলগুলির রমরমা বাজার। মিলিয়ন ছাড়িয়েছে তাঁদের সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা, সঙ্গে বিলিয়ন ভিউজ। এসব কার্টুন ভিডিওগুলি প্রি-স্কুল শিশুদের কাছে ভীষণ জনপ্রিয়। তার কারণ এর দ্রুতগতি। প্রতি ১-৩ সেকেন্ড অন্তর ফ্রেম বদলে যায়। সঙ্গে সুর-ছন্দ মিলিয়ে ছড়া।

আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্সের ২০১১ সালের এক সমীক্ষা অনুযায়ী, কোনও প্রি-স্কুল শিশু মাত্র ৯ মিনিট যদি এই দ্রুতগতির কার্টুন দেখে, তাহলে ওই শিশুর মস্তিষ্কে তথ্য গ্রহণে অক্ষমতা দেখা দেয়। কার্যনির্বাহী কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে ওই বয়সেই কমে যায় শিশুর অ্যাটেনশন স্প্যান। এই ক্ষতি ডেকে আনার আড়ালে কাজ করছে একাধিক ইউটিউব চ্যানেল। যে বয়স থেকে শুরু হয় শিশুর অক্ষর পরিচয়, গড়ে ওঠে বাচ্চার ভবিষ্যৎ, সেই বয়সেই মাত্র ১-৩ সেকেন্ডের গণ্ডিতে আটকে পড়ছে তাঁদের মনঃসংযোগ করার ক্ষমতা। এ কোন ভবিষ্যৎ পেতে চলেছি আমরা?

দ্বিতীয় উত্তর সম্পাদকীয়র জন্য ৬০০ শব্দে লেখা পাঠানোর মেল— sampadokiyo@aajkaal.net

তথ্য

পিছন দিকে ৮টি, সামনে ১৪টি এবং আরও ৭টি— মোট ২৯টি হাড় দিয়ে তৈরি আমাদের মাথার খুলি।

দে মু

আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে অরুণকুমার ঘোষ কর্তৃক বি পি-৭, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৯১ ও অফিস ব্লক, জি-২১২, সিটি সেন্টার, শিলিগুড়ি-৭৩৪০১০ থেকে প্রকাশিত এবং আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি-৭, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৯১ ও সিইআই প্রিন্ট সলিউশন প্রাঃ লিঃ, ৪ মাইল, সেবক রোড, পোঃঅঃ- শালুগাড়া (শালুগাড়া রিলায়েন্স মার্কেটের বিপরীতে), শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৮ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদক: অশোক দাশগুপ্ত।** Published from BP-7, Sector-V, Bidhannagar, Kolkata-700091; Office Block, G-212, City Centre, Siliguri-734010 and printed at Aajkaal Publishers Pvt. Ltd., BP-7, Sector-V, Bidhannagar, Kolkata-700091; CEI Print Solution Pvt. Ltd., 4 Mile, Sevoke Road, P.O. Salugara (Opposite to Salugara Reliance Market), Siliguri-734008 by Arun Kumar Ghosh On behalf of Aajkaal Publishers Pvt. Ltd. **Editor: Asoke Dasgupta.** ফোন: (০৩৩) ৪০৮২০৮০০, ৬৬১৫৮৮০০। Phone: (033) 40820800, 66158800, E-mail: mail@aajkaal.net REGD. NO. KOL RMS/243/2019-2021 RNI NO: R.N. 37263/81

অনলাইন কনটেন্ট: কেন্দ্র কঠোর হচ্ছে

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ১৮ মার্চ

অনলাইন কনটেন্ট নিয়ে আরও কঠোর অবস্থান নিতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার স্বরাষ্ট্র, বিদেশ, প্রতিরক্ষা এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের হাতে অনলাইন কনটেন্ট সরাসরি ব্লক করে দেওয়ার ক্ষমতা দিতে চলেছে। এখনও পর্যন্ত এই ক্ষমতা রয়েছে শুধুমাত্র তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের হাতে। ফলে চাপ বাড়তে চলেছে ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, ইউটিউব-সহ অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমের ওপর। সরকারের অন্দরে এই পরিবর্তন কার্যকর করতে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে। এআই মাধ্যমে যেভাবে কনটেন্ট তৈরি করে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, তার জন্য এই কড়া পদক্ষেপ জরুরি বলে দাবি কেন্দ্রীয় সরকারের। এই চার মন্ত্রক ছাড়াও সেবির মতো বেশ কয়েকটি নিয়ন্ত্রক সংস্থাকেও সরাসরি অ্যাকাউন্ট ব্লক করার ক্ষমতা দেওয়া হতে পারে। কারণ, দীর্ঘদিন ধরে তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে সেবি।

আগামী সপ্তাহে শনি, রবিও চলবে সংসদ

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ১৮ মার্চ

ছুটির দিনেও বসবে সংসদ। আগামী ২৮ ও ২৯ মার্চ (শনি ও রবিবার) বসবে সংসদের অধিবেশন। বুধবার লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বিষয়টি জানিয়েছেন। আগামিকাল, বৃহস্পতিবার উগাদি পালিত হবে ও শুক্রবার ইদের ছুটি। যদিও চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করছে দেশে ইদ শুক্রবার নাকি শনিবার হবে। জানা গিয়েছে, চলতি সপ্তাহে দু'দিন ছুটি থাকায় আগামী সপ্তাহের শনি ও রবিবার সংসদের অধিবেশন বসবে। উল্লেখ্য, এর আগেও ছুটির দিনে সংসদ বসার নজির রয়েছে। গত ১ ফেব্রুয়ারি, রবিবার কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হয়েছিল লোকসভায়।

ন্যূনতম পেনশন বৃদ্ধির দাবি ইপিএফে

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ১৮ মার্চ

মোদি সরকারের গত ১২ বছরের শাসনে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়েছে, এমনই অভিযোগ তুলেছেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। তাঁর দাবি, ইচ্ছাকৃত ভাবেই এই প্রকল্পগুলিকে দুর্বল করা হয়েছে। বুধবার তিনি বলেন, ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির পরও পেনশনের মতো মৌলিক সুবিধে দীর্ঘ দিন ধরে প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে প্রবীণ এবং আর্থিক ভাবে দুর্বল পেনশনভোগীদের ওপর, যাঁরা সমাজের সবচেয়ে সংবেদনশীল অংশ। জয়রাম রমেশ অভিযোগ করেন, সরকারের নীতিগত ব্যর্থতার কারণে এখন মূল্যবৃদ্ধি চরমে পৌঁছেছে। স্বাস্থ্য-খরচ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে ন্যূনতম ১,০০০ টাকার ইপিএফ পেনশনকে তিনি 'প্রহসন' বলে অভিহিত করেন।

অশ্লীলতা? 'সরকে চুনর তেরি' নিষিদ্ধ

সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ১৮ মার্চ

'অশ্লীলতা'র অভিযোগে নিষিদ্ধই হয়ে গেল নোরা ফতেহি ও সঞ্জয় দত্ত অভিনীত গান 'সরকে চুনর তেরি'। একথা জানালেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। লোকসভায় বুধবার তিনি বলেন, 'গানটি নিষিদ্ধ করা হল। শিল্পীর বাক্‌স্বাধীনতা অবশ্যই থাকবে, কিন্তু সেটা মানেই সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া নয়। সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কি না সেটাও দেখতে হবে।' কন্নড় ছবি 'কেডি: দ্য ডেভিল' (ধ্রুভ সারজা, সঞ্জয় দত্ত, শিল্পা শেট্টি অভিনীত)-এর এই আইটেম গানটি নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই বিতর্ক চলছিল। গানের কথা, নাচের ভঙ্গিও খোলাখুলি 'যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ' বলে অভিযোগ ওঠে। আগেই, ক্ষুব্ধ মানুষজন নেটদুনিয়ায় প্রশ্ন তুলেছিলেন, একজন মহিলাকে এ ভাবে তুলে ধরা হচ্ছে কেন? শ্রোতাদের একাংশের অভিযোগ, গানের কথাও অশ্লীল ও চটুল শব্দে ভরা। গানটি নিয়ে আপত্তি তোলে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনও।

৫ রাজ্যের ভোটে ২৫ লক্ষের বেশি কর্মী

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ১৮ মার্চ

৭০ জন ভোটার পিছু নির্বাচন কমিশন একজন করে কর্মী নিয়োগ করেছে। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, হিংসামুক্ত ও প্রলোভনমুক্ত নির্বাচন নিশ্চিত করতে চার রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ২৫ লক্ষেরও বেশি কর্মী মোতায়েন করেছে কমিশন। বুধবার কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ভোটমুখী রাজ্যে প্রায় ১৫ লক্ষ ভোটকর্মী, ৮.৫ লক্ষ নিরাপত্তাকর্মী, ৪০ হাজার গণনাকর্মী, ৪৯ হাজার মাইক্রো অবজারভার, ২১ হাজার সেক্টর অফিসার এবং গণনার জন্য আরও ১৫ হাজার মাইক্রো অবজারভার কাজ করছেন। এই বিপুল কর্মীসংখ্যা নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ ভাবে সম্পন্ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে দাবি কমিশনের। গত রবিবার ভোট ঘোষণা করতে গিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানিয়েছিলেন এই ভোট পর্বে মোট ১৭ কোটি ৪০ লক্ষ ভোটার তাঁদের অধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ পাবেন। সেই হিসেবে ৭০ জন ভোটার পিছু একজন করে নির্বাচন-কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। যা অভূতপূর্ব বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিন কমিশনের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ভোট সংক্রান্ত যে কোনও প্রয়োজনে ভোটাররা বুথ স্তরের আধিকারিকদের (বিএলও) সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। প্রায় ২ লক্ষ ১৮ হাজার বিএলও এই কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। কমিশনের তরফে আগেই জানানো হয়েছিল মোট ১ হাজার ১১১ জন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটের জন্য। কমিশন জানিয়েছে, ৮৩২টি বিধানসভা কেন্দ্রে বিধানসভা ভোট এবং উপনির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করবেন ১ হাজার ১১১ জন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক। তাঁরাই ভোটের সময় কমিশনের 'চোখ' এবং 'কান'। এঁদের মধ্যে সাধারণ পর্যবেক্ষক রয়েছেন ৫৫৭ জন, পুলিশ পর্যবেক্ষক রয়েছেন ১৮৮ জন। এ ছাড়া, ৩৬৬ জন ভোটের আয়-ব্যয়ের হিসাব পর্যবেক্ষণ করবেন।

কেন্দ্র কৃষক-বিরোধী, বক্তব্য তৃণমূল সাংসদের

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ১৮ মার্চ

কৃষি মন্ত্রকের বাজেট বরাদ্দ নিয়ে লোকসভার আলোচনায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কড়া আক্রমণ শানালেন তৃণমূল সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল। ২০২১ সালে উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরিতে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বিজেপি নেতা অজয় মিশ্রের গাড়ি চাপা দিয়ে কৃষকদের হত্যা করার বিষয়টি তুলে ধরেন তিনি। প্রতিমার কথায়, কেন্দ্রীয় সরকার যে অমানবিক তিন কৃষি বিল এনেছিল, তার প্রতিবাদে দেড় বছর ধরে কৃষকেরা বিক্ষোভ করেছিলেন এবং বহু বিক্ষোভকারী কৃষক প্রচণ্ড ঠান্ডায় প্রাণ হারিয়েছিলেন। এই কেন্দ্রীয় সরকারকে কৃষক-বিরোধী বলে চিহ্নিত করেন তিনি।

অজয় মিশ্রের তরফে কৃষকদের দেওয়া হুমকির কথা তুলে ধরেন প্রতিমা। সেই সময় বিজেপি নেতা বলেছিলেন, 'শুধরে যাও, না হলে আমরা ২ মিনিটে শুধরে দেব।' লখিমপুর খেরির টিকুনিয়া গ্রামে গাড়ির তলায় কৃষকদের পিষে মারার ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে সেখানে তৃণমূলের সংসদীয় প্রতিনিধি দল পাঠানোর কথাও তুলে ধরেন প্রতিমা মণ্ডল। লখিমপুর খেরির ঘটনাকে স্বাধীন ভারতের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করে তিনি প্রশ্ন তোলেন, কেন এখনও পর্যন্ত শাস্তি দেওয়া হল না কৃষকহত্যাকারীদের? তিনি বলেন, 'এই সরকার কৃষক-বিরোধী। তারা কৃষক, কৃষিক্ষেত্রের সংস্কার করে না, বরং দেশের কৃষকদের হত্যা করে।' বাংলার কৃষিক্ষেত্রের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতার অভিযোগ তুলে তিনি দাবি করেন, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি দিতে হবে।

এশিয়ার বৃহত্তম ফুলবাজারের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতার অভিযোগ তুলে প্রতিমা মণ্ডল বলেন, 'মল্লিকঘাট এশিয়ার অন্যতম বড় ফুলবাজার। ২২ হাজার ফুলবিক্রেতা এখানে ব্যবসা করেন এবং তাঁরা দুবাই, আমস্টারডামেও ফুল রপ্তানি করেন। যদিও তাঁদের জন্য কোনও জাতীয় স্তরের কাঠামো নেই। আমাদের দাবি, একটি জাতীয় ফুল রপ্তানি এবং গবেষণাকেন্দ্র গড়ে তোলা হোক।' রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কোনও সহায়তা ছাড়া কীভাবে বাঘের হাত থেকে মৌলি অর্থাৎ মধু আহরণকারীদের বাঁচিয়ে সেটিকে গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্ষেত্র করে তুলেছে, তার বিস্তারিত জানান তিনি। প্রতিমার দাবি, এই উদ্যোগকে জাতীয় মডেলের স্বীকৃতি দিতে হবে।

রান্নার গ্যাস নিয়ে উদ্বেগ সংসদীয় স্থায়ী কমিটির

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ১৮ মার্চ

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অপরিশোধিত তেল এবং গ্যাসের দাম কমলেও দেশীয় বাজার এবং উপভোক্তারা তার কোনও সুফল পাচ্ছেন না। বুধবার রাজ্যসভায় পেশ হওয়া বাণিজ্য বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে এই তথ্য। কমিটির তরফে দেশীয় বাজারে রান্নার গ্যাস এবং পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে রিপোর্টে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই পরিস্থিতি দেশ এবং রপ্তানি, উভয় ক্ষেত্রেই নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। একই সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যে তৈরি হওয়া অস্থিরতা দেশীয় বাজারে রান্নার গ্যাস, অপরিশোধিত তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, বিশেষ করে এলপিজির জোগান নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করেছে এবং তার ফলে দেশবাসীর মনে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। এই সঙ্কট কাটাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার সুপারিশ করা হয়েছে রিপোর্টে। স্থায়ী কমিটি জানিয়েছে, আমেরিকা আগের থেকে শুল্ক কমালেও এখনও পর্যন্ত সেটি ১৮ শতাংশ রয়েছে, অন্যদিকে প্রতিবেশী দেশের ক্ষেত্রে এই হার কম ধার্য করা হয়েছে। মার্কিন প্রশাসনের এই পদক্ষেপ প্রতিবেশী দেশকে রপ্তানি ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে রেখেছে বলে উল্লেখ করেছে কমিটি। আরও বলা হয়েছে, এই শুল্কের প্রভাব দেশের অর্থ, বাণিজ্য, শিল্প সর্বক্ষেত্রেই নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

নেপালের সঙ্গে চুক্তির বিষয়টি নিয়েও ভাবনাচিন্তা করার সুপারিশ করা হয়েছে রিপোর্টে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, নেপালের চা ভারতে আমদানির ক্ষেত্রে কোনও শুল্ক নেই। যদিও ভারতের চা নেপালে রপ্তানির ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ শুল্ক ধার্য রয়েছে। এর ফলে দেশীয় চা-শিল্প মার খাচ্ছে। যাতে দুই তরফে সমান বাণিজ্যিক ক্ষেত্র জারি থাকে, তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা এবং এই চুক্তির শর্ত সংশোধন করার সুপারিশ করা হয়েছে রিপোর্টে।

ফের ডিজিটাল অ্যারেস্ট, ১.২৯ কোটি গায়েব

সংবাদ সংস্থা
নয়ডা, ১৮ মার্চ

ডিজিটাল অ্যারেস্টের ভয় দেখিয়ে অবসরপ্রাপ্ত এক ব্যাঙ্ককর্মীর অ্যাকাউন্ট থেকে ১.২৯ কোটি টাকা লোপাট করল প্রতারকেরা। অভিযোগ, টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার অফিসার পরিচয় দিয়ে ওই ব্যক্তিকে ফোন করে প্রতারকেরা। দীর্ঘ ৪৮ ঘণ্টার নজরবন্দি করে রাখা হয় তাঁকে। প্রতারকেরা ওই ব্যক্তিকে বলে, 'আপনার নামে থাকা সিম ব্যবহার করে অবৈধ কাজকর্ম করা হয়েছে।' গ্রেটার নয়ডার বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে গ্রেপ্তারের হুমকিও দেওয়া হয়।

ভিডিও কলে ভুয়ো আদালতের ছবিও দেখায় প্রতারকেরা। এর পর ব্যক্তিগত তথ্য যাচাইয়ের নামে ১.২৯ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয় তারা। বিষয়টি বুঝতে পেরে গ্রেটার নয়ডা সাইবার ক্রাইম পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক ম্যানেজার। ২০২৬ সালে ডিজিটাল অ্যারেস্টের ভয় দেখিয়ে বড় অঙ্কের টাকা লোপাটের দুটি ঘটনা ঘটেছে। উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনের বাসিন্দা ৭০ বছরের এক বৃদ্ধাকে ভয় দেখিয়ে ৩.০৯ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয় প্রতারকেরা। ফেব্রুয়ারিতে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। জানুয়ারিতে দিল্লির এক চিকিৎসক দম্পতির কাছ থেকে ১৪.৮৫ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয় সাইবার অপরাধীরা।

আগুনে ঝলসে মৃত ১৭

● ১ পাতার পর

লাড়োর মেয়ে হিমাংশি (২২) এবং পুত্রবধূ দীপিকাও (২৮) প্রাণ হারিয়েছেন। রাজেন্দ্রর ছেলে অনিল (৩২) তাঁর দুই বছর বয়সি মেয়েকে চারতলা থেকে তিনতলায় নামানোর সময় মরিয়া হয়ে নীচে ফেলে দেন, ঝাঁপ দেন নিজেও। দু'জনেই আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নিজেকে বাঁচাতে পাশের বাড়িতে ঝাঁপ-দেওয়া শচীন (২৯)-ও আহত হয়েছেন। সফদরজং হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে, পুড়ে গিয়েছে শরীরের প্রায় ২৫ শতাংশ। সকাল ৭টা ৪ মিনিটে পালাম থানায় আগুনের খবর আসার পর পরই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। পৌঁছোয় দমকলের ৩০টি ইঞ্জিন এবং ১১টি অ্যাম্বুল্যান্স। যোগ দেয় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীও। এলাকাটি ঘিঞ্জি বাজার এলাকায় হওয়ার কারণে আগুন নেভাতে দমকল-কর্মীদের বেশ বেগ পেতে হয়। আটকে-পড়া ব্যক্তিদের বের করে সরু গলি দিয়ে পথ তৈরি করে বার করে আনা হয়। দুপুর ২টো ২০ মিনিট নাগাদ আগুন বাগে আসে। অভিযোগ, বাড়িটিতে কোনও ভেন্টিলেশন ব্যবস্থাই নেই। দমকল-কর্মীরা জানলার কাচ ভাঙার চেষ্টা করতেই আগুন বিপজ্জনক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। অন্য দিকে, বৈদ্যুতিক গাড়িতে চার্জ দেওয়ার সময় বিস্ফোরণ এবং তার জেরে তিনতলা একটি বাড়িতে আগুন ছড়িয়ে পড়ায় ইন্দোরে একই পরিবারের মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের। বুধবার ভোরে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতদের মধ্যে আছে দুটি শিশু এবং তিনজন মহিলা। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পাশাপাশি বৈদ্যুতিক গাড়ির জন্য এসওপি তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে মধ্যপ্রদেশ সরকার। অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার কুন্দন মাণ্ডলই জানান, বুধবার ভোর সাড়ে তিনটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে ঘটনাটি ঘটে।

পুলিশ কমিশনার সন্তোষ কুমার সিং বলেন, 'তিনতলা বাড়ির বাইরে গাড়িটিতে চার্জ দেওয়া হচ্ছিল। চার্জিং পয়েন্টে বিস্ফোরণ ঘটে। এর পর গাড়ি এবং বাড়িটিতে আগুন লেগে যায়। কয়েকটি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণেরও আওয়াজ মিলেছে।' বাড়ির মধ্যে আটকে-পড়া তিনজনকে উদ্ধার করেছেন দমকল-কর্মীরা। মৃতদের দেহ ময়নাতদন্তে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নগরোন্নয়ন মন্ত্রী কৈলাস বিজয়বর্গীয় বলেন, জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈদ্যুতিক গাড়ির চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। সেখানে চার্জ দেওয়ার সময় এই ধরনের গাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনা উদ্বেগজনক।

অগ্নিকাণ্ডে ৮ জনের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। হতাহতদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। উল্লেখ্য, আজ দেশের বিভিন্ন অংশে নানা বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। আমেদাবাদের কালুপুর এলাকার রেভডি বাজারে পাঁচটি দোকানে আগুন লাগে, চণ্ডীগড়ের সেক্টর ২২-এর মোবাইল মার্কেটের একটি দোকানেও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। দমকল-কর্মীদের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। রাজস্থানের জালোর জেলায় ৬৮ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর ডিজেল-বোঝাই একটি ট্যাঙ্কার উল্টে যাওয়ার পর আগুনের শিখা এবং ঘন ধোঁয়া দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকাবাসী।

চেইরাওবা বা মেইতেই নববর্ষে ঐতিহ্যবাহী মাদার্স মার্কেটে কেনাকাটার জন্য মানুষের ঢল। ইম্ফলে, বুধবার। ছবি: পিটিআই

মেয়াদ শেষ, ৫৯ সাংসদকে বিদায় জানাল রাজ্যসভা

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ১৮ মার্চ

রাজ্যসভায় নেই শাসক-বিরোধী চাপানউতোর, নেই স্লোগানের বিক্ষোভ—বরং এক বিরল সংযত ও আবেগঘন পরিবেশের সাক্ষী থাকল বুধবারের রাজ্যসভা। ৫৯ জন সাংসদের বিদায় উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দলমত নির্বিশেষে সদস্যরা সহকর্মীদের অবদানের প্রশংসা করেন এবং তাঁদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক মতভেদ ভুলে এদিন এক ভিন্ন সৌহার্দ্যের ছবি ফুটে উঠল সংসদের উচ্চকক্ষে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজ্যসভায় উপস্থিত থেকে বিদায়ী সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'রাজনীতিতে কখনও পূর্ণচ্ছেদ নেই।' তাঁর মতে, সংসদীয় বিতর্কে প্রত্যেক সদস্যের অবদানই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই অভিজ্ঞতা দেশের গণতন্ত্রকে সমৃদ্ধ করে। তিনি শারদ পাওয়ার, মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং এইচ ডি দেবগৌড়া-র মতো প্রবীণ নেতাদের দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য নবনির্বাচিত সাংসদদের পরামর্শ দেন। এদিন বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে বিদায়ী সদস্যদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়াকে ঘিরে একটি সরস মন্তব্য করেন, যা সংসদে হাসির রোল তোলে। তিনি বলেন, 'মহব্বত হমারে সাথ কিয়ে, শাদি মোদি সাহাব-কে সাথ'—এই উক্তিতে উপস্থিত সদস্যরা যেমন হাসিতে ফেটে পড়েন, হেসে ওঠেন প্রধানমন্ত্রীও। খাড়গে জানান, দেবগৌড়ার সঙ্গে তাঁর ৫৪ বছরের দীর্ঘ সম্পর্ক এবং একসঙ্গে কাজ করার বহু স্মৃতি তাঁর মনে অম্লান।

তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জির তরফে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, বিদায়ী সদস্যরা 'নতুন ভূমিকায়' জনসেবা চালিয়ে যাবেন। তিনি প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী, ঋতব্রত ব্যানার্জি, সাকেত গোখলেদের মতো তরুণ সাংসদদের উল্লেখ করে বলেন, তাঁরা অবসর নিচ্ছেন না, বরং রাজনৈতিক জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছেন। ডেরেক বলেন, 'বহু সাংসদ তাঁদের ছয় বছরের মেয়াদে তিনজন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান— এম বেঙ্কাইয়া নাইডু, জগদীপ ধনকড় এবং সি আর রাধাকৃষ্ণনের অধীনে কাজ করার বিরল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এই অভিজ্ঞতা তাঁদের সংসদীয় জীবনে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ডিএমকের পক্ষ থেকে তিরুচি শিবা বিদায়ী মুহূর্তকে 'পথের শেষ নয়, বরং একটি বাঁক' বলে ব্যাখ্যা করেন। তিনি দিগ্বিজয় সিং, রজনী পাটিল, ভুবনেশ্বর কলিতা এবং কেটিএস তুলসীর মতো প্রবীণ নেতাদের অবদানের প্রশংসা করেন। পাশাপাশি, কানিমোঝি ও এন আর এলানগো-র সক্রিয় সংসদীয় ভূমিকার কথাও তুলে ধরেন। আম আদমি পার্টির সঞ্জয় সিং বিদায়ের আবহকে 'আবেগঘন ও বেদনাদায়ক' বলে উল্লেখ করেন। সংসদীয় কমিটিগুলিতে গড়ে ওঠা ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা স্মরণ করে তিনি প্রাক্তন সদস্যদের জন্য কিছু বিশেষ সুবিধা বজায় রাখার প্রস্তাব দেন।

'দিল্লির কাছে মাথা নত করব না' ২৩৪ আসনেই লড়বে টিভিকে

সংবাদ সংস্থা
চেন্নাই, ১৮ মার্চ

তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে কোনও দলের সঙ্গেই জোটের পথে হাঁটছে না টিভিকে। একাই লড়তে চলেছে বিজয়ের পার্টি। টিভিকে-র সাধারণ সম্পাদক আধাব অর্জুনের দাবি, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী পদ এবং ৫০ শতাংশ আসনের প্রস্তাব দিয়েছিল একটি রাজনৈতিক দল। অর্জুনের কথায়, 'ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন বিজয়। কোনও ভাবেই দিল্লির কাছে মাথা নত করবেন না তিনি।'

কোলাথুরে একটি বৈঠকে অর্জুন বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য আত্মসমর্পণ করার মতো মানুষই নন বিজয়। ওরা আমাদের বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব দিয়েছিল। ৫০ থেকে ৯০টি পর্যন্ত আসনে লড়ার কথা বলে। মুখ্যমন্ত্রী পদ নয়, তামিলনাড়ুর মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে চান বিজয়।' টিভিকে যে ২৩৪টি আসনেই লড়তে চায়, তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন বিজয়। অর্জুন বলেন, 'বিধানসভা নির্বাচনে আমরা তামিলনাড়ুর অন্যতম শক্তিশালী দল হিসেবে উঠে আসব। ২৩৪টি আসবে লড়াই করে ধর্মনিরপেক্ষ, বৈষম্যহীন সরকার গঠন করব। খ্রিস্টান ও মুসলিম বন্ধুদের এই বার্তা দিতে চাই।'

কোন দলের তরফে জোটের প্রস্তাব এসেছিল, তা অবশ্য সরাসরি উল্লেখ করেননি অর্জুন। তবে দিল্লির নাম নিয়ে তিনি যে বিজেপির দিকেই ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন, তা একরকম স্পষ্ট। কারণ কংগ্রেস ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের দল ডিএমকে-র সঙ্গে আসন সমঝোতার পথে হাঁটছে তারা। এদিকে বিজয় নিজেও একাধিক বার স্পষ্ট করে দিয়েছেন, কোনও দলের সঙ্গে জোট বেঁধে লড়ার ইচ্ছে নেই। উল্লেখ্য, ২৩ এপ্রিল তামিলনাড়ুর ২৩৪টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। ফল ঘোষণা ৪ মে।

২ বছরে চিকিৎসার বিল ৪ কোটি! ছেলেকে বাঁচাতে লড়ছেন দম্পতি

সংবাদ সংস্থা
মুম্বই, ১৮ মার্চ

২৭ মাসে চিকিৎসার বিল হয়েছে ৪ কোটি টাকা! মুম্বইয়ের এক বাবা-মায়ের সংগ্রাম মনে করাল হরীশ রানার ঘটনাকে। আড়াই বছর ধরে অচেতন (পারসিস্টেন্ট ভেজিটেটিভ স্টেট) হয়ে রয়েছেন আনন্দ দীক্ষিত (৩৫)। তাঁর পরিবার এখনও আশায় দিন গুনছে। ২০২৩ সালের গোরক্ষপুরে মর্মান্তিক ঘটনাটির সূত্রপাত। ওই বছরের ২৯ ডিসেম্বর নতুন স্কুটার কিনে সেদিনই চালাচ্ছিলেন আনন্দ। দুর্ঘটনার পরে কোমায় চলে যান তিনি। টিউবের মাধ্যমে তার পর থেকে তাঁকে খাওয়ানো হয়, শ্বাস নেন কৃত্রিম ভাবে। দীক্ষিত পরিবার চিকিৎসার বিল মেটাতে নিজেদের জমি আগেই বিক্রি করে দিয়েছিলেন। তার ওপর ছেলের জন্য যখন তাঁরা লড়ছিলেন, বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন মুম্বইয়ে তাঁদের একমাত্র বাড়িটিও ভেঙে ফেলেন। সেজন্য ভাড়াবাড়িতে চলে যেতে বাধ্য হন দম্পতি। ডেভেলপার এবং কর্পোরেশনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে আইনি বিরোধের কারণে এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। যার ফলে বাসিন্দাদের সরে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। আনন্দের বাবা জানান, হাসপাতালের বিল থেকে শুরু করে ঋণে ডুবে থাকার সময় বিমার আবেদন বাতিল হওয়া পর্যন্ত— ছেলের চিকিৎসার লড়াইয়ের প্রতিটি ধাপে তাঁরা চরম আর্থিক সঙ্কটে পড়েছেন। দম্পতি জানান, যতদিন না পর্যন্ত বিমা এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত আইনের পরিবর্তন হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত এটি মৃত্যুদণ্ডেরই সমান।

বিহারে গুলির লড়াইয়ে মৃত ১ পুলিশকর্মী-সহ ৪

সংবাদ সংস্থা
পাটনা, ১৮ মার্চ

পুলিশকে ফোন করে হুমকি দেওয়ার পর এনকাউন্টারে মৃত্যু হল এক গ্যাংস্টারের। বিহারের ঘটনা। এনকাউন্টারে এক পুলিশ কনস্টেবল এবং আরও দুই দুষ্কৃতীর মৃত্যু হয়েছে। এনকাউন্টারের দু'দিন আগে পুলিশকে হুমকি দেয় কুন্দন ঠাকুর নামে ওই গ্যাংস্টার। ছাকিনা থানার ডেপুটি স্টেশন অফিসারকে সে বলে, যে-কোনও জায়গায়, যে-কোনও সময়ে উপস্থিত থাকব। কোনও ভাবেই তাকে ধরা যাবে না। উল্টে কয়েকজন পুলিশকর্মীর মৃত্যু হবে।

পুলিশকে হুমকি ফোনের অডিও ক্লিপে কুন্দন বলেছিল, '১০ থেকে ১৫ জন পুলিশকর্মীর মৃত্যু হবে। আর দুষ্কৃতী পালিয়ে যাবে। গ্যাংস্টারের আসল মানে কী, তা আমি দেখিয়ে দেব।' যদিও হুমকির অভিযোগ মানতে চায়নি সে। পুলিশের বিরুদ্ধে পরিবারকে হেনস্থারও অভিযোগ তোলে কুন্দন। পুলিশের বক্তব্য, দীর্ঘ দিন থেকেই কুন্দনের ওপর নজরদারি চলছিল। তার অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর, পুলিশের একটি দল অভিযানে নামে। এলাকায় পৌঁছোতেই গুলি চালাতে শুরু করে দুষ্কৃতীরা। পাল্টা জবাব দেয় পুলিশ। মৃত্যু হয় কুন্দন ঠাকুর এবং আরও দুই দুষ্কৃতীর। গুলিবিদ্ধ এক এসটিএফ জওয়ানকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।

পূর্ব চম্পারনের পুলিশ সুপার সরণ প্রভাত বলেন, একাধিক বার পুলিশকে হুমকি দিয়েছে ঠাকুর। বেশ কয়েক বার তাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় পুলিশ। উজ্জ্বল কুমার নামে একজনের বাড়িতে লুকিয়ে ছিল কুন্দন। উজ্জ্বল ও তার বাবাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন

● ১ পাতার পর

তিনি বলেন, ওই সংস্থাগুলিকে সংসদ বিশেষ ভাবে আইনি সত্তা প্রদান করেছে এবং মামলা করা বা মামলার সম্মুখীন হওয়ার ক্ষমতাও দিয়েছে। কিন্তু ইডি-র ক্ষেত্রে এমন কোনও বিধান নেই। অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ) বা অন্য কোনও আইনেও ইডি-কে স্বতন্ত্র ভাবে মামলা করার অধিকার দেওয়া হয়নি বলেই দাবি তাঁর।

দিওয়ানের বক্তব্যের পর আইনজীবী কপিল সিবাল সংক্ষিপ্ত সওয়াল করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি আদালতে বলেন, ইডি কোনও ভাবেই সিবিআই-কে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ দিতে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে না। তাঁর মতে, একটি তদন্তকারী সংস্থা অন্য তদন্তকারী সংস্থাকে দিয়ে এফআইআর দায়ের করানোর আবেদন জানাতে পারে না, বিশেষত রিট পিটিশনের মাধ্যমে। বিচারপতি মিশ্র এ সময় ইডি-র আবেদনে উল্লেখিত আধিকারিকদের নিরাপত্তা-হুমকির প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে সিবাল জবাবে বলেন, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) সংশ্লিষ্ট ধারাতেই সরকারি কর্মীর কাজে বাধা দেওয়ার শাস্তির বিধান রয়েছে, সেটিই প্রযোজ্য হওয়া উচিত। সিবালের বক্তব্য, 'ইডি সিবিআই-কে তদন্তের নির্দেশ দিতে বলতে পারে না। কোনও প্রতিষ্ঠিত অপরাধ না থাকলে ইডি-র কোনও ভূমিকা থাকে না। আর মৌলিক অধিকারের নামে সিবিআই-কে এফআইআর নথিভুক্ত করার নির্দেশ চেয়ে রিট পিটিশন দায়ের করারও অধিকার ইডি-র নেই।'

উল্লেখ্য, গত ৮ জানুয়ারি কলকাতায় তৃণমূলের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের দপ্তরে তল্লাশি চালাতে গিয়ে ইডি আধিকারিকেরা রাজ্য পুলিশের বাধার মুখে পড়েন বলে অভিযোগ। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ইডি সিবিআই-কে এফআইআর দায়ের করার আবেদন জানায় এবং পাশাপাশি একটি রিট পিটিশন দায়ের করে, যাতে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের দায়ের-করা এফআইআর-কেও চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।

বাড়িভাড়ায় স্বচ্ছতা: এবার নতুন আইন

আজকালের প্রতিবেদন

বাড়িভাড়ার চুক্তি এবার রেজিস্ট্রেশন করতে হবে রেন্ট অথরিটির কাছে। করতে হবে ভাড়া নেওয়ার দুমাসের মধ্যে। বাড়ি ভাড়ায় স্বচ্ছতা আনতে এ ধরনের নতুন কয়েকটি নিয়ম চালু করার ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

ভারতে বাড়ি ভাড়া কোনও সুষ্ঠু নিয়মে চলে না। ভাড়ায় কখনও জোর খাটান বাড়িওয়ালা, কখনও ভাড়াটে। ভাড়া দেরিতে পাওয়া, দীর্ঘকাল ধরে উচ্ছেদের মামলা, এ সব তো আছেই। এই সমস্যা মেটাতে মডেল টেনান্সি আইন ২০২১-কে ভিত্তি করে একটি কাঠামো তৈরির চেষ্টা শুরু হয়েছে। এই ব্যবস্থা চালু হলে বাড়িভাড়ায় স্বচ্ছতা আসবে, বিতর্ক কমবে, বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটের মধ্যে একটা সুষ্ঠু বোঝাপড়া তৈরি হবে। আইনজীবী ঋষভ গান্ধী এ বিষয়ে বলেন, নতুন কাঠামোয় ভারতে বাড়িভাড়ার ব্যাপারে একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা চালু করা যাবে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, দুপক্ষের মধ্যে লিখিত চুক্তিকে একটি কর্তৃত্বের আওতায় রেজিস্ট্রি করতে হবে। সেই কর্তৃপক্ষই বিবাদ মেটানোর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করবে। ঋষভ বলেন, আগে বাড়িভাড়া হত স্রেফ কথার ভিত্তিতে কিংবা ১১ মাসের চুক্তির ভিত্তিতে। নতুন ব্যবস্থায় আনুষ্ঠানিক চুক্তি করতে হবে এবং চুক্তিতে স্বচ্ছতা থাকতে হবে। আরেক আইনজীবী অধিরাজ হরীশ বলেন, নতুন ব্যবস্থার লক্ষ্য হল বাড়িভাড়ায় স্বচ্ছতা আনা, যাতে কোনও বিবাদ তৈরি হলে তা দ্রুত নিষ্পত্তি করা যায়। নতুন আইনে জমা রাখা টাকার একটা সীমা নির্ধারণ করা থাকবে। থাকার বাড়ি হলে জমা রাখতে হবে দু মাসের ভাড়া। বাণিজ্যিক বাড়ি হলে জমা থাকবে ৬ মাসের ভাড়া। বাড়ি সারাতে হলে কোনটা বাড়ির মালিক করবেন আর কোনটা ভাড়াটে করবেন, তাও নির্দিষ্ট করা থাকবে।

বাড়তি ভাড়া নয় উড়ানের ৬০% আসনে

আজকালের প্রতিবেদন

উড়ানের যাত্রীদের জন্য সুখবর। কোনও উড়ানের মোট ৬০ শতাংশ আসনের জন্য অতিরিক্ত কোনও চার্জ নিতে পারবে না উড়ান সংস্থাগুলি। যাত্রীদের অভিযোগের ভিত্তিতে এমনই নিয়ম চালু করছে অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে এ খবর পাওয়া গেছে।

বেশ কিছুদিন ধরেই যাত্রীরা অভিযোগ করছিলেন, নানা অজুহাতে বিমানের আসনের জন্য বাড়তি টাকা আদায় করা হচ্ছে। এতে টিকিটের দাম বেড়ে যাচ্ছে। যেমন জানলার পাশের কিংবা ধারের আসনের জন্য দিতে হয় বাড়তি টাকা। আবার যে আসনের সামনে পা ছড়ানোর জায়গা বেশি, সেই আসনের জন্যও বেশি টাকা দিতে হয়। এর জেরে যাত্রীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রায়ই প্রশ্ন করতেন, বাছাই করা আসনের জন্য বেশি টাকা দিতে হবে কেন। এখন আশা করা হচ্ছে, অসামরিক বিমান মন্ত্রকের এই পদক্ষেপ করার ফলে সমস্যাগুলি দূর হবে।

ডিজিসিএ-র মাধ্যমে মন্ত্রক বিমান সংস্থাগুলিকে জানিয়েছে, একই পিএনআর নম্বরে একাধিক যাত্রীর টিকিট কাটা হলে তাঁদের পাশাপাশি বসার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কিংবা গ্রুপে যাঁরা ভ্রমণ করেন, এটা তাঁদের অনেক দিনের দাবি। অনেক সময়, সহযাত্রীরা আসন বদলের অনুরোধ না রাখলে বিমানেই ঝগড়াঝাঁটি শুরু হয়ে যায়। বিমান ছাড়তে দেরি হলে, উড়ান বাতিল হলে, বিমানে ওঠার অনুমতি না দেওয়া হলে, যাত্রীদের অধিকার রক্ষায় পদক্ষেপ করতে বলেছে ডিজিসিএ। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই সংক্রান্ত অধিকারগুলি ওয়েবসাইটে, মোবাইল অ্যাপে, বুকিং প্ল্যাটফর্মে এবং এয়ারপোর্টের কাউন্টারে বিজ্ঞপ্তি হিসাবে দিতে হবে। খেলাধুলোর সরঞ্জাম, বাদ্যযন্ত্র এবং পোষ্যদের জন্য নিয়ম কী কী তাও স্পষ্ট করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বিমান যাত্রীরা কোন কোন অধিকার ভোগ করেন, সেগুলির বিজ্ঞপ্তি আঞ্চলিক ভাষায় দিতে বলা হয়েছে।

ত্রিপুরায় এডিসি ভোট ১২ এপ্রিল

ত্রিপুরা উপজাতি এলাকার স্বশাসিত জেলা পরিষদের ভোট একদিন এগিয়ে হবে ১২ এপ্রিল। রাজ্য নির্বাচন কমিশনার মনোজ কুমার মঙ্গলবারই ঘোষণা করেছিলেন ১৩ এপ্রিল ভোট এবং ১৭ এপ্রিল গণনার নির্ঘণ্ট। কিন্তু ১৩ তারিখ বিঝু, গরিয়া, বৈসু ইত্যাদি উৎসব থাকায় বুধবার রাজ্য বিধানসভায় সব দলের পরামর্শ নিয়ে সবিস্তার আলোচনার পর রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে বিধানসভার সর্বসম্মত প্রস্তাব পাঠানো হয়। বাকি সব নির্ঘণ্ট অপরিবর্তিত থাকবে।

বিপুল বিস্ফোরক উদ্ধার বীরভূমে

বিধানসভা নির্বাচনের মুখে বিপুল বিস্ফোরক উদ্ধার হল বীরভূমের নলহাটি পাথর খাদান এলাকায়। মঙ্গলবার রাতে নলহাটি থানার বাউটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কাদাসির গ্রামের কাছে একটি ট্রাক্টর থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ১০ হাজার জিলেটিন স্টিক ও ৩৬০টি ডিটোনেটর। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাতের অন্ধকারে গ্রামের পাশের রাস্তা দিয়ে ঝাড়খণ্ড লাগোয়া পাথর খাদানের দিকে যাচ্ছিল ট্রাক্টরটি। সন্দেহ হওয়ায় স্থানীয়রা পথ আগলে ট্রাক্টরটিকে থামায়। তল্লাশি চালাতে গিয়ে দেখা যায় ট্রাক্টরের ভেতরে বেশ কয়েকটি কাগজের বাক্সে জিলেটিন স্টিক ও ডিটোনেটর ভরা রয়েছে।

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

1. Name of the work:- "Temporary Electrification work for accommodation of CAPF for WBLA Election 2026 at 3 nos. venue under Sonamukhi P.S. in Bankura District.-Phase-I [Palashdanga High School & Patharmora Uchhya Vidyalay, Vill- Krishnabati, P.S- Sonamukhi, Dist- Bankura & Dhansimla Vidyabhaban High School, Dhansimla]."
SHORT NIQ NO:-113/Q of 2025-26
Last Date of dropping:-23/03/2026 at 11.00 A.M.
2. Name of the work:- "Temporary Electrification work for accommodation of CAPF for WBLA Election 2026 at 1 no. venue under Bankura P.S. in Bankura District.-Phase-I [Bankura Christian Collegiate High School]."
SHORT NIQ NO:-114/Q of 2025-26
Last Date of dropping:- 23/03/2026 at 11.00 A.M.
3. Name of the work:- "Temporary Electrification work for accommodation of CAPF for WBLA Election 2026 at 2 nos. venue under Kotulpur P.S. in Bankura District.-Phase-I [Mirjapur High School, PS- Kotulpur, Dist. Bankura & Kankeswari High School, PS- Kotulpur, Dist. Bankura]."
SHORT NIQ NO:-115/Q of 2025-26
Last Date of dropping:- 23/03/2026 at 11.00 A.M.
4. Name of the work:- "Temporary Electrification work for accommodation of CAPF for WBLA Election 2026 at 2 nos. venue under Beliatore P.S. in Bankura District.-Phase-I [Godardihi High School & Joresal High School]."
SHORT NIQ NO:-116/Q of 2025-26
Last Date of dropping:- 23/03/2026 at 11.00 A.M.
5. Name of the work:- "Temporary Electrification work for accommodation of CAPF for WBLA Election 2026 at 2 nos. venue under Gangajalghati P.S. in Bankura District.-Phase-I [Salbedia High School & Bankadaha Dhiren Smriti High School]."
SHORT NIQ NO:-117/Q of 2025-26
Last Date of dropping:- 23/03/2026 at 11.00 A.M.
6. Name of the work:- "Temporary Electrification work for accommodation of CAPF for WBLA Election 2026 at 3 nos. venue under Mejia P.S. in Bankura District.-Phase-I [Mejia Kabi Jagadram Roy Govt. Genaral Degree Collage Mejia, Bankura & Ramlalpur Ghanaban High School & Japamali Deshbandhu High school, Japamali, Mejia, Bankura]."
SHORT NIQ NO:-118/Q of 2025-26
Last Date of dropping:- 23/03/2026 at 11.00 A.M.
7. Name of the work:- "Temporary Electrification work for accommodation of CAPF for WBLA Election 2026 at 1 nos. venue under Mejia P.S. in Bankura District.-Phase-I [Mejia Kabi Jagadram Roy Govt. Genaral Degree Collage Mejia, Bankura]."
SHORT NIQ NO:-119/Q of 2025-26
Last Date of dropping:-19/03/2026 at 11.00 A.M.
8. Name of the work:- "Temporary Electrification work for accommodation of CAPF for WBLA Election 2026 at 1 no. venue under Taldangra P.S. in Bankura District.-Phase-I [Sabrakone High School, under Taldangra PS, Dist Bankura]."
SHORT NIQ NO:-120/Q of 2025-26
Last Date of dropping:- 19/03/2026 at 11.00 A.M.
9. Name of the work:- "Temporary Electrification work for accommodation of CAPF for WBLA Election 2026 at 1 no. venue under Onda P.S. in Bankura District.-Phase-I [Dubrakone Model School]."
SHORT NIQ NO:-121/Q of 2025-26
Last Date of dropping:- 19/03/2026 at 11.00 A.M.
10. Name of the work:- "Temporary Electrification work for accommodation of CAPF for WBLA Election 2026 at 1 no. venue under Joypur P.S. in Bankura District.-Phase-I [Hetia High School]."
SHORT NIQ NO:-122/Q of 2025-26
Last Date of dropping:- 23/03/2026 at 11.00 A.M.
11. Name of the work:- "Temporary Electrification work for accommodation of CAPF for WBLA Election 2026 at 1 no. venue under Barjora P.S. in Bankura District.-Phase-I [Maliara R.N. High School, Maliara, PS Barjora, Dist. Bankura]."
SHORT NIQ NO:-123/Q of 2025-26
Last Date of dropping:- 19/03/2026 at 11.00 A.M.
12. Name of the work:- "Temporary Electrification work for accommodation of CAPF for WBLA Election 2026 at 1 no. venue under Barjora P.S. in Bankura District.-Phase-I [Krishnanagar High school, Krishnanagar, Barjora, Bankura]."
SHORT NIQ NO:-124/Q of 2025-26
Last Date of dropping:- 23/03/2026 at 11.00 A.M.
13. Name of the work:- "Temporary Electrification work for accommodation of CAPF for WBLA Election 2026 at 3 nos. venue under Chhatna P.S. in Bankura District.-Phase-I [Jhantipahari High School at Jhantipahari & Kamalpur Netaji High School & Harigram Goenka High School]."
SHORT NIQ NO:-125/Q of 2025-26
Last Date of dropping:- 23/03/2026 at 11.00 A.M.
14. Name of the work:- "Temporary Electrification work for accommodation of CAPF for WBLA Election 2026 at 1 no. venue under Bankura P.S. in Bankura District.-Phase-I [Narrah High School]"
SHORT NIQ NO:-126/Q of 2025-26
Last Date of dropping:- 19/03/2026 at 11.00 A.M.
15. Name of the work:- "Temporary Electrification work for accommodation of CAPF for WBLA Election 2026 at 1 no. venue under Ranibandh P.S. in Bankura District.-Phase-I [Baddi High School of Vill+PO-Rudra, PS- Ranibandh, Dist.- Bankura]."
SHORT NIQ NO:-127/Q of 2025-26
Last Date of dropping:- 23/03/2026 at 11.00 A.M.
16. Name of the work:- "Temporary Electrification work for accommodation of CAPF for WBLA Election 2026 at 2 nos. venue under Simlapal P.S. in Bankura District.-Phase-I [Karakanali ITI College, Karakanali, Simlapal, Bankura & Jaganathpur B.Ed College, Simlapal, Bankura]"
SHORT NIQ NO:-128/Q of 2025-26
Last Date of dropping:- 23/03/2026 at 11.00 A.M.
17. Name of the work:- "Temporary Electrification work for accommodation of CAPF/SPF for WBLA Election 2026 at 1 no. venue under Onda P.S. in Bankura District.-Phase-I [Chingani High School]"
SHORT NIQ NO:-129/Q of 2025-26
Last Date of dropping:- 23/03/2026 at 11.00 A.M.
18. Name of the work:- "Temporary Electrification work for accommodation of CAPF for WBLA Election 2026 at 1 no. venue under Hirbandh P.S. in Bankura District.-Phase-I [Nanda Pally Mongal High School, Vill- Nanda,PS- Hirbandh, Dist- Bankura]."
SHORT NIQ NO:-130/Q of 2025-26
Last Date of dropping:- 23/03/2026 at 11.00 A.M.
19. Name of the work:- "Temporary Electrification work for accommodation of CAPF for WBLA Election 2026 at 1 no. venue under Kotulpur P.S. in Bankura District.-Phase-I [Madanmohanpur High School, PS-Kotulpur, Dist. Bankura]"
SHORT NIQ NO:-131/Q of 2025-26
Last Date of dropping:- 19/03/2026 at 11.00 A.M.
20. Name of the work:- "Temporary Electrification work for accommodation of CAPF for WBLA Election 2026 at 1 no. venue under Hirbandh P.S. in Bankura District.-Phase-I [Bohoramuri High School, at Bohoramuri]"
SHORT NIQ NO:-132/Q of 2025-26
Last Date of dropping:- 19/03/2026 at 11.00 A.M.
21. Name of the work:- "Temporary Electrification work for accommodation of CAPF for WBLA Election 2026 at 1 no. venue under Saltora P.S. in Bankura District.-Phase-I [Rampur Vivekananda Vidyapith High School]"
SHORT NIQ NO:-133/Q of 2025-26
Last Date of dropping:- 23/03/2026 at 11.00 A.M.
22. Name of the work:- "Temporary Electrification work for accommodation of CAPF for WBLA Election 2026 at 1 no. venue under Barikul P.S. in Bankura District.-Phase-I [Barikul Uday Bharati High School]"
SHORT NIQ NO:-134/Q of 2025-26
Last Date of dropping:- 19/03/2026 at 11.00 A.M.
23. Name of the work:- "Temporary Electrification work for accommodation of CAPF for WBLA Election 2026 at 1 no. venue under Ranibandh P.S. in Bankura District.-Phase-I [Ranibandh High School of Ranibandh]."
SHORT NIQ NO:-135/Q of 2025-26
Last Date of dropping:- 19/03/2026 at 11.00 A.M.
24. Name of the work:- "Temporary Electrification work for accommodation of CAPF for WBLA Election 2026 at 1 no. venue under Saltora P.S. in Bankura District.-Phase-I [Tiluri Kripamoyee High School]."
SHORT NIQ NO:-136/Q of 2025-26
Last Date of dropping:- 19/03/2026 at 11.00 A.M.
25. Name of the work:- "Temporary Electrification work for accommodation of CAPF for WBLA Election 2026 at 1 no. venue under Barikul P.S. in Bankura District.-Phase-I [Ranibandh Govt General Digree College (Routara)]"
SHORT NIQ NO:-137/Q of 2025-26
Last Date of dropping:- 23/03/2026 at 11.00 A.M.
26. Name of the work:- "Temporary Electrification work for accommodation of CAPF for WBLA Election 2026 at 1 no. venue under Joypur P.S. in Bankura District.-Phase-I [Baital Gopeswarpal Vidyapith, Baital, Joypur, Bankura]."
SHORT NIQ NO:-138/Q of 2025-26
Last Date of dropping:- 19/03/2026 at 11.00 A.M.
27. Name of the work:- "Temporary Electrification work for accommodation of CAPF for WBLA Election 2026 at 1 no. venue under Bishnupur P.S. in Bankura District.-Phase-I [RADHANAGAR HIGH SCHOOL]."
SHORT NIQ NO:-139/Q of 2025-26
Last Date of dropping:- 19/03/2026 at 11.00 A.M.
28. Name of the work:- "Temporary Electrification work for accommodation of CAPF for WBLA Election 2026 at 2 nos. venue under Bishnupur P.S. in Bankura District.-Phase-I [BANKADAHA HIGH SCHOOL & SWAMI DHANANJOY DAS KATHIABABA MAHAVIDYALAYA]."
SHORT NIQ NO:-140/Q of 2025-26
Last Date of dropping:- 23/03/2026 at 11.00 A.M.
29. Name of the work:- "Temporary Electrification work for accommodation of CAPF for WBLA Election 2026 at 1 nos. venue under Taldangra P.S. in Bankura District.-Phase-I [Bibarda Girls school under Taldangra P.S, Dist-Bankura]."
SHORT NIQ NO:-141/Q of 2025-26
Last Date of dropping:- 23/03/2026 at 11.00 A.M.
Details information may be obtained from Bankura Electrical Division, PWD Kenduadihi near Bhairavsthan, P.O. & Dist.: Bankura, Pin: 722102, Phone: 03242-241917, Web. mail:- eebelectpwd@wb.gov.in

Sd/-
Executive Engineer, PWDte.
Bankura Electrical Division
Govt of West Bengal

দমদম-ব্যারাকপুরে তৃণমূল কার্যালয়ে দলের প্রার্থীদের নিয়ে বৈঠকে সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সাংসদ পার্থ ভৌমিক, প্রার্থী ব্রাত্য বসু, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অদিতি মুনশি। ছিলেন মদন মিত্র, রাজ চক্রবর্তী, সায়ন্তিকা ব্যানার্জি, তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, সোমনাথ শ্যাম, কাসেম সিদ্দিকী প্রমুখ। ছবি: ভবতোষ চক্রবর্তী

কর্মীদের পরামর্শ ইন্দ্রনীলের
যাঁরা তৃণমূলকে ভোট দেন না, তাঁদের সঙ্গেও সম্পর্ক রাখুন

মিল্টন সেন
হুগলি, ১৮ মার্চ

যাঁরা তৃণমূলকে ভোট দেন না, দলীয় কর্মীদের তাঁদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করার পরামর্শ দিলেন চন্দননগর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী ইন্দ্রনীল সেন।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি প্রার্থী ইন্দ্রনীল সেন। রয়েছেন চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী। ছবি: পার্থ রাহা

মঙ্গলবার ঘোষণা হয়েছে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা। তৃতীয়বারের জন্য তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন ইন্দ্রনীল সেন। ২০১৬ সালে প্রথম চন্দননগর বিধানসভায় তৃণমূলের প্রার্থী হন জনপ্রিয় এই সঙ্গীতশিল্পী। জিতে বিধায়ক হন। জায়গা হয় রাজ্যের মন্ত্রিসভায়। ২০২১ সালেও চন্দননগর থেকেই প্রার্থী হয়ে জয়লাভ করেন ইন্দ্রনীল। এবারেও বিধানসভা ভোটে চন্দননগর বিধানসভায় তাঁর ওপরই ভরসা রাখলেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

প্রার্থী ঘোষণার পর বুধবার চন্দননগরে কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেন ইন্দ্রনীল। চন্দননগর কলুপুকুরধার এলাকায় একটি লজে প্রথমে কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেন। পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'চন্দননগরে একাধিক উন্নয়ন হয়েছে। তবু যদি কেউ মনে করেন আরও কিছু কাজ হওয়ার দরকার ছিল, সেই কাজ হয়নি। তবে সেই কাজের লিস্ট আপনারা পাঠাবেন, করে দেব। আগামী দিন আর কী কী কাজ হবে তা সবাইকে নোটিস দিয়ে এবং সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।' তিনি আরও বলেন, 'কেন্দ্র সরকার অনেক টাকা আটকে রেখেছে। কেন্দ্র সরকারকে বলব রাজ্যের বকেয়া টাকা ছাড়ুন। তাহলে বিধানসভা এলাকায় আরও উন্নয়ন করতে পারি।'

ইন্দ্রনীল বলেন, 'মমতা ব্যানার্জি আবার চতুর্থবারের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হবেন। সবাইকে বলব শরীর সুস্থ রাখুন। এলাকায় সকলের বাড়ি বাড়ি যান। সম্পর্ক সবার সঙ্গে ভাল রাখুন। ভোটাররা যাতে ভোট দিতে পারেন সেদিকে নজর দিন। ভোট মানুষ যাকেই দিক না কেন তিনি যেন নিজে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সেদিকে নজর দিন। আমাদের ভোট না দিলেও তাঁরা যাতে ভোট দিতে পারেন তাঁদের সব রকম সহযোগিতা করুন।'

২৫০ আসন পাবে তৃণমূল: বিমান ব্যানার্জি

গৌতম চক্রবর্তী

পুনরায় বারুইপুর পশ্চিমে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন বিধানসভার বিদায়ী অধ্যক্ষ বিমান ব্যানার্জি। এই নিয়ে তিনি চতুর্থবার বারুইপুর পশ্চিম কেন্দ্র থেকে ভোটের ময়দানে লড়াইয়ে নামলেন। তিনবারই তিনি জিতে এখান থেকেই বিধায়ক হয়েছেন। বিধানসভার অধ্যক্ষ হয়েছেন। বুধবার সকাল থেকেই জোরদার প্রচার শুরু করে দেন প্রার্থী বিমান ব্যানার্জি। এদিন সকালে প্রথমেই তিনি বারুইপুরের বিশালাক্ষী মন্দিরে যান। সেখানে মায়ের কাছে পুজো দিয়ে মাকে প্রণাম করে প্রচারের কাজ শুরু করেন। তারপর, অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে নিজ হাতে দেওয়ালও লেখেন। এরপর কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে কর্মসূচি শুরু করেন।

বিমান ব্যানার্জিকে পুনরায় প্রার্থী হিসেবে পেয়ে খুশি বারুইপুরের মানুষ। তাঁদের কথায়, বিমানবাবুকেই প্রার্থী হিসেবে তাঁরা চেয়েছেন। আর তৃণমূল নেত্রী তাঁকেই দিয়েছেন। এদিন প্রচারের ফাঁকে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিমানবাবু বলেন, '২৫০ মতো আসন নিয়ে ফের বাংলায় ক্ষমতায় আসবে তৃণমূল।' তাঁর নিজের কেন্দ্রের কথা বলতে গিয়ে বলেন, 'গত ১৫ বছরে ধাপে ধাপে বারুইপুরে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। তবে আরও কিছু কাজের প্রয়োজন রয়েছে। এবার বারুইপুরের মানুষের আশীর্বাদে নির্বাচিত হয়ে সেই কাজগুলিই সম্পন্ন করতে চাই। বারুইপুরে একটি মহিলা কলেজ এবং একটি স্টেডিয়ামের প্রয়োজন রয়েছে।'

উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্রে আইএনটিটিইউসির আয়োজনে ইফতার পার্টি থেকেই জনসংযোগ শুরু করলেন তৃণমূল প্রার্থী ঋতব্রত ব্যানার্জি। রয়েছেন হাওড়া গ্রামীণ ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি অরূপেশ ভট্টাচার্য, উলুবেড়িয়া পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা পূর্ব কেন্দ্র ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি সেখ হাফিজুর রহমান প্রমুখ। ছবি: সুপ্রতিম মজুমদার

প্রার্থী সব্যসাচী দত্ত। ছবি: প্রতিবেদক

বারাসতে প্রচার শুরু তৃণমূল প্রার্থী সব্যসাচীর

সোহম সেনগুপ্ত

বারাসতে তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে তাঁর নাম ঘোষণা হওয়ার পরই দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে জোরকদমে নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন সব্যসাচী দত্ত। মঙ্গলবার বিকেলে প্রথমে বারাসত আদালতে যান সব্যসাচী। এখানে আইনজীবীদের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। তাঁকে ঘিরে এদিন বারাসত আদালতের আইনজীবীদের মধ্যে উৎসাহ- উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। এরপর বুধবার সকাল থেকেই বারাসত পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে যান সব্যসাচী দত্ত। তাঁর সঙ্গে ছায়াসঙ্গী হিসেবে ছিলেন বারাসত পুরসভার চেয়ারম্যান-ইন-কাউন্সিল অভিজিৎ নাগ চৌধুরি, বারাসত শহর তৃণমূলের সভাপতি দেবাশিস মিত্র-সহ তৃণমূল নেতারা। এদিন বারাসত পুরসভাতেও যান সব্যসাচী। পুরপ্রধান সুনীল মুখার্জির ঘরে বসে দীর্ঘক্ষণ পুরসভা এলাকার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন। কোন এলাকার মানুষের কী দাবি, সে বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন তিনি। কথা বলেন বেশ কয়েকজন কাউন্সিলরের সঙ্গেও। প্রসঙ্গত, প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার অনেক আগে থেকেই বারাসতের বিভিন্ন কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন সব্যসাচী দত্ত। তিনি জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান হওয়ার কারণে বারাসতে দলের বিষয় নিয়েও বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। সব্যসাচী দত্ত জানান উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সদর বারাসতে দল তাঁকে প্রার্থী করায় তিনি দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জি ও দলের নেতা অভিষেক ব্যানার্জির কাছে কৃতজ্ঞ। যে দায়িত্ব দল তাঁকে দিয়েছে তা তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন বলেও জানান। শুধু বারাসত বিধানসভা আসনেই নয়, বারাসত লোকসভার সাত বিধানসভা আসনেই তৃণমূলের প্রার্থীরা বিরাট ব্যবধানে জিতবেন বলেও জানান তিনি।

১৬০টি শিকড়, এক উত্তরাধিকার

বামার লরী অ্যান্ড কোং লিমিটেড-এর ১৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে তোপসিয়ায় একটি বিশেষ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। '১৬০ রুটস, ওয়ান লেগ্যাসি' উদ্যোগের মাধ্যমে কলকাতা পুরনিগমের জমিতে মিয়াওয়াকি পদ্ধতিতে ১৬০টি গাছের চারা রোপণ করা হল, যা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ সচেতনতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বার্তা তুলে ধরছে। উদ্যোগটি 'কথা কই' ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় পরিচালিত হচ্ছে এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকছে 'হরি মিট্টি ফাউন্ডেশন'।

নন্দীগ্রামে তৃণমূলে যোগ পবিত্রের স্ত্রীও

যজ্ঞেশ্বর জানা
নন্দীগ্রাম, ১৮ মার্চ

'হাওয়া ঘুরছে নন্দীগ্রামে' — এ কথা বলছে স্থানীয় রাজনৈতিক পরিমণ্ডল। নন্দীগ্রামের ভোট-যুদ্ধে এবারের রণকৌশলের রূপরেখা একেবারে স্পষ্ট। শুভেন্দু অধিকারীর প্রধান প্রতিপক্ষ তাঁরই প্রাক্তন সহযোদ্ধা পবিত্র কর। মঙ্গলবার তৃণমূলে যোগদানের পরই দলের টিকিট প্রাপ্তি হয়েছে তাঁর। নন্দীগ্রামের অন্দরে এখন কান পাতলে শোনা যাচ্ছে এ আলোচনা, 'এবার পরাজয় আর কেউ ঠেকাতে পারবে না, ১৯৫৬-র দর্প এবার চূর্ণ হবে শুভেন্দু অধিকারীর।' কেন এমন ধারণা? আসলে পবিত্র কর স্থানীয় মানুষের কাছে অত্যন্ত চেনা মুখ, শুভেন্দু অধিকারীর চেয়েও বেশি চেনা। স্থানীয় লোকজনের কথায়, 'নন্দীগ্রামে ভরসার কাঁধ একমাত্র পবিত্র করই। এমনকী, শুভেন্দু অধিকারীও এতদিন তাঁর ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। ফলে লড়াই শুরুর আগেই স্পষ্ট হয়ে গেছে নন্দীগ্রামের রণভূমির আবহাওয়া কোন দিকে এগোচ্ছে। টিকিট পেয়েই পুরোদমে প্রচারে নেমে পড়েছেন পবিত্র কর। প্রতিপক্ষকে আলোচনা বা সমালোচনায় না রেখে তিনি নিজের লক্ষ্যে স্থির। মঙ্গলবার রাতে তাঁর স্ত্রী, পঞ্চায়েত প্রধান শিউলি কর সদলবলে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি সুজিত রায়, শেখ সুফিয়ান ও বাপ্পাদিত্য গর্গ-সহ অন্যান্য নেতৃত্বের উপস্থিতিতে এই যোগদান পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। ফলত, বিজেপির দখলে থাকা বয়াল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাশ এখন তৃণমূলের হাতে। পাশাপাশি, শোনা যাচ্ছে আরও প্রায় চারটি বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা দলবদলের লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। একই সঙ্গে পবিত্র করের দলবদলের প্রভাবে নন্দীগ্রাম-২ পঞ্চায়েত সমিতিও যাচ্ছে তৃণমূলের দখলে। সেখানকার প্রতিনিধিরাও এগিয়ে এসেছেন দলবদলের পথে। একুশের নির্বাচনে তৃণমূলের ভোট মেশিনারিকে পুরোদস্তর ব্যবহার করেছিলেন শুভেন্দু। এবার, পরিস্থিতি ঠিক তার উল্টো। তাছাড়া, একুশ সালের পর তৃণমূল বর্তমানে নন্দীগ্রামে অনেক বেশি সংগঠিত। ফলে, গেরুয়া আকাশে যে সিঁদুরে মেঘ ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন পবিত্র করের পঞ্চায়েত প্রধান স্ত্রী শিউলি কর। রয়েছেন তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি সুজিত রায়, সাধারণ সম্পাদক আবু তাহের, ব্লক কোর কমিটির নেতৃত্ব শেখ সুফিয়ান, বাপ্পাদিত্য গর্গ প্রমুখ। রয়েছেন প্রার্থী পবিত্র করও। নন্দীগ্রামে। ছবি: প্রতিবেদক

বিজেপির প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভ দলের ভেতরে

চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
মন্তেশ্বর, ১৮ মার্চ

'দলবদলুদের গুরুত্ব' দেওয়ায় ক্ষোভ উগরে দিলেন বিজেপির প্রবীণ নেতা সাক্ষীগোপাল ঘোষ। তিনি একসময়ে বিজেপির কিসান মোর্চার রাজ্য সভাপতি ছিলেন। অখণ্ড বর্ধমান জেলার তিনবারের সভাপতি ও 'দলের দুঃসময়ে' মন্তেশ্বর বিধানসভায় বিজেপির টিকিটে তিনবার লড়েছিলেন। মন্তেশ্বর কেন্দ্রে বিজেপি এবার প্রার্থী করেছে সৈকত পাঁজাকে। এতেই 'বিজেপির রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত' আখ্যা দিলেন বিজেপির রাজ্য পরিষদের বর্তমান সদস্য সাক্ষীগোপালবাবু। তাঁর সংযোজন, 'এখন শুভেন্দু অধিকারীর লবির গুরুত্বই বেশি। দলের একনিষ্ঠ পুরোনো দিনের প্রবীণ কর্মীদের গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। তাদের কোনও মূল্যায়ন নেই।' সৈকত প্রার্থী হওয়ায় বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল তুঙ্গে উঠবে বলে মনে করছেন দলেরই বহু নেতা-কর্মী।

শুভেন্দুর অনুগামী হিসেবেই পরিচিত সৈকত। মন্তেশ্বরের 'দলবদলু বিধায়ককে প্রার্থী করায়' বিজেপির উচ্চ নেতৃত্বকে কাঠগড়ায় তোলেন সাক্ষীগোপালবাবু। তিনি বলেন, 'রাজ্য সভাপতি নিজে আমাকে বলেছিলেন আপনার নাম মন্তেশ্বরে আছে, তা সত্ত্বেও আমায় প্রার্থী করা হল না। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে লিখিতভাবে

মন্তেশ্বর

জানিয়েছি। এখানে অন্য উদ্দেশ্য আছে বলেই মনে হয়।' উদ্দেশ্য পরিষ্কার করতে বললেন, 'দলের জেতার ইচ্ছা নেই। তাই দলবদলুদের প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। প্রবীণ নেতাদের গুরুত্বই দেওয়া হচ্ছে না। এই নিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোন আসছে।' সাক্ষীগোপালবাবুর অনুগামীদের অভিযোগ, 'দলের একনিষ্ঠ পুরোনো নেতাদের গুরুত্বই দেওয়া হচ্ছে না।'

বারুইপুরে নাকা চেকিং, উদ্ধার বিপুল পরিমাণ টাকা

আজকালের প্রতিবেদন

পুলিশের নাকা চেকিংয়ে বারুইপুরের জয়াতলা থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ টাকা। মোটর বাইকে করে এক যুবক ওই টাকা নিয়ে যাচ্ছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর। প্রায় ৯ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গেছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যে নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গেছে। ফলে বাইরে থেকে টাকা ও অস্ত্র ঢুকতে পারে বলে পুলিশের অনুমান। তাই প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতেই পুলিশের নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। সেই মতো বারুইপুর ও ক্যানিং থানার সীমানা এলাকার কাছাকাছি জয়াতলায় নাকা চেকিং চালাচ্ছিল বারুইপুর থানার পুলিশ। তাতেই উদ্ধার হয় বিপুল টাকা। স্বাভাবিকভাবেই এই টাকা কী কারণে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা নিয়ে সন্দেহ দানা বেঁধেছে স্থানীয়দের মনে। পুলিশ জানিয়েছে, এক বাইক আরোহীর কাছ থেকে ওই টাকা পাওয়া গেছে। তাকে ধরা হয়েছে। ধৃতের নাম সামাদ আলি সরদার। সামাদের বাড়ি জয়নগর থানার তিলপিতে। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারে, সামাদ তিলপি এলাকা থেকে মোটরবাইকে করে ওই টাকা নিয়ে কুড়ালির দিকে যাচ্ছিল।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ তারিখ: (Tender Notice No. M/C&W/17/2025-26 ১৮.০৩.২০২৬) ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ডিভিশনাল রেল ম্যানেজার/মেকানিক্যাল/C&W/বারাণসী/উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য সিঙ্গেল প্যাকেট সিস্টেম এবং ওয়ার্কস টেন্ডারের ভিত্তিতে উন্মুক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন:
কাজের বিবরণ: বেনারস কোচিং ডিপোতে ২৪ মাসের জন্য বন্দে ভারত ট্রেনের DTC ইউনিটের ফাইবার রিইনফোর্স প্লাস্টিক (FRP) নোজ কোন কাপলার কভার এবং FRP সাইড ওয়ালের পুনরুদ্ধার (reclamation), মেরামত, পেইন্টিং এবং ফিটমেন্টের ব্যবস্থা।
আনুষঙ্গিক মূল্য (টাকায়): ৩৯,৬৮,৯৮০.২২ (উনচল্লিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার নয়শত আশি টাকা এবং বাইশ পয়সা মাত্র)।
বিড সিকিউরিটি মানি: ৭৯,৪০০/- (উনআশি হাজার চারশত টাকা মাত্র)।
টেন্ডার পেপারের মূল্য: শূন্য (রেলওয়ে বোর্ডের ২৭.০৪.২০২২ তারিখের পলিসি লেটার নং 2022/CE-I/CT/GCC-2022 অনুযায়ী)।
কাজের সময়কাল: LOA (লেটার অফ অ্যাকসেপ্টেন্স) ইস্যু করার তারিখ থেকে ২৪ মাস।
ওয়ারেন্টি পিরিয়ড: সরবরাহকৃত উপাদানের ক্ষেত্রে: ফিটমেন্টের তারিখ থেকে ন্যূনতম ৩০ মাস বা সর্বশেষ IRS শর্তানুযায়ী (যেটি বেশি)।
মেরামতের ক্ষেত্রে: মেরামতের তারিখ থেকে ০৬ মাসের ওয়ারেন্টি প্রযোজ্য হবে। **ই-টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়:** ১৭.০৪.২০২৬ বেলা ২:৩০ পর্যন্ত। **ই-টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়:** ১৭.০৪.২০২৬ দুপুর ৩:০০ টায়।
প্রয়োজনীয় তথ্য: বিস্তারিত বিবরণ দেখতে এবং টেন্ডার আপলোড করতে অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে যান।

এস আর. ডিএমই/ইএনএইচএম
CPRO/Mech-161 **বারানসি**

ট্রেনে বিড়ি বা সিগারেট খাবেন না।

আজকাল
কর্মখালি/ব্যবসা/বাণিজ্য/হারানো/প্রাপ্তি ইত্যাদি বিজ্ঞাপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা
অতিরিক্ত শব্দ ১৮ টাকা

ডিজিটাল অ্যারেস্টের ভয় দেখিয়ে ৩ কোটি টাকা হাতিয়ে গ্রেপ্তার

আজকালের প্রতিবেদন

হুমকি দিয়ে ৪ দিন ভিডিও কল খোলা রেখে ডিজিটাল অ্যারেস্টের ভয় দেখিয়ে ৩ কোটি টাকা লুঠ করেছিল প্রতারকরা। তদন্তে নেমে কলকাতা পুলিশের সাইবার সেল ৩ জনকে গ্রেপ্তার করল। প্রতারকদের সঙ্গে মালয়েশিয়া, মুম্বই, রাজস্থান, ওড়িশার যোগসূত্র পেয়েছেন তদন্তকারীরা। গত বছর কলকাতার বাসিন্দা জনৈক ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বিধান ঘোষদস্তিদারকে ফোন করে বলা হয়, তিনি এমন একটি কুরিয়ার সার্ভিসে জিনিস পাঠিয়েছেন, যার মধ্যে মাদক পাওয়া গেছে। তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে। খুব শিগগিরই তাঁকে ইডি এবং সিবিআই জেরা শুরু করবে। এরপর সিবিআই অফিসার সেজে জনৈক অঙ্কিত কুমার ওই ব্যক্তিকে ভিডিও কল করে। তার বন্ধ রাখা যাবে না। গত বছর ১৪ অক্টোবর থেকে ১৮ অক্টোবর প্রতারকরা ভিডিও ইন্টারোগেশনের জন্য দিনরাত ভিডিও কলের অপশন খোলা রাখতে বলেছিল। এরপর অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। গত ফেব্রুয়ারিতে আবির শেখ এবং মহম্মদ আমজাদ নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের কাছ থেকে ২ হাজার সিম কার্ড পাওয়া যায়। ২০টি সিম বক্স পাওয়া যায়। এ ছাড়াও ল্যাপটপ এবং বেশ কয়েকটি মোবাইল উদ্ধার হয়। কলকাতা পুলিশের যুগ্ম নগরপাল (অপরাধদমন) রূপেশ কুমার বলেন, ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রোটোকল (ভিওআইপি) ব্যবহার করে ওই দম্পতিকে ভয় দেখানো হত। অর্থাৎ তাঁরা বুঝতে পারতেন না, ফোনটি কোথা থেকে আসছে। বিদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোন আসছে বলে

ভিডিও কল ৪ দিন খোলা রেখে প্রতারণা

পরিচয়পত্র দেখায় এবং বলা হয় আগামী ২৪ ঘণ্টায় আপনার ভিডিও কল খোলা রাখতে হবে। আপনার গতিবিধির ওপর নজরদারি চলবে। এতে স্বাভাবিকভাবেই ওই ব্যক্তি ভয় পান। তাঁকে বলা হয়, তাঁর এই লেনদেনের পরিমাণও তদন্তকারীরা জানতে চাইবেন। এ জন্য তাঁর পরিবারের যাবতীয় অ্যাকাউন্টের তথ্য সরকারকে জানাতে হবে এবং সমস্ত টাকাই সরকারি অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিতে হবে। তদন্ত শেষ হলে যদি তাঁর এই অর্থ বৈধ উপায়ে অর্জিত প্রমাণিত হয়, তা হলে সমস্ত অর্থ ৭ দিনের মধ্যেই ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে।

হুমকি ফোন এবং ক্রমাগত ভয় দেখানোর জন্য ওই ব্যক্তি তাঁর স্ত্রী, মেয়ের সমস্ত অ্যাকাউন্ট থেকে ৩ কোটি ১ লক্ষ টাকা প্রতারকদের দেওয়া নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেন। এরপর তিনি বুঝতে পারেন, তিনি প্রতারিত হয়েছেন। বলা হয়েছিল, কোনওভাবেই মোবাইল তাঁরা মনে করতেন। এই ঘটনার তদন্তে নেমে সম্প্রতি অশোকনগরের এক বাসিন্দা অর্পণ শিকদারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৬টি সিমবক্স এবং ১২০টি সিম কার্ড। জানা গেছে, ধৃত অর্পণ তার বান্ধবীর নামে মোবাইলের সিম কিনত। রাউটারও কিনেছিল। এবং বান্ধবীর বাড়ির ঠিকানাতেই সে এই অপারেশন চালাত। পুলিশ জানিয়েছে, কখনও কোনও সরকারি তদন্তকারী সংস্থা ফোন করে বা ভিডিও কল করে জেরা করে না। এবং আদালতের নির্দেশ ছাড়া সরকারের ঘরে কোনও টাকা জমা করার আইনি বিধান নেই। সুতরাং এ ধরনের ফোনে কেউ ভয় দেখালেই সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় থানা বা সাইবার ক্রাইম দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে। প্রতারকরা নানারকম কৌশল নিয়েছে। সেই ফাঁদে পা দেওয়া যাবে না। ধৃত অর্পণকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

চিত্রনাট্যকার ঋতম ঘোষাল প্রয়াত

আজকালের প্রতিবেদন

জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘সাধক বামাখ্যাপা’র চিত্রনাট্যকার ঋতম ঘোষাল প্রয়াত। বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। স্ত্রী ও কন্যা সহ নিজের গাড়িতেই বেড়াতে গিয়েছিলেন পুরী, ফেরার পথে রাস্তাতেই হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন তিনি। কলকাতায় পৌঁছে তাঁকে তড়িঘড়ি ভর্তি করানো হয় দক্ষিণ কলকাতার অরবিন্দ সেবাসদন (ইডিএফ)–এ। পরে স্থানান্তরিত করা হয় বাইপাসের ধারে অ্যাপোলো হাসপাতালে। সেখানে বুধবার ভোরে প্রয়াত হন তিনি। ঋতম ঘোষাল মানেই ছিল পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক গল্পের এক অদ্ভুত বুনন। ‘সাধক বামাখ্যাপা’–র আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তার নেপথ্যে তাঁর কলমের জাদু ছিল অনস্বীকার্য।

ঋতম ঘোষাল

এছাড়াও ‘মহাপীঠ তারাপীঠ’, ‘কিরণমালা’, ‘দেবী চৌধুরাণী’, ‘সাধক রামপ্রসাদ’ কিংবা ‘কৃষ্ণ’–র মতো জনপ্রিয় ধারাবাহিকগুলোর চিত্রনাট্য লিখে তিনি দর্শকদের মনের মণিকোঠায় জায়গা করে নিয়েছিলেন। বুধবার সকালে হাসপাতাল থেকে তার মরদেহ আনা হয় পূর্ব পুটিয়ারির বাড়িতে। সেখান থেকে দুপুর ১২টা নাগাদ আনা হয় টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে। সেখানে ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিশিয়ান্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস, ফেডারেশনের রাইটার্স গিল্ডের সদস্যরা এবং টেলি জগতের শিল্পীরাও শেষ শ্রদ্ধা জানান। বুধবার অপরাহ্নে কেওড়াতলা শ্মশানে লেখক চিত্রনাট্যকারের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

ছাত্রছাত্রীদের স্টার্ট-আপে উৎসাহ দিতে কর্মশালা

ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগপতি হতে এবং তাদের উদ্ভাবন ও স্টার্ট–আপে উৎসাহিত করতে যৌথ কর্মশালা। এর সঙ্গে তাদের মেন্টরিং–সহ বিভিন্ন কর্মসূচির উদ্যোগ। অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ই–ইউভা সেন্টার’ (বিআইআরএসি সমর্থিত) এবং প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি ইয়ং এন্টারপ্রেনর্স সোসাইটি (পিইউওয়াইইএস)–র চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি একটি সম্মেলন হয়। ছিলেন উদ্যোগপতি চন্দ্রশেখর ঘোষ। তিনি সাফল্যের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা, উদ্ভাবন ক্ষমতা ও সামাজিক প্রভাবের গুরুত্ব নিয়ে বক্তব্য পেশ করেন।

নদীতে তলিয়ে নিখোঁজ নাবালক

স্কুলে না গিয়ে বন্ধুর সঙ্গে কুলিক নদীতে স্নান করতে গিয়ে নদীর জলে তলিয়ে নিখোঁজ এক নাবালক। এদিন দুপুর দুটো নাগাদ মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ শহরের সুদর্শনপুর সংলগ্ন কুলিক ব্রিজের কাছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। যদিও খবর লেখা পর্যন্ত নিখোঁজ নাবালকের হদিস মেলেনি। নিখোঁজ ওই নাবালকের নাম শুভাশিস মণ্ডল (১৪), বাড়ি রায়গঞ্জ শহরের অশোকপল্লী এলাকায়।

আলুচাষিদের সুরক্ষা দিচ্ছে রাজ্য

সম্বৃতা মুখার্জি

অতিরিক্ত ফলনে আলু চাষিদের অভাবী বিক্রি ঠেকাতে রাজ্যে তৈরি হয়েছে ‘পটেটো প্রকিউরমেন্ট স্কিম ২০২৬।’ এ বছর ১৭ মার্চ, মঙ্গলবার পর্যন্ত রাজ্যের ৫১৭টি হিমঘরে আলু সংরক্ষণ করা হয়েছে ৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন। একটা সময় ছিল, যখন আলুর অতিরিক্ত ফলন হলে মাথায় হাত পড়ত কৃষকদের। অভাবী বিক্রি করে ক্ষতির সম্মুখীন হতেন বহু আলুচাষি। ঋণ শোধ করতে না পেরে আত্মহত্যার পথও বেছে নিতেন অনেকে। কিন্তু এখন ফলন বেশি হলেও আর দুশ্চিন্তা করতে হয় না আলুচাষিদের। কারণ তাঁদের স্বার্থ রক্ষায় তৈরি হয়েছে ‘পটেটো প্রকিউরমেন্ট স্কিম ২০২৬।’ চলতি বছর রাজ্যে আলুর উৎপাদন বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা আগেই আঁচ করেছিল রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তর। এই নিয়ে আগাম সতর্কতা নেওয়া হয়েছিল। দেখা গিয়েছে, কোনও বছর আলু উৎপাদন বেশি হলে, পরের বছর কম হয়। সবদিক ভেবে, পরিকল্পনা করেই এই মরশুমে আলু সংরক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে আলুচাষিরা যাতে অভাবী বিক্রি করতে বাধ্য না হন তার জন্য বিশেষ ‘স্কিম’–ও নিয়েছে দপ্তর। রাজ্যের ৫১৭টি হিমঘরের মোট ধারণ ক্ষমতা ৮২ লক্ষ মেট্রিক টন। তারমধ্যে ৩৮ লক্ষ মেট্রিক টনে এখনও পর্যন্ত সফলভাবে আলু সংরক্ষণ করা হয়েছে। এখন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের সুবিধার্থে হিমঘরগুলির ধারণ ক্ষমতার ৩০ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে শুধু আলুর জন্য। চলতি বছর ১২ ফেব্রুয়ারি রাজ্য সরকার এক নির্দেশিকা দেয়, যাতে কৃষকরা নিশ্চিন্তে হিমঘরে আলু সংরক্ষণ করতে পারেন।

রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী বেচারাম মান্না জানিয়েছেন, উপযুক্ত মরশুম থাকায় আলুর ফলন সারা দেশেই ভাল হয়েছে। কিন্তু উৎপাদিত আলু সংরক্ষণে এবং কৃষক স্বার্থ সুরক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ নজিরবিহীন কাজ করছে।

মন্ত্রী বেচারাম মান্না জানিয়েছেন, ‘পটেটো প্রকিউরমেন্ট স্কিম ২০২৬’ অনুসারে কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি প্রতি কুইন্টাল ৯৫০/- টাকা ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে আলু কেনা হচ্ছে। আলু চাষ হয় এরকম জেলায় একাধিক হিমঘরের মাধ্যমে সরাসরি আলু কিনে নেওয়া হচ্ছে। সমবায় ও বেসরকারি মিলিয়ে প্রায় ১৫৩টি হিমঘর এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আলু প্রধান ব্লকগুলিতে একাধিক হিমঘরের মাধ্যমে সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে আলু সংগ্রহ করা হচ্ছে। কিছু কিছু সুযোগ সন্ধানী অসাধু উদ্দেশ্য নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টা করলেও বাস্তব চিত্র একেবারেই আলাদা। এই বছরে প্রতি বিঘায় উৎপাদন উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকদের মোট আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতি ইউনিট উৎপাদন খরচও তুলনামূলকভাবে কমেছে। তবে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় আলুর বস্তা–সহ পরিবহণ সংশ্লিষ্ট সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পেয়েছে, যার সরাসরি প্রভাব কৃষকদের ওপর পড়ছে। এর জন্য

১৭ মার্চ আলু সংরক্ষণ করা হয়েছে ৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন

কেন্দ্রীয় সরকারের অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে জানিয়েছেন কৃষি বিপণন মন্ত্রী।

শুধু সংরক্ষণই নয়, আলু ব্যবসায়ীরা যাতে ক্ষতির সম্মুখীন না হন, সেবিষয়েও সদা সতর্ক দপ্তর। গত বছর আলু উৎপাদনে ঘাটতি হয়েছিল। বহুগুণে বেড়ে গিয়েছিল আলুর দাম। সেই কারণে রাজ্যবাসীর প্রয়োজন না মিটিয়ে, বাইরে আলু রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে বাধ্য হয়েছিল রাজ্য। চলতি বছরে আলু রপ্তানিতে ব্যবসায়ীদের উৎসাহ দিচ্ছে রাজ্য। এবছর আলু রপ্তানির ক্ষেত্রে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। দপ্তরের বক্তব্য, আন্তর্জাতিক বাজারে আলু রপ্তানি বৃদ্ধি পেলে কৃষকদের আয় বাড়বে।

বৈঁক ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

আঞ্চলিক কার্যালয়: বর্ধমান রিজিওন
৩য় তল, ৫৪, জি টি রোড
ভাঙাকুঠি, বর্ধমান–৭১৩১০১
পাঁচঘড়া শাখা

মোটরগাড়ি ই–নিলাম বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা– মিঃ সায়ক রায়–কে নোটিস দেওয়া হচ্ছে যে, পক্ষগুলির দ্বারা সম্পাদিত দায়বন্ধন/ঋণ চুক্তির অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ব্যাঙ্ক নীচে উল্লিখিত দায়বন্ধন করা মোটরগাড়িটি পুনরায় দখল/বাজেয়াপ্ত করেছে এবং নীচে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টের বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য গাড়িটি ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা যেখানে আছে’ এবং ‘যেখানে যা আছে’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/গাড়ি/মোট বকেয়া/ সংরক্ষণ মূল্য/ই–নিলামের তারিখ ও সময়, ই এম ডি এবং বিড বৃদ্ধির পরিমাণের বিশদ বিবরণ নীচে দেওয়া হল–

ক্রমিক নং:	ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের নাম ও ঠিকানা:	মোট বকেয়া	গাড়ির মেক ও মডেল, আর টি ও রেজিঃ নং	১. ই–নিলামের তারিখ, ই–নিলাম শুরুর সময় থেকে শেষ সময়– ২. বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়	১. সংরক্ষণ মূল্য ২. বায়না জমা (ই এম ডি) ৩. বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	গাড়ি/অস্থাবর সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১	আব্বাস শেখ, পিতা– মোরশেদ শেখ, ঠিকানা: পুনাসি পূর্ব পাড়া, বাহারান, পূর্ব বর্ধমান, পব–৭১৩১৩০	₹৪,৭৭,২২৬/– ১৪.০৩.২০২৬ অনুযায়ী ও ১৫.০৩.২০২৬ থেকে উদ্ভূত সুদ এবং অন্যান্য চার্জ	টাটা পাঞ্চ পিওর, রঙ– ডেটোনা গ্রে, স্যাসি নং– MAT634059PPJE5795, ইঞ্জিন নং– REVTRN20JWXMG5137	০৫.০৪.২০২৬, দুপুর ২টো থেকে সন্ধ্যা ৬টা	₹৩,১৬,০০০/– + প্রযোজ্য জি এস টি ₹৩১,৬০০/– ₹১০,০০০/–	যে কোনও কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য, অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট লিঙ্ক **https://baanknet.com** দেখুন। আগ্রহী বিডাররা মিঃ অনুরাগ শা–এর সাথে ৯৬০৯৪৬০২০৬ মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

স্থান: বর্ধমান
তারিখ: ১৮-০৩-২০২৬

অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

केनरा बैंक Canara Bank — **सिंडिकेट Syndicate**

রিজিওনাল অফিস: কলকাতা–II
রিকভারি অ্যান্ড লিগ্যাল সেকশন
৬৫১, আনন্দপুর, মনোবিকাশ কেন্দ্রের কাছে,
ফ্লোর নং ২, কলকাতা–৭০০১০৭

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
তারিখ: ২৪.০৪.২০২৬

এতদ্দ্বারা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর সংস্থান মোতাবেক দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন পদ্ধতিতে নিম্নোক্তমতো ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে:
নিম্নলিখিত শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসারে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ক্রয়ে আগ্রহী ক্রেতাদের থেকে দরপ্রস্তাব আমন্ত্রণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) সুরক্ষিত ঋণদাতার নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদাতার নাম ও ঠিকানা	ক) দায় (তৎসহ বকেয়া সুদ) খ) ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ১৩(৪) ধারাধীনে দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য ঘ) শাখায় যোগাযোগের ব্যক্তি ও রিজিওনাল অফিস ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট
১	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, কলকাতা সল্ট লেক সিটি শাখা (১৯৫৯৮) খ) শ্রী অরিজিৎ মণ্ডল, পিতা– হরেকৃষ্ণ মণ্ডল কমলপুর, রাধাপুর, হাওড়া–৭১১৩০১ **বিকল্প ঠিকানা:** ৪৬৯, ভুবন মোহন রায় রোড, ২ নং ফ্লোর, থানা– হরিদেবপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা–৭০০০০৮	ক) ₹১৮,০২,১৭৮.০০ + ২৯.০৩.২০২৫ থেকে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ খ) ২৮.০৩.২০২৫ গ) ৩০.০৫.২০২৫	**শ্রী অরিজিৎ মণ্ডল (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)–এর মালিকানাধীন সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ।** নিম্নোক্ত ৩ তলা বিল্ডিংয়ের ২ নং ফ্লোরে (উত্তর অংশে) ২টি বেডরুম, ১টি কিচেন, ২টি টয়লেট নিয়ে গঠিত ও সামান্য কমবেশি ৫৭০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি আবাসিক ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– পূর্ব বড়িশা, জে এল নং ২৩, তৌজি নং ২৩৫, দাগ নং ৯৬৫, খতিয়ান নং ১২৯৮, কেএমসি প্রেমিসেস নং ৪৬৯, ভুবন মোহন রায় রোড, থানা– হরিদেবপুর, এডিএসআর– বেহালার অধিক্ষেত্রাধীন, ডিএসআর– আলিপুর, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২৩, কলকাতা–৭০০০০৮, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা। বিল্ডিংয়ের চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– ১২ ফুট চওড়া যৌথ চলাচলের পরিসর; দক্ষিণ– ৯৬৯ দাগের জমি; পূর্ব– ১২ ফুট চওড়া যৌথ চলাচলের পরিসর; পশ্চিম– ৯৬৫ নং দাগের জমি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	ক) ₹১৪.০০ লক্ষ খ) ₹১.৪০ লক্ষ গ) ₹১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ব্রাঞ্চ–ইন–চার্জ মোবাইল: ৮৪৩৩২ ৭৮২৮৮ / ৮৩৩৪৯ ৯৯১০৪ ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹১.৪০ লক্ষ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে
২	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, বারাসত–II শাখা (১৯৭৫২) খ) মেসার্স মা তারা ফ্যাশন প্রোপ্রাইটর: গৌতম কুমার সাহা ৬৪৪/১, বয়েজ স্কুল রোড, নবপল্লী, ওয়ার্ড নং ৯, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০১২৬ গৌতম কুমার সাহা মানস অ্যাপার্টমেন্ট, নবপল্লী সার্কুলার রোড, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–৭০০১২৬	ক) ₹১৬,১৫,১১১.৪৭ + ২২.০৫.২০২৪ থেকে অপ্রযুক্ত সুদ ও চার্জ খ) ৩০.০৫.২০২৪ গ) ০৩.০৯.২০২৪	**গৌতম কুমার সাহা (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)–এর মালিকানাধীন সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ।** নিম্নোক্ত গোডাউনের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, কভার্ড এরিয়া ১৪৭ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২০% বা ২৯.৪ বর্গফুট ধরে মোট এরিয়া ১৭৬.৪ বর্গফুট, ‘শুভকন’ নামক বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে, হোল্ডিং নং ৬৪৪, বয়েজ স্কুল রোড, বারাসত পুরসভার ওয়ার্ড নং ৯ (নতুন), ২৯ (পুরনো), জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, ডিআরও–II, থানা এবং পুরসভার– বারাসত, এডিএসআরও– কদম্বগাছি, পরগনা– আনোয়ারপুর, রে সা নং ১৩৭, মৌজা– ভাতরা, জে এল নং ৩৮, তৌজি নং ১৪৬, সি এস খতিয়ান নং ২০, আর এস খতিয়ান নং ২৪, এল আর খতিয়ান নং ১৫১/১, সি এস দাগ নং ২০, আর এস দাগ নং ৯৩, এল আর দাগ নং ১৬০, জমির পরিমাপ প্রায় ০৮⅓ ডেসিমেল বা ৫ কাঠা ০০ ছটাক ও ০০ বর্গফুটের সমতুল। বিল্ডিংয়ের চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– সাগর অ্যাপার্টমেন্ট; দক্ষিণ– শ্রীমতী দীপালি চক্রবর্তীর বাড়ি; পূর্ব– ১৬ ফুট চওড়া চওড়া নবপল্লী বয়েজ স্কুল রোড; পশ্চিম– হরিপদ দত্ত ও শিবু কুণ্ডুর আইনি উত্তরাধিকারীদের বাড়ি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে রয়েছে]**	ক) ₹৬.৭০ লক্ষ খ) ₹০.৬৭ লক্ষ গ) ₹১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ব্রাঞ্চ–ইন–চার্জ মোবাইল: ৭৯৮০৩ ০৭১৫৪ / ৮৩৩৪৯ ৯৯১০৪ ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹০.৬৭ লক্ষ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে
৩	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, বসিরহাট শাখা (৪৯৭৭) খ) শ্রী রাহুল গাঙ্গুলি, পিতা– সুকুমার গাঙ্গুলি মহিয়ারি আন্দুল মৌড়ি, হাওড়া, ডোমজুড়, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১১৩০২	ক) ₹১৩,৫৬,৭৮১.৫৫ + ১২.০১.২০২৫ থেকে অপ্রযুক্ত সুদ ও চার্জ খ) ২২.০১.২০২৫ গ) ০২.০৪.২০২৫	**শ্রী রাহুল গাঙ্গুলি (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)–এর মালিকানাধীন সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ।** ‘তনভির আশিয়ানা’ নামক বিল্ডিংয়ের ‘এ’ ব্লকের ফার্স্ট ফ্লোরে ২টি বেডরুম, প্রিভি সমেত ১টি বাথরুম, ১টি ডাইনিং–কাম–লিভিং রুম, ১টি ডব্লিউসি, ১টি কিচেন রুম, ১টি বারান্দা নিয়ে গঠিত ও সামান্য কমবেশি ৬০৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট ও ফার্স্ট ফ্লোরের আবাসিক ফ্ল্যাট নং ‘১০৩’ রূপে চিহ্নিত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: আর এস দাগ নং ২৭৮, এল আর দাগ নং ২৭৮, বর্তমানে এল আর খতিয়ান নং ৫৯৪৬, ৫৯৪৭ ও ৫৯৪৮ হিসেবে নথিভুক্ত, মৌজা– পোদড়া, জে এল নং ৩৮, থানা– সাঁকরাইল, জেলা– হাওড়া, পিন–৭১১১০৯। ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– ফ্ল্যাট নং ১০৪; দক্ষিণ– উন্মুক্ত স্থান; পূর্ব– ফ্ল্যাট নং ১০২ এবং লিফ্ট; পশ্চিম– উন্মুক্ত স্থান এবং ফ্ল্যাট নং ১০৪। বিল্ডিংয়ের চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পরিসর; দক্ষিণ– আর এস এবং এল আর দাগ নং ২৭৮ সংবলিত জমি; পূর্ব– আর এস এবং এল আর দাগ নং ২৭৮ সংবলিত জমি; পশ্চিম– পাঁচপাড়া মৌজার জমি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	ক) ₹১৪.০০ লক্ষ খ) ₹১.৪০ লক্ষ গ) ₹১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ব্রাঞ্চ–ইন–চার্জ মোবাইল: ৮১৯৭৯ ৬৮১৭২ / ৮৩৩৪৯ ৯৯১০৪ ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹১.৪০ লক্ষ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে
৪	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, পুরাতন পূর্ব বনগাঁ শাখা (১৯৫৩৪) খ) মিঃ নীলাঞ্জন বিশ্বাস, পিতা– স্বপন বিশ্বাস গ্রাম– মণ্ডলপাড়া, পোঃঅঃ– মতুয়াধাম, থানা– গাইঘাটা, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪৩২৪৫	ক) ₹২২,৮৮,২৪৭.২৭ + ০১.০৬.২০২৩ থেকে অপ্রযুক্ত সুদ ও চার্জ খ) ১২.০৬.২০২৩ গ) ১৯.০৯.২০২৩	**মিঃ নীলাঞ্জন বিশ্বাস (প্রোপ্রাইটর তথা বন্ধকদাতা)–এর স্বত্বাধীন সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ।** বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ১২ ডেসিমেল বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: তৌজি নং হাল ১৭, জে এল নং ৫৮, মৌজা– মণ্ডলপাড়া, হাল খতিয়ান নং ৮৪৩/১, দাগ নং– আর এস এবং এল আর ১৫০৫/১৯৭২, থানা– গাইঘাটা, এডিএসআর– চাঁদপাড়া, পরগনা– খোশদহ, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– গুরুদাস রায়ের আইনি উত্তরাধিকারীদের জমি; দক্ষিণ– পঞ্চায়েতি রাস্তা; পূর্ব– শঙ্কর বিশ্বাসের জমি; পশ্চিম– পূর্ণশশী বিশ্বাসের জমি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে রয়েছে]**	ক) ₹৩২.০০ লক্ষ খ) ₹৩.২০ লক্ষ গ) ₹১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ব্রাঞ্চ–ইন–চার্জ মোবাইল: ৭৩৮৪৩ ৬৪২৮৪ / ৮৩৩৪৯ ৯৯১০৪ ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹৩.২০ লক্ষ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে
৫	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, বারাসত চাঁপাডালি শাখা (৪৯৭৬) খ) তাপস বিশ্বাস, পিতা– প্রয়াত শান্ত বিশ্বাস শ্রীমতী শুক্লা বিশ্বাস, স্বামী– তাপস বিশ্বাস উভয়ের ঠিকানা: গ্রাম– চড়কপাড়া মাহিষ্য, অশোকনগর, বারাসত, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪৩৭০২ বিকল্প ঠিকানা: ফ্ল্যাট নং ‘ই’, ২ নং ফ্লোর, মৌজা– নোয়াপাড়া, বিল্ডিংয়ের নাম ‘প্রতীচী’, থানা– বারাসত, ওয়ার্ড নং ০৫, হোল্ডিং নং ২২৮, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা	ক) ₹৯,০০,৭৮৬.০৫ + ২৬.০৮.২০২৪ থেকে প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ খ) ২৭.০৮.২০২৪ গ) ০২.১১.২০২৪	**শ্রী তাপস বিশ্বাস ও শ্রীমতী শুক্লা বিশ্বাস–এর যৌথ স্বত্বাধীন সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ।** স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, ফ্ল্যাট নং ‘ই’, তৃতীয় তল (২ নং ফ্লোর), সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫২৫ বর্গফুট (এর মধ্যে কভার্ড এরিয়া ৪২০ বর্গফুট), ডেভেলপারের বরাদ্দের মধ্যে, এতে অন্তর্ভুক্ত ১টি বেডরুম, ১টি ডাইনিং রুম, ১টি কিচেন, ১টি টয়লেট, ১টি ব্যালকনি, এটি ‘প্রতীচী’ নামে সাধারণভাবে পরিচিত বহুতল বিল্ডিংয়ে অবস্থিত, যেটি সামান্য কমবেশি ১৫.২৫ ডেসিমেল বা সামান্য কমবেশি ৯ কাঠা ২ ছটাক ২৮ বর্গফুট মাপের বাস্তু জমিতে নির্মিত এবং এই জমির আর এস দাগ নং ১১৬৬, আর এস খতিয়ান নং ৪০৭, আর এস দাগ নং ২২৪৮/২৫৬৩, আর এস খতিয়ান নং ১৩৯১, সি এস দাগ নং ১১৬৬, সি এস খতিয়ান নং ৪০৭, মৌজা– নপাড়া, জে এল নং ৮৩, থানা– বারাসত, এডিএসআরও– কদম্বগাছি, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, বারাসত পুরসভার ২৬ নং (পুরনো), ৫ নং (নতুন) ওয়ার্ডের এলাকাধীন, সংযুক্ত হোল্ডিং নং ২২৮, লক্ষ্মীনারায়ণ কলোনি। বিল্ডিংয়ের চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– ৮ ফুট চওড়া যৌথ রাস্তা; দক্ষিণ– সুভাষ ময়দান; পূর্ব– পিয়ারলেস ভবন এবং অন্যের বাড়ি; পশ্চিম– পুরসভার ১৪ ফুট চওড়া রাস্তা এবং দিলীপ রায়ের বাড়ি। ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– যৌথ লবি; দক্ষিণ– ফাঁকা জায়গা এবং সুভাষ ময়দান; পূর্ব– ফ্ল্যাট নং ‘ডি’; পশ্চিম– ফ্ল্যাট নং ‘এফ’। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	ক) ₹১০.৫০ লক্ষ খ) ₹১.০৫ লক্ষ গ) ₹১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ব্রাঞ্চ–ইন–চার্জ মোবাইল: ৮৪২০৬ ২৭২৩২ / ৮৩৩৪৯ ৯৯১০৪ ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹১.০৫ লক্ষ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে
৬	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, বারাসত চাঁপাডালি শাখা (৪৯৭৬) খ) মেসার্স এ আর স্টোর্স প্রোপ্রাইটর: ইউসুফ মণ্ডল এন/৪০, কোটরা, জগধিঘাটা রোড, সাউথ সিঁথি, ওয়ার্ড নং ১, কাজিপাড়া, পোঃঅঃ– বারাসত, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ– ৭০০১২৫ **ইউসুফ মণ্ডল,** পিতা– হারান মণ্ডল, কোটরা রোড, কাজিপাড়া, পোঃঅঃ– বারাসত, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ– ৭০০১২৪	ক) ₹২০,৪৩,৭৬৫.০০ + ০১.০৪.২০২৩ থেকে প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ খ) ১৩.০৪.২০২৩ গ) ০১.০৮.২০২৩	**মিঃ ইউসুফ মণ্ডল (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)–এর স্বত্বাধীন সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ।** সামান্য কমবেশি ১০০০ বর্গফুট একতলা বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ৫ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– সিঁথি, জে এল নং ১০১, তৌজি নং ১২ (হাল ১৪৬), রে সা নং ৫০, হাল এল আর খতিয়ান নং ১৫২৬, আর এস দাগ নং ৬৯৬, হাল এল আর নং ৭৬০, বারাসত পুরসভার এলাকাধীন, থানা– বারাসত, এডিএসআর অফিস– বারাসত, পরগনা– আনোয়ারপুর, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– মহঃ ইয়াসিন মণ্ডলের সম্পত্তি; দক্ষিণ– ইউনুস আলির সম্পত্তি; পূর্ব– ৮ ফুট চওড়া পাকা সাধারণ চলাচলের পরিসর; পশ্চিম– অন্য দাগের জমি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	ক) ₹২৬.৩০ লক্ষ খ) ₹২.৬৩ লক্ষ গ) ₹১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ব্রাঞ্চ–ইন–চার্জ মোবাইল: ৮৪২০৬ ২৭২৩২ / ৮৩৩৪৯ ৯৯১০৪ ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹২.৬৩ লক্ষ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে

ই–নিলামের তারিখ ও সময়: ২৪.০৪.২০২৬, সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১টা ৩০ মিনিট;
ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ২৩.০৪.২০২৬, বিকেল ৫টা পর্যন্ত

–: শর্ত ও নিয়মাবলি :–

১. পরিসম্পদগুলি **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেভাবে আছে’ ও ‘যা কিছু আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
২. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে পরিসম্পদগুলি বিক্রি করা হবে না।
৩. কোনও সম্পত্তির ক্ষেত্রে মাত্র একজন বিডার হলে সেই বিডার/ ক্রেতাকে সংরক্ষিত মূল্যের এক ডাক ওপরে বিড করতে হবে।
৪. আমাদের সার্ভিস প্রোভাইডারের ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)** –এর মাধ্যমে কেবলমাত্র ‘অনলাইন ইলেকট্রনিক পদ্ধতি’তে নিলাম/ বিডিং আয়োজিত হবে।
৫. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের ১০% হারে ইএমডি বাবদ অর্থাঙ্ক সরাসরি মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড **[BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)]**–এর ই–ওয়ালেটে অথবা এখান থেকে চালান জেনারেট করে আরটিজিএস/ এনইএফটি–র মাধ্যমে উক্ত চালানে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টে সর্বশেষ ২৩.০৪.২০২৬ **বিকেল ৫টার** মধ্যে জমা দিতে হবে।
৬. সার্ভিস প্রোভাইডার মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড [BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)]–এর সঙ্গে যোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্য: ৭০৪৬৬১২৩৪৫ / ৬৩৫৪৯১০১৭২ / ৮২৯১২২০২২০ / ৯৮৯২২১৯৮৪৮ / ৮১৬০২০৫০৫১, ই–মেল আইডি: support.BAANKNET@psballiance.com।
৭. সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ আধিকারিকদের সঙ্গে আগাম যোগাযোগের পরে **২০.০৪.২০২৬ থেকে ২২.০৪.২০২৬ তারিখের মধ্যে যে কোনও কাজের দিনে দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টার** মধ্যে পরিসম্পদগুলি পরিদর্শন করা যাবে।
৮. সফল ক্রেতা/সর্বাধিক বিডারকে বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক (ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি অন্তর্ভুক্ত করে) তাঁকে সর্বাধিক দরদাতা/সফল ক্রেতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জমা দিতে হবে এবং বিক্রয়মূল্যের বাকি ৭৫% অর্থাঙ্ক জমা দিতে হবে বিক্রয় নিষ্পত্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে। ওপরে উল্লিখিত এই নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সফল দরদাতা/ ক্রেতা পুরো বিক্রয়মূল্য আদায় দিতে ব্যর্থ হলে, তাঁর তরফে জমাকৃত যাবতীয় অর্থাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯. প্রযোজ্যমতো স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন চার্জ, যে কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ বকেয়া/ দর/ কর/ রেজিস্ট্রেশন ফি/ বিবিধ খরচাপাতি/ সরকারি বকেয়া/ যে কোনও কর্তৃপক্ষের কাছে বকেয়া ইত্যাদি কেবলমাত্র সফল দরদাতা/ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
১০. তাঁদের বকেয়া পুরোপুরি আদায় না দিলে ওপরে লেখা তারিখ, সময় ও স্থানে নিলাম বিক্রি আয়োজনের ব্যাপারে উপরোক্ত ঋণ সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারগণের প্রতিও এটি একটি বিজ্ঞপ্তি হিসেবে গণ্য হবে।
১১. কোনও কারণ না দেখিয়ে প্রাপ্ত যে কোনও বা সমস্ত প্রস্তাব/বিড গ্রহণ বা বাতিল করা বা এই বিক্রি বাতিলের অধিকার ব্যাঙ্কের থাকবে।
১২. এতদ্দ্বারা ওপরে লেখা ই–নিলামের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচাপাতি সমেত বকেয়া অর্থাঙ্ক পুরোপুরি আদায় দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে, যেমনটা করতে তাঁরা ব্যর্থ হলে ওপরে লেখা সম্পত্তিগুলি নিলাম/বিক্রি করা হবে এবং এর পরেও যদি কোনও অর্থাঙ্ক বকেয়া থাকে, তাহলে তা সুদ ও মাশুল সমেত তাঁদের থেকে আদায় করা হবে।
১৩. বিশদ তথ্য কানাড়া ব্যাঙ্কের এই ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে: **www.canarabank.com**।

তারিখ: ১৮.০৩.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক
কানাড়া ব্যাঙ্ক

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

বারাসত শাখা
৬৫/১০, কেএনসি রোড, দক্ষিণপাড়া, হাটখোলা, বারাসত,
কলকাতা–৭০০১২৪। ই–মেল: barasa@bankofbaroda.bank.in

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অ্যানেক্সার ‘এ’
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি; ‘পরিশিষ্ট IV–A’ [রুল ৮(৬) ও/বা ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও/বা ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/দায়বদ্ধ এবং ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদার/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ/ বকেয়া অর্থাঙ্ক/ সংরক্ষণ মূল্য/ ই–নিলামের তারিখ ও সময়, বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিড বাড়ানোর মূল্য (বিড গুণক) ইত্যাদি তথ্যাবলি এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রম /লট নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)–এর নাম ও ঠিকানা	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মোট বকেয়া	ই–নিলামের তারিখ ও সময়	সংরক্ষণ মূল্য / ইএমডি অর্থাঙ্ক / বিড বাড়ানোর মূল্য	দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী / বাস্তবিক)	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১	**মিসেস তনুশ্রী দাস** পিতা– রঘুনাথ বিশ্বাস আরদেবক রোড, নোয়াপাড়া, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭০০১২৫	সামান্য কমবেশি ৬৪ কাঠা ১০ ছটাক ১৫ বর্গফুট মাপের বাস্তু জমিতে নির্মিত ‘ফিফ্‌থ অ্যাভিনিউ’ নাম ও শৈলির জি+৩ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের ২ নং ফ্লোরে উত্তর–পশ্চিম অংশে সামান্য কমবেশি ৭৮০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ টাইলের মেঝে দেওয়া (লিফ্‌টের সুবিধাযুক্ত) আবাসিক ফ্ল্যাট নং ‘এফএল–২, এফএন এ’–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: আর এস দাগ নং ২৯৮, এল আর দাগ নং ৭৬৪ ও ৭৬৬, আর এস খতিয়ান নং ৬৩৮, এল আর খতিয়ান নং ১০৭৫২, মৌজা– উদয়রাজপুর, জে এল নং ৪৩, রে সা নং ০৬, তৌজি নং ১৪৬, পরগনা– আনোয়ারপুর, থানা– বারাসত, বর্তমানে মধ্যমগ্রাম, এডিএসআর অফিস– বারাসতের অধিক্ষেত্রাধীন, মধ্যমগ্রাম পুরসভার ১২ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, হোল্ডিং নং ৫, অরবিন্দ সরণি (পেয়ারাবাগান), জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, তৎসহ বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ। **বিক্রয় উদ্দিষ্ট ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– আকাশের দিকে উন্মুক্ত; দক্ষিণ– অন্যের ফ্ল্যাট; পূর্ব– সিঁড়ি ও লবি; পশ্চিম– আকাশের দিকে উন্মুক্ত। **এডিএসআর– বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা সমীপে ২০২২ সালের দলিল নং I–৫৭৬৩ অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা তনুশ্রী দাস–এর অনুকূলে রেজিস্টার্ড।**	₹ ৩২,২৬,৩৮৮.৯০ + ১৩.১০.২০২৪ থেকে চূড়ান্ত পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত অপ্রযুক্ত সুদ, মাশুল ও চার্জ	১৩.০৪.২০২৬ দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা	₹২০,৭৫,০০০.০০ / ₹২,০৭,৫৪০.০০ / ₹৫০,০০০.০০	প্রতীকী	যে কোনও কাজের দিনে দুপুর ৩টা থেকে বিকেল ৫টা (আগাম যোগাযোগ করে আসবেন)

* সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে এবং নিলামে ক্রেতার হাতে ব্যাঙ্ক এই সম্পত্তিটি প্রতীকী রূপে হস্তান্তর করবে।

বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://www.bankofbaroda.bank.in/e-auction.htm** এবং অনলাইন নিলাম পোর্টাল **https://baanknet.com**–তে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন। সম্ভাব্য বিডাররা দরকারে অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গেও এই নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন: ৭৪৩৯৬৬৫৮০৯।

১. এই বিক্রি সুরক্ষিত ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদন সাপেক্ষ হবে।
২. সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে এবং বিডাররা প্রতীকী দখলে থাকা এই সম্পত্তি নিজের দায় ও ঝুঁকিতে ক্রয় করছেন।
৩. ব্যাঙ্ক উক্ত সম্পত্তির কেবলমাত্র প্রতীকী দখল হস্তান্তর করবে এবং নিলামে সফল বিডার বা ক্রেতা ব্যাঙ্কের থেকে এই সম্পত্তির বাস্তবিক দখলের জন্য দাবি জানাতে পারবেন না।
৪. সম্পত্তির বাস্তবিক দখল দিতে ব্যাঙ্ক কোনওভাবেই দায়ী বা কর্তব্যপরায়ণ থাকবে না।
৫. জমাকৃত অর্থাঙ্ক ফেরতের ক্ষেত্রে নিলামে সফল ক্রেতা কোনও সুদ পাওয়ার জন্য দাবি জানাতে পারবেন না।
৬. ই–নিলামের অব্যবহিত পরেই নিলামে সফল ক্রেতাকে উপরিলিখিত শর্ত ও নিয়মাবলি নিশ্চিতকরণের ঘোষণাপত্র তথা প্রতিশ্রুতি জমা দিতে হবে।
৭. বিক্রির পরে সফল বিডার ঘোষণাপত্র তথা প্রতিশ্রুতি জমা দিতে ব্যর্থ হলে তাঁর তরফে জমাকৃত বিডের ইএমডি অর্থাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করা হবে।

বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য SCAN HERE

তারিখ: ১৮.০৩.২০২৬
স্থান: বারাসত

অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

বিজ্ঞপ্তি

● এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল বাইগাছি মৌজায় ৩১১৪ খতিয়ানে ৩৪৯ দাগে ০২ শতক জমি দেবীকা দে নামে রেকর্ড আছে। উক্ত ব্যক্তি তিনি ৩০.১২.১৯ তারিখে বারাসাত- ১ অফিসে উত্তম মণ্ডলকে IV-৬৭৪ নং আমমোক্তারনামা করিয়া দেন। তাহার বলে ২০২৬ সালে গুমা অফিসে কল্পনা সরকারকে ৫১৪ নং দলিল করিয়া দেন। যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে তাহলে হাবড়া-২ BLRO অফিসে এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

অনুমত্যানুসারে
সুজাউদ্দিন মল্লিক, এ্যাডভোকেট
বারাসাত জাজেস কোর্ট

● জেলা হুগলী, মোকাম চুঁচুড়া ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত।
অ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ৭৬/২০২৩
দরখাস্তকারী : শ্রী চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ওরফে চিত্তরঞ্জন মুখার্জ্জী, পিতা স্বর্গীয় ধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, সাং: ১০, শ্যামবাবুর ঘাট, চুঁচুড়া, পোষ্ট ও থানা: চুঁচুড়া, জেলা: হুগলী, পিন কোড-৭১২১০১।
১। শ্রীমতি উৎপলা চ্যাটার্জ্জী, প্রযত্নে সৌমেন্দ্র চ্যাটার্জী, পিতা স্বর্গীয় ধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, সাং উপেন ব্যানার্জ্জী রোড, চন্দননগর, জেলা: হুগলী, পিন কোড- ৭১২১৩৬, ২। শ্রীমতি চম্পা চ্যাটার্জী, পিতা স্বর্গীয় ধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, সাং: লাইব্রেরী রোড, ভদ্রেশ্বর, জেলা: হুগলী, পিন কোড- ৭১২১২৪, আপনাদের জানানো যাইতেছে যে, স্বর্গীয় ধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, পিতা স্বর্গীয় উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, সাং: ১০, শ্যামবাবুর ঘাট, চুঁচুড়া, পোষ্ট ও থানা: চুঁচুড়া, জেলা: হুগলী, পিন কোড- ৭১২১০১-এর সম্পাদিত বিগত ইংরাজি ৩০.০৬.২০০৬ তারিখে মোকাম হুগলী ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার-১ এর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩ নং বহির ২ নং ভলুমে ১৪৫ হইতে ১৫২ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ ৮২/২০০৬ নং উইলের প্রবেট পাইবার জন্য উপরোক্ত দরখাস্তকারী উক্ত আদালতে মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপনি বা আপনারা স্বয়ং বা আপনার বা আপনাদের নিযুক্ত উকিলবাবুর মারফৎ অত্র মোকদ্দমায় হাজির হইয়া আপনার বা আপনাদের মতামত জানাইবেন, অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

তপশীল:
পার্ট ১: জেলা: বর্ধমান, মৌজা: জোগ্রাম-এ অবস্থিত বুড়ি মাতা এবং শ্রীধর জীও-এর নামীয় দেবোত্তর সম্পত্তি।
পার্ট - ২: ২২৭ নং শ্যামবাবুর ঘাট-এ অবস্থিত গৃহাদী সম্পত্তি, পোষ্ট ও থানা: চুঁচুড়া, জেলা: হুগলী, পিন কোড- ৭১২১০১।

আদালতের আদেশানুসারে,
Jyotirmoy Sarkar সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চুঁচুড়া।

● মোকাম- ব্যারাকপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা
মিস কেস নং ৬২/২০২৫ (প্রবেট)
দরখাস্তকারী- শীতল সা, পিতা- নিতাই চন্দ্র সা, সাং- ৪৯/এ, গোলা মহল, সদর বাজার, ব্যারাকপুর, পোস্ট+ থানা- ব্যারাকপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭০০১২০
এতদ্বারা সর্বসাধারণগণকে জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত দরখাস্তকারী মৃতা পুষ্পরানী সা, স্বামী স্বর্গীয় নিতাই চন্দ্র সা, সাং- উপরোক্ত দ্বারা ত্যক্ত সম্পত্তির প্রবেট পাবার জন্য অত্রাদালতে উক্ত নং মামলা রুজু করেছেন। এতে কারও কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উকিলবাবু মারফৎ অত্রাদালতে উপস্থিত হয়ে আপত্তি জানাবেন, নতুবা মামলাটি আইনামলে আসবে।
তপশীল: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার থানা- ব্যারাকপুর-এর এ.ডি.এস.আর ব্যারাকপুরের অন্তর্গত ক্যান্টনমেন্ট ব্যারাকপুর, মৌজা- ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট, পোস্ট- ব্যারাকপুর, ৪৯/এ, গোলা মহল, সদর বাজার, ব্যারাকপুর, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা- ৭০০১২০-তে অবস্থিত প্রথম তল-এর এলাকা, যা কমবেশী ৬৫৮ বর্গফুট (আংশিক)।

অনুমত্যানুসারে
দীপক বড়ুয়া, Sheristadar
District Delegate
Barrackpore, 24 Pgs. (N)

PUBLIC NOTICE
I, NARAYAN RAY son of Santosh Ray, residing at Chota Durgapur, Bally Jagacha, Police Station Nischinda, Howrah-711205, have changed my name from SUBHAM RAY appeared in Aadhaar card to my original name NARAYAN RAY and I have also corrected my date of birth appeared in Aadhaar card on "01.03.2007" to my original date of birth 25.07.2007 vide Affidavit sworn on 06.02.2026 before the Executive Magistrate at Sealdah. Henceforth, I shall be known as NARAYAN RAY having my date of birth on 25.07.2007 for all purposes.

বিজ্ঞপ্তি

● আমার মক্কেল অরূপ সরদার, রানী সরদার, রাজদীপ সরদার, 603 নং দানপত্র দলিল (2023) সাল মোতাবেক পাওয়ার পর মিউটেশন এর জন্য আবেদন করে। LR দাগ নং- 320, 322, কেস নং- MN-2107,2104,2105/26, কারো আপত্তি থাকলে 30 দিনের মধ্যে সোনারপুর BL & LRO অফিসে যোগাযোগ করুন।

Prabir Kumar Roy
Advocate
Alipore Criminal Court

● আমার মক্কেল মহঃ মেহবুব উল ইসলাম, আলিয়া সিদ্দিকা রাজারহাট থানাধীন ৩১ নং জে এল ভুক্ত বসিনা মৌজার এল. আর. ১০১ নং খতিয়ান ভুক্ত আর. এস. ও এল. আর. ১০৮৬ নং দাগে শালি ৬.৬১ শতক জমি বিগত ইংরাজী ২৭/৮/২৫ তারিখে এ ডি এস আর রাজারহাট অফিসে ১২৪৫৫ নং বিক্রয় দলিলের বিক্রেতা- পায়েল চৌধুরী, শ্যামলী পাল উক্ত বিক্রেতাদ্বয় ডি আর ২ বারাসাত অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ০০২৪৭ নং আমমোক্তার নামা দলিল (দাতা- খয়রোন নেছা বিবি স্বামী মতিয়ার রহমান, মাতা- আমিরন বিবি গ্রহীতা- আব্দুল হান্নান পিতা- আব্দুল খালেক) দ্বারা খরিদ করিয়া নামপত্তন করিবার জন্য রাজারহাট বি. এল. এন্ড এল আর ও অফিসে দরখাস্ত করিয়াছেন, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে সংশ্লিষ্ট অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন, নচেৎ কাহারও কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

Sd/- পার্থ প্রতিম বিষ্ণু
এ্যাডভোকেট
জজ কোর্ট, বারাসাত,
ব্লক সি, রুম নং ১৫

● আমার মক্কেল সালেহা বিশ্বাস স্বামী- মহঃ রফিকুল ইসলাম, রাজারহাট থানাধীন ৩১ নং জে এল ভুক্ত বসিনা মৌজার এল. আর. ১৭৪২, ২০৫৫ নং খতিয়ান ভুক্ত আর. এস. ও এল. আর. ১১০০ নং দাগে শালি ৫.৩০ শতক জমি বিগত ইংরাজী ২৫/২/২৬ তারিখে এ ডি এস আর রাজারহাট অফিসে ২৮০২ নং বিক্রয় দলিলের উক্ত অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১৫২৩০১০৬৫, ১৫২৩০১০৬৬ নং আমমোক্তার নামা দলিল (দাতা - বিশ্বনাথ ঘোষ, সহদেব ঘোষ উভয়ের পিতা মৃত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, নব কুমার ঘোষ পিতা নীলকান্ত ঘোষ গ্রহীতা- বাপ্পা মন্ডল পিতা- মৃত আকবার মন্ডল) দ্বারা খরিদ করিয়া নামপত্তন করিবার জন্য রাজারহাট বি. এল. এন্ড এল আর ও অফিসে দরখাস্ত করিয়াছেন, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে সংশ্লিষ্ট অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন, নচেৎ কাহারও কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

Sd/- পার্থ প্রতিম বিষ্ণু
এ্যাডভোকেট
জজ কোর্ট, বারাসাত,
ব্লক সি, রুম নং ১৫

● BEFORE THE ADDITIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, AT RAJARHAT (NEW TOWN) at Kreta Suraksha Bhavan, 2nd Floor, Premises No. 38-0775, Plot No. AA-IID/31/3, Action Area -IID, New Town, Kolkata 700161.
TO
Goldwin Advisory Pvt. Ltd. A company incorporated under the provisions of Companies Act, 1956 having its Registered office at P-15, India Exchange Place Exterision P.O- Chittaranjan Avenue. P.S-Bowbazar, Kolkata-700073.
Opposite Party No.1
Whereas, PREMLATA AGARWAL, W/O Gourishankar Agarwal, had instituted an CC/250/2023 against you.
Therefore, you are hereby summoned to appear before the Honourable Bench of this Commission in person or by any pleader or by authorized representative on 21.04.2026 at 10:30 O'clock in the forenoon in default the case will be heard and considered in your absence.
Given under my hand and seal on the Commission, this 16th Day of February 2026.

By Order
SWATTIK KR. PRAMANIK
Registrar, Addl. D.C.D.R.C.
Rajarhat (New Town)
Kreta Suraksha Bhavan
Kolkata-700 161

CHANGE OF NAME
I, Mina Saha W/O Late Jiban Saha @ Jiban Krishna Saha residing at 2 No. Colony, P.O. Ganga Nagar, P.S. Airport, Kolkatta-700132, Dist- North 24 Parganas, West Bengal, hereby declare that some where my husband's name recorded as **Jiban Saha** and in some where recorded as **Jiban Krishna Saha, Jiban Saha** @ Jiban Krishna Saha's son of Late Jaggeshwar Saha is my husband. **"Jiban Saha,"** and **"Jiban Krishna Saha"** is the same and one identical parson through an affidavit 1st class Judicial Magistrate Barasat, dt. On 03.12.2025.

দলিল হারানোর বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিক্রয় সংক্রান্ত মূল দলিল (ডিডঅফ কনভেয়েন্স), নং ৩৮০১, সাল ২০০২, যা এ.ডি.এস.আর. হাবরা, উত্তর ২৪ পরগনায় নিবন্ধিত, আমাদের হেফাজত থেকে ০৮.০৩.২০২৬ তারিখে বা তার পূর্বে হারিয়ে গেছে। এ বিষয়ে হাবরা থানায় জি.ডি. নং ৭০০, তারিখ ১০.০৩.২০২৬ দায়ের করা হয়েছে। উক্ত দলিলটি কেউ পেয়ে থাকলে অথবা এ বিষয়ে কারও কোনো দাবি থাকলে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশেরতারিখ থেকে ০৭ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীদের নিকট জানাতে / দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় কোনো দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না এবং ২০০২ সালের নং ৩৮০১ দলিলটি হারিয়ে গেছে বলে গণ্য করা হবে। দলিলের সত্যায়িত অনুলিপি ও জেনারেল ডায়েরি একত্রে মূল দলিল হিসেবে গণ্য ও বিবেচিত হবে।
সোমা সাহা, স্বামী: পার্থ সাহা
সোমা সাহা, স্বামী: রাজীব সাহা
ঠিকানা: দক্ষিণ হাবরা, সুভাষ রোড ডাকঘর ও থানা: হাবরা, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা
পিন : ৭৪৩২৬৩

বিজ্ঞপ্তি

হারানো/প্রাপ্তি বিজ্ঞপ্তি

● এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আমার মক্কেল কৌশিক চন্দ্র সাহা পিতা কার্তিক চন্দ্র সাহা তাহার মঞ্জলিকা "এ" সমবায় সমিতি আবাসনের ফ্লাট নং সি ৪/৩, প্রেমিশেষ নং এ/৪০৫/৩/১৪৬, আনন্দপুর, ইকেটিপি, ফেজ-৪, কোলকাতা- ৭০০১০৭ এর অরিজিনাল দলিল, যাহা ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রী-III আলিপুর অফিসে বুক নং ১, ১৯৯৮ সালের ৪৪৪৭ নং দলিল হিসাবে নথিভুক্ত আছে, তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছেন। উক্ত দলিলটি হারিয়ে যাওয়ার কারণে আনন্দপুর থানায় একটি রিপোর্ট দায়ের করা হয়েছে যাহার জি ডি এন্ট্রি নম্বর ১২৮৪ তারিখ ১৬/০৩/২৬ উক্ত দলিল যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি পান তাহা হইলে উক্ত দলিলটি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠালে আমার মক্কেল বাধিত হইবেন। উক্ত দলিল কোথাও বন্ধক নেই। উক্ত ফ্লাটের জন্য কোনো ঋণ নেই। উক্ত ফ্লট কাহাকেও বিক্রয় করেননি। এখন আমার মক্কেল উক্ত ফ্লাটটি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক যদি উক্ত ফ্লট বিক্রয় সংক্রান্ত কোনো ব্যক্তি, ব্যাঙ্ক, ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এর কোনো আপত্তি থাকে তাহা লিখিত আকারে উপযুক্ত প্রমাণ সহ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় দাখিল করিবেন।

দেবাশিস গুইন
এ্যাডভোকেট, ইউ ভি- ৩৩-০৪-ডি
১০৫০/১, সার্ভে পার্ক।
কোলকাতা-৭০০০৭৫।
ফোন ৯৩৩১০২২১১৮

● আমার মক্কেল শ্রীমতি তাপসী চক্রবর্তী, স্বামী মৃত মৃণাল কান্তি চক্রবর্তী সাকিন ২৭ বি/এইচ/১৩/১, চাউল পট্টি রোড, থানা বেলেঘাটা, কলকাতা ৭০০০১০ বিগত ৩১/০৮/২০২২ তারিখে একখানি উইলপত্রনামা সম্পাদন করিয়াছিল, যাহা বিগত ১০/০৩/২০২৬ তারিখে সম্পূর্নরূপে বাতিল করিয়াছেন। সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে উক্ত উইলপত্রনামা সম্পূর্নরূপে সর্ব অফিসে/আদালতে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

শ্রী স্বপন মাইতি
আইনজীবি
শিবাদহ দেওয়ানী আদালত

নোটিশ
•মোকাম হাওড়া ২য় সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) সন ২০১৯ সালের ৫২ নং দেওয়ানী মোকদ্দমা শ্রীমতি মিনতি সাধুখাঁ, স্বামী-ভুপেন্দ্র নাথ সাধুখাঁ, সাং- ১৫৬,ধাপা রোড, থানা-প্রগতি ময়দান কোলকাতা-৭০০১০৫ বাদী বনাম অশোক কুমার সাধুখাঁ ও দিগর- বিবাদীগণ (৩) সুদীপ্ত সাধুখাঁ, পিতা- অজিত সাধুখাঁ, সাং-গ্রাম- বেড়াচাঁপা, পোস্ট-দেবালয়া, থানা- দেগঙ্গা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৪২৪। (৪) সুতপা সাধুখাঁ, স্বামী সঞ্জীব সাধুখাঁ, সাং-গ্রাম কালিকাপুর, থানা ও পোস্ট-ভাঙ্গর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৫০২ এতদ্বারা আপনাদেরকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত বাদি অত্র আদালতে আপনাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। যেহেতু আপনাদের উপর রীতিমতো সমন পাঠানো সত্বেও আপনারা আদালতে হাজির হয়েন নাই, সেহেতু দরখাস্তকারীর প্রার্থনানু মত আপনাদের উপর দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের অর্ডার ৫ রুল ২০ (-এ) মতে দৈনিক সংবাদপত্রের মাধ্যমে নোটিশ ছাপাইবার আদেশ হইয়াছে। উক্ত আদেশ অনুসারে অত্র নোটিশ ছাপাইবার তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে আপনারা স্বয়ং অথবা ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবুর দ্বারা আদালতে হাজির হইয়া বক্তব্য পেশ করিতে পারেন, অন্যথায় এক তরফা হুকুম প্রদত্ত হইবে। অদ্য সন ২০২৬ তারিখে আমাদের স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে নোটিশ দিওয়া দেওয়া হইল। BY ORDER OF THE COURT
Uttam Kumar Majumdar
সেরেস্তাদার
হাওড়া ২য় সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন)

NOTICE
Take notice that Dhyanesh Chowdhury, son of Late Gobinda Lal Chowdhury is the exclusive owner in respect of all that piece and parcel of BASTU land measuring about 8.25 decimals more or less, lying and situated at R.S. Dag No. 1305, L.R. Dag No. 1318, Previous L.R. Khatian No. 485, Present L.R. Khatian No. 352, J.L. No. 61, Mouza Hijlock, P.S. Bagnan, District Howrah, situated within the ambit of Bagnan-I Gram Panchayat, who acquired ownership over the said property by virtue of a Deed of Gift dated 29.04.2022, which was recorded in Book No. I, Volume No. 0506-2022, Pages from 45498 to 45516, Being No. 050602065, for the year 2022, registered in the office of ADSR, Bagnan, Howrah. The original of the aforesaid Deed of Gift Being No. 050602065 dated 29.04.2022 has been misplaced from the custody of said Dhyanesh Chowdhury. Accordingly, a complaint regarding loss of the aforesaid Deed of Gift Being No. 050602065 dated 29.04.2022 has been lodged at Bagnan Police Station, Howrah vide GDE No. 1227 dated 16.02.2026. But till date, no information has been received regarding traceability of the aforesaid lost deed. If anyone shall search out the same, please intimate the undersigned at Mobile No. 9831560582 within 15 (fifteen) days from this date.
Mohua Das, Advocate
Judges Court, Howrah, M: 9831560582

নাম/পদবি পরিবর্তন

● প্রথম শ্রেণী আলিপুর আদালতে এফিডেভিট বলে আমার নামের ভুল বানান SANWARA NAZMIN, wife of Arif Ali, daughter of Sanwar Ali Mondal of Z-4/87, Pir Lane, Badartala, P.S. Nadial, Kolkata- 700044, থেকে সঠিক বানান SANOWARA NAZMIN, wife of Arif Ali, daughter of Sanwar Ali Mondal হইলাম। SANOWARA NAZMIN এবং SANWARA NAZMIN এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● Wrongly recorded in my Driving Licence No. WB-01201078926 as Masiyar Rahaman Khan, S/o Asgar Ali Khan, Address B/13/4/6, Raicharan Pal Lane, Topsia, Kol-700046, Dated at 16/03/2026, Kolkata 1st Class Judicial Magistrate Court Affidavit বলে Mosihur Rahaman Khan হইলাম। Masiyar Rahaman Khan and Mosihur Rahaman Khan is the same person, Affidavit No. 8735।

● আমি UTPAL MONDAL S/o- LATE SREEMANTA MONDAL ঠিকানা:-পূর্বাশা, আমতলা রোড, আনন্দপল্লী, পোঃ-হৃদয়পুর, থানা-বারাসাত, জেলা- উঃ ২৪ পঃ, পিন-700127 পঃবঃ। কিছু কাগজপত্রে বাবার নাম আছে SRIMANTA KUMAR MONDAL গত 17/3/2026 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) বারাসাত কোর্টের এফিডেভিট (নং-7106) বলে আমার বাবার সঠিক নাম LATE SREEMANTA MONDAL হয়েছে। আমার বাবা LATE SREEMANTA MONDAL ও SRIMANTA KUMAR MONDAL এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি, ROHON SADHUKHAN C/o Manas Sadhukhan 16-03-2026 বারাসাত নোটারী কোর্টের 1104 নম্বর এফিডেভিটে হিন্দু ধর্ম হইতে ROHON KHAN নামে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলাম।

● আমি APURBA CHATTERJEE পিতা BROJENDRO NATH CHATTERJEE ঠিকানা-শালবাগান, পোঃ- ন-পাড়া, থানা-বারাসাত, জেলা-উঃ ২৪ পঃ, কলিকাতা-700125, ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বারাসাত কোর্ট পঃবঃ, উঃ ২৪ পঃ এর এফিডেভিট দ্বারা APURBA KUMAR CHATTERJEE নামে পরিচিত হলাম, এফিডেভিট নং-3266 তাং-12.2.2026 APURBA CHATTERJEE ও APURBA KUMAR CHATTERJEE একই ব্যক্তি।

● I, Gouri Dey, D/O- Late Jiban Roy, residing at 3 No Durganagar, P.O.- Chakdaha, P.S.-Chakdaha, Dist.- Nadia, Pin- 741222. My father's actual name is Jiban Roy. But my father's name has been wrongly recorded as Jiban Krishna Roy in my School Certificate. Now he shall henceforth be known as Jiban Roy as declared before 1st Class Judicial Magistrate Kalyani Court vide affidavit no. 26 dated 07/03/2026 Jiban Krishna Roy and Jiban Roy both are same and one identical person.

● I, Mohd Ahmed Ali, Ahmed Ali S/O- Parvaiz Ahmed, Residing at 8, Ganesh Chandra Avenue, Kolkata- 13 have changed my name and shall henceforth be known as Mohammed Ahmed Ali as declared before judicial magistrate Court calcutta vide affidavit no. 615 dated 13/03/2026. And Mohd ahmed ali, Ahmed ali and mohammed ahmed ali are same and identical person.

● I MITHU PARVIN, W/o SK Safiul ISLAM, R/o- Santipur, P.O- Mecheda, P.S- Kolaghat, Dist- Purba Medinipur, Vide affidavit (No-18977) Dated-16.12.2025, Ld Judicial Magistrate 1st class, Purba Medinipur at Tamluk Declare that MITHU PARVIN, W/o SK Safiul Islam, and MITHU MODAK, D/o-Nipuram Modak same and one identical Person.

● আমি BISWANATH ROY, পিতা LATE SHIV BARAT ROY গত 17/03/2026 তারিখে ব্যারাকপুর লার্নেড জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস কোর্টের এফিডেভিট নং-57 দ্বারা BISWANATH ROY পিতা LATE SHIV BARAT ROY এবং BISWANATH RAI, পিতা B. RAI এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইলাম।

● আমি, Susmita Majumder Sarkar, কন্যার বার্থ সার্টিফিকেটে আমার নাম Susmita Sarkar হইয়াছে। 16/03/2026 আলিপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে Susmita Majumder Sarkar and Susmita Sarkar একই ব্যক্তি হলাম।

নাম/পদবি পরিবর্তন

● আমার পুরাতন Tapas s/o Late Santosh Sengupta, আমার Wife এর পুরাতন নাম Smiritilekha ও Smriti Lekha Sengupta, আমাদের পুত্রের নাম Arnab Sengupta, ঠিকানা 28/A, Ramsita Ghat Street (Doltala) P.O. -Bhadrakali, P.S. - Uttarpara, District- Hooghly, Pin-712232, W.B, গত ইং 11/11/2025 তারিখে ফার্স্ট ক্লাস এলডি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীরামপুর, হুগলী- 712201 কোর্টের এফিডেভিট (SL No. 12339) দ্বারা আমি দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার ও ঘোষণা যে, আমি Tapas (পুরাতন নাম) s/o Late Santosh Sengupta এবং Tapas Sengupta (বর্তমান নাম) s/o Late Santosh Sengupta এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম এবং আমার Wife Smiritilekha ও Smriti Lekha Sengupta (পুরাতন নাম) এবং Sritilekha Sengupta (বর্তমান নাম) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলো এবং আমাদের পুত্রের সঠিক নাম Arnab Sengupta.

● আমি RAJIB CHOWDHURY, S/o-SHIBASHIS CHOWDHURY, ঠিকানা- ৮, আচার্য্য জগদীশ বসু রোড, পোঃ- নিউ ব্যারাকপুর, থানা- নিউ ব্যারাকপুর, জেলা- উঃ ২৪ পঃ, পিন-700131, পঃ বঃ, কিছু কাগজপত্রে বাবার নাম আছে SHIVASHISH CHOWDHURY, গত 16/03/2026 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) বারাসাত কোর্টের এফিডেভিট (নং 7057) বলে আমার বাবার সঠিক নাম SHIBASHIS CHOWDHURY হয়েছে। আমার বাবা SHIBASHIS CHOWDHURY ও SHIVASHISH CHOWDHURY এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি SUDHANGSHU BIKASH NATH, S/o- LATE JOGESH NATH, ঠিকানা:- গ্রাম+পোঃ- ঘোষপুর, থানা- বাদুড়িয়া, জেলা- উঃ ২৪ পঃ, পিন-743289, পঃ বঃ, কিছু কাগজপত্রে বাবার নাম আছে JOGESH CHANDRA NATH, গত 16.03.2026 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) বারাসাত কোর্টের এফিডেভিট (নং 7052) বলে আমার বাবার সঠিক নাম LATE JOGESH NATH হয়েছে। আমার বাবা LATE JOGESH NATH ও JOGESH CHANDRA NATH এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● I, SK Mahammad Illious Alias SK Mahammad Illius Alias MD Illius SA S/o SK Amir Ali R/o Khudiram Pally, Bahir Sarbamangala Para, Near Sun Hospital, Barddhaman (m), Burdwan, West Bengal-713101, have changed my name to SK MD Illius.

● I, SK Javed Uddin S/o Jakiruddin Shekh R/o Chandannagar, Chandni Benepukur, VTC-Chandannagar, District-Hooghly, West Bengal-712136, have changed my minor son's name from Somraj Karan Aged 14 Years to SK Jahangir Uddin forever.

● I, Moon Moon Saha, D/o. Apurba Kumar Saha, residing at Amgachia Road, Pailan College of Management & Technology, Kulerdari, P.O.- Joka, P.S.-Bishnupur, District - South 24 Parganas, West Bengal- 700104, hereby solemnly declare vide affidavit no 56056, before the court of the 1st class Judicial Magistrate, at Alipore, dated 19/08/2025. That my minor daughter ANVITA SAHA and ANVITA MAHESH is the same and one identical person, which indicate myself only.

● I Ratheswar Mahato of Hariharpur, Kenda,Purulia 723128, declared vide affidavit No.15AC902161 that Ratheswar Mahato, and Rathulal Mahato is the same and one person.

● I, Sumita Biswas, D/o Shamapada Santra, residing at Duplexpatty Panna Dhopar Math, Chandernagore, P.O. and P.S.- Chandernagore, Dist.- Hooghly, hereby solemnly declare vide affidavit no 2903, before the court of the 1st class Judicial Magistrate, at Chandernagore, dated 18/03/2026. That I SUMITA BISWAS and SUMITA SANTRA BISWAS is the same and one identical person.

● I, Debjani Kar Mukherjee, W/o Goutam Kar, residing at Goudiyamath Lane, Chhotobazar, Paschim Medinipur-721101, hereby solemnly declare that both the "DEBJANI KAR MUKHERJEE." and "DEBJANI KAR" is the same and one identical person only, before the court of the 1st Class Judicial Magistrate, Alipore, at Kolkata. That henceforth I shall be known my name is DEBJANI KAR.

নাম/পদবি পরিবর্তন

● ড্রাইভিং লাইসেন্সে ভুলবশতঃ আমার নাম MR A B CHAKRAVORTY S/0 SH K CHAKRAVORTY আছে (UA0719870147256) গত ১৬/০২/২০২৬ তারিখে ব্যারাকপুর 1st Class J.M কোর্টের এফিডেভিটে আমি AHI BHUSHAN CHAKRAVORTY S/O KSHITISH CHANDRA CHAKRAVORTY নামে পরিচিত হইলাম।

● আমি ASHOKE ROY পিতা LATE HAZARI PADA ROY ঠিকানা গ্রাম - বিবেকানন্দ নগর পো: ইস্ট উদয়রাজপুর, থানা - মধ্যমগ্রাম, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭০০১২৯। কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজ পত্রে আমার পিতার নাম Hazari Lal Mondal লেখা হইয়াছে। ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বারাসাত কোর্টের এফিডেভিট নং 8222085 তারিখ 06/03/2026 দ্বারা আমার পিতার নাম HAZARI PADA ROY হইল। HAZARI LAL MONDAL এবং HAZARI PADA ROY একই ব্যক্তি।

● আমি, Manjunath B Rao, পুত্র Aniruddha M Rao এর বার্থ সার্টিফিকেটে পুত্রের নাম Anirudha Rao হইয়াছে। 18/03/2026 আলিপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের বলে পুত্র Aniruddha M Rao & Anirudha Rao একই ব্যক্তি হইল।

CHANGE OF NAME
I, Arijit Dasgupta s/o Late Ajit Kumar Dasgupta r/o FA-33, Narayantala West, Post Office - Deshbandhunagar, Police Station-Baguiati, District- 24 Pgs (N), Kolkata-700059 that father's name is Late Ajit Kumar Dasgupta as per Aadhaar Card Vide No. 3461 8866 8612 and PAN Card No. ASFPD7285D but in my birth certificate dated 16.09.1992, PAN Card vide No. ASFPD7286A, Pass Certificate from WBBSE dated 15.05.2002 and Voter ID Card vide No. GGC3861390, my name has been stated as Arijit Dasgupta son of Ajit Dasgupta whereas in my Aadhaar Card vide No. 6250 6400 8600 and my Passport vide No. L5357405, my name has been stated as Arijit Dasgupta son of Ajit Kumar Dasgupta. I declare that Arijit Dasgupta son of Late Ajit Dasgupta and Arijit Dasgupta son of Late Ajit Kumar Dasgupta is the same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Ld. 1st Class JM at Calcutta on 17.03.2026.

ফর্ম নং ৩
[রেগুলেশন ১৩(১)(এ) দ্রষ্টব্য]

ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল
শিলিগুড়ি
ফ্লোর নং ২, পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
কেস নং: ওএ/৩/২০২৬
ডেট রিকভারি ট্রাইবুনাল (প্রসিডিওর) রুলস, ১৯৯৩-এর রুল ৫ সাব-রুল (২এ)-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৯ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে সমন।
ইএক্সএইচ নং: ৩৩২৬
ইউকো ব্যাঙ্ক
- বনাম -
মহঃ শাহাদাত আলী এবং অন্যান্য।
প্রতি:
(১) মহঃ শাহাদাত আলী, প্রোপ্রাইটর- মেসার্স হিল পয়েন্ট সিটি অ্যান্ড হস ওয়ার্ড, পিতা- মহঃ রহমুল্লাহ, এস.এম.সি. এলাকাভুক্ত ওয়ার্ড নং ৪০, আশরাফনগর, পোঃঅঃ- হায়দারপাড়া, থানা- ভক্তিনগর, জেলা- জলপাইগুড়ি, পিন- ৭৩৪০০৬।
(২) রাজিয়া খাতুন, স্বামী- মহঃ শাহাদাত আলী, বিন্নাগুড়ি, গ্রাম- বলরাম, পোঃঅঃ- বিন্নাগুড়ি, জেলা- জলপাইগুড়ি, পিন- ৭৩৫১৩৫।
সমন
যেহেতু মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার/ রেজিস্ট্রার সমীপে **১৯.০১.২০২৬** তারিখে ওএ/৩/২০২৬ তালিকাভুক্ত হয়েছে।
যেহেতু মহামান্য এই ট্রাইবুনাল **₹২১,৮৬,৫৩২.৭৫/-** বকেয়া অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য আপনাদের বিরুদ্ধে উক্ত অ্যাক্টের ১৯(৪) ধারাধীনে দায়ের করা আবেদনের (ওএ) প্রেক্ষিতে সমন/ নোটিস জারি করছে (নথিপত্রের কপি-সহ আবেদনটি এই নোটিস সংলগ্ন)।
উক্ত অ্যাক্টের ১৯ নং ধারার (৪) নং উপধারা অনুযায়ী বিবাদী পক্ষ রূপে আপনাদের প্রতি নিম্নলিখিত নির্দেশ জারি করা হচ্ছে:
(১) এই সমন পরিবেবার তারিখ থেকে তিরিশ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির আর্জি কেন মঞ্জুর করা হবে না, তার কারণ দর্শাতে হবে;
(২) প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ অধীনে আবেদনকারী দ্বারা নির্ধারিত সম্পত্তিসমূহ ও পরিসম্পদসমূহ বাদে অন্য সমস্ত সম্পত্তিসমূহ ও পরিসম্পদের বিবরণ ঘোষণা করতে হবে;
(৩) শুনানি হতে চলা এবং সম্পত্তিসমূহ ক্রোকের আবেদন নিষ্পত্তির জন্য প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ অধীনে ঘোষিত সুরক্ষিত পরিসম্পদসমূহ বা এই ধরনের পরিসম্পদসমূহ ও সম্পত্তিসমূহ নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন বা এগুলি বিক্রি করে দেওয়া থেকে আপনাদের বিরত থাকতে বলা হচ্ছে;
(৪) এই ট্রাইবুনালের আগাম অনুমোদন ছাড়া প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ অধীন ঘোষণা অনুযায়ী যে পরিসম্পদগুলির ওপর জামিনস্বার্থ তৈরি করা হয়েছিল এবং/বা নির্ধারিত/ঘোষিত সুরক্ষিত পরিসম্পদসমূহ বা সম্পত্তিসমূহ আপনারা বিক্রি, লিজ বা অন্য কোনও উপায়ে (স্বাভাবিক ব্যবসায়িক পদ্ধতি বাদে) হস্তান্তর করতে পারবেন না;
(৫) স্বাভাবিক ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদসমূহ বা অন্যান্য পরিসম্পদসমূহ ও সম্পত্তিসমূহ বিক্রি করে প্রাপ্ত বিক্রয়মূল্যের হিসাব দিতে এবং এই সকল পরিসম্পদগুলির ওপর জামিনস্বার্থ ধারক এই ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে রক্ষণাবেক্ষণকৃত নির্ধারিত অ্যাকাউন্টে এই বিক্রয়মূল্য জমা দিতে আপনারা দায়বদ্ধ থাকবেন।
এর পাশাপাশি আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যাতে আপনাদের লিখিত বিবৃতি সমেত (যার একটি প্রতিলিপি আবেদনকারীর কাছেও জমা দিতে হবে) রেজিস্ট্রারের সামনে **২৫.০৩.২০২৬ তারিখে সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে** আপনারা হাজির থাকবেন যার অন্যথা হলে আপনাদের অনুপস্থিতিতেই এই আবেদনের শুনানি এবং রায়দান করা হবে।
২৪.০২.২০২৬ তারিখে এই ট্রাইবুনালের সিলমোহর দিয়ে আমি স্বাক্ষর করলাম।
ট্রাইব্যুনালের আদেশানুসারে
সমন জারির জন্য অনুমোদিত আধিকারিকের স্বাক্ষর
স্বা/-
অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল, শিলিগুড়ি

ইন্ডিয়ন ওভরসীজ বৈংক — Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी — Good people to grow with

আসানসোল শাখা; পি সি চ্যাটার্জি মার্কেট, জি টি রোড, রামবন্ধু তলাব, আসানসোল-৭১৩৩০৩। ই-মেল আইডি: iob0708@iob.bank.in

লকার ভেঙে খোলার নোটিস

নিম্নলিখিত গ্রাহক আমাদের শাখা থেকে সেফ ডিপোজিট লকার সুবিধা গ্রহণ করেছেন এবং ২ বছরেরও বেশি সময় ধরে লকার ভাড়া পরিশোধ করেননি। এই বিষয়ে পাঠানো বিভিন্ন নোটিসের কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি অথবা সেগুলি বিলি না হয়ে ফিরে এসেছে। ফোন/ই-মেল এবং ব্যক্তিগত পরিদর্শনের মাধ্যমে গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। যাই হোক, গ্রাহকদের কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। অতএব, এই লকারগুলি আজ থেকে ১৫ দিনের নোটিসের পরে আর কোনো অনুস্মারক এবং আগাম তথ্য ছাড়াই ভেঙে খোলা হবে। অনুগ্রহ করে নোট করুন যে লকার ভাড়ার বকেয়া সহ লেট ফি পেমেন্ট চার্জ এবং লকার ভেঙে খোলার জন্য হওয়া অন্যান্য খরচ লকার ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে আদায় করা হবে।

লকার নং	নাম এবং ঠিকানা	বকেয়া
০১০০৭০	সঞ্জয় বর্মন এবং রেখা বর্মন ঠিকানা: হিল ভিউ নর্থ, আসানসোল, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩৩০৪	₹১০,৫০০/-

তারিখ: ১৮.০৩.২০২৬, স্থান: আসানসোল — **ব্রাঞ্চ ম্যানেজার**

WIZZMONI FINANCIAL SERVICES LIMITED
(formerly Unimoni Financial Services Limited)
RO: N.G. 12 & 13 Ground Floor, North Block, Manipal Centre, Dickenson Road, Bangalore - 560 042. CIN No. U85110KA1995PLC018175

PUBLIC NOTICE

জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, উইজমোনি ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড (পূর্বে ইউনিমনি ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড) কর্তৃক 23.03.2026 তারিখে সকাল 10.00 টায় নীচের কেন্দ্রগুলিতে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কার নিলাম করা হবে। নিলামে তোলা সোনার অলঙ্কারগুলি আমাদের বিভিন্ন গ্রাহকদের ঋণ অ্যাকাউন্টের, যারা তাদের বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। নিলামের নোটিশ এই ঋণগ্রহীতাদের কাছে যথাযথভাবে জারি করা হয়েছে। নিলামে তোলা সোনার অলঙ্কারগুলি নীচে উল্লেখিত আমাদের বিভিন্ন গ্রাহকদের ওভারডিউ ঋণ অ্যাকাউন্টের এবং শাখার নাম অনুসারে।

Auction Centre Address & Loan Nos: BAGULA (BAG - NO. 925, GROUND FLOOR,KHATIAN NO. 11 (KREE), HANSKHALI ROAD, BAGULA, Contact: 9332366809) 2182650, 2158726. BERHAMPORE (BPE - FIRST FLOOR RAMAKRISHNA BUILDING JALANGI ROAD, COSSIMBAZAR, Contact:8129713589) 2230985. DUTTAPULIA (DPA - DUTTAPULIA MORERANAGHAT ROAD DUTTAPULIA, DHANTALA-741504, Contact No.8697982156) 2231695, 2227059, 2230662, 2230717, 2202632, 2243666. KALYANI (KYI - NO A -1/1 (C,A), KALYANI P OP S KALYANI-741235, Contact: 9339314433) 2227778, 2230687. KOLKATA - PARK CIRCUS(KPC - 19B, SYED AMIR ALI AVENUE,NEAR ZEESHAN CROSSINGPARK CIRCUS, Contact:9330397126) 2159145, 2255528, 2211581, 2243257. RANAGHAT (RGT - 1/1, VIVEKANANDA SARANIKAMAR PARARANAGHAT, NADIA, Contact:9332149500) 2240873, 2180449.

(Reserves the right to alter the number of accounts to be auctioned &/ postpone / cancel the auction without any prior notice)

ADITYA BIRLA CAPITAL
আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: ইন্ডিয়ান রেয়ন কম্পাউন্ড, ভেরাভল, গুজরাট-৩৬২২৬৬ ব্রাঞ্চ অফিস: ২য় ফ্লোর, বাঙ্গুর বি এফ এল এস্টেট, ৩১, চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৬

পরিশিষ্ট ৪
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ (১) দ্রষ্টব্য]
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর ৫৪)-এর অধীনে **আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিন্যান্স লিমিটেড**-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, **১৩-১০-২০২৩ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিস জারি করে** নোটিসে উল্লিখিত **ঋণগ্রহীতা শান্তনু ভৌমিক, ঝুম্পা ভৌমিক, মেসার্স ভৌমিক ব্রাদার্স**-কে উক্ত নোটিস প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে **₹১২,৫০,৫৩০.৯৫/- (বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাঁচশো ত্রিশ টাকা পঁচানব্বই পয়সা মাত্র)** পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
ঋণগ্রহীতারা উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাদের এবং সর্বসাধারণকে নোটিস দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী **১৬ মার্চ ২০২৬** তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাদের এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তির বিষয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির বিষয়ে যে কোনও লেনদেন **আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিন্যান্স লিমিটেড**-এর **₹১২,৫০,৫৩০.৯৫/- (বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাঁচশো ত্রিশ টাকা পঁচানব্বই পয়সা মাত্র)** এবং তার ওপর ধার্য সুদের সাপেক্ষে হবে। সুরক্ষিত সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন ৮-এর বিধানগুলির প্রতি।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সম্পূর্ণ একতলার ইউনিটের সমস্ত অংশ, পরিমাপ ০৩ কাঠা ০২ বর্গফুট, বিল্ট-আপ এরিয়া ৪৯৪ বর্গফুট, যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- কুলিহান্ডা, জে এল নং ১৮, আর এস দাগ নং ৩১৮, হোল্ডিং নং ৮০/২১/৭, কারবালা মহল্লা, থানা- চুঁচুড়া, এল আর দাগ নং ৭৪৯, এল আর খতিয়ান নং ১০২৬, ওয়ার্ড নং ১৫, হুগলি চুঁচুড়া পুরসভা, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২১০৩। **চৌহদ্দি: পূর্ব**- অন্যান্য জমি; **পশ্চিম**- ১৬ ফুট চওড়া পুর রাস্তা; **উত্তর**- অন্যান্য প্লট; **দক্ষিণ**- ০৮ ফুট চওড়া পুর রাস্তা।

তারিখ: ১৬.০৩.২০২৬ — **অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান: কলকাতা — **আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিন্যান্স**

কেনরা বৈংক Canara Bank — সিন্ডিকেট Syndicate
পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য]
দখল বিজ্ঞপ্তি
[ধারা ১৩(৪)]
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

আঞ্চলিক কার্যালয়: দুর্গাপুর
জিস্তা এনক্লেভ, ডেয়ারি মোড়ের কাছে, সাগরভাঙ্গা, দুর্গাপুর, পিন-৭১৩২১১

যেহেতু:
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর ৫৪ নম্বর অ্যাক্ট) (অতঃপর "অ্যাক্ট" হিসেবে উল্লিখিত) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **কানাড়া ব্যাঙ্ক**-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, **০৫.০১.২০২৬ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিস জারি করেছিলেন।** উক্ত নোটিসের মাধ্যমে **ঋণগ্রহীতা শ্রীমতী সুদীপ্তা ব্যানার্জি মুখার্জি,** স্বামী- শ্রী সময়ন্ন মুখার্জি, ঠিকানা: শেফালী অ্যাপার্টমেন্ট, অরবিন্দনগর, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২২১০১ **(অতঃপর "ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা" হিসেবে উল্লিখিত)** এবং **শ্রী সময়ন্ন মুখার্জি,** পিতা- শ্রী হিমাদ্রি মুখার্জি, ঠিকানা: বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২২২০৩ **(অতঃপর "সহ-ঋণগ্রহীতা" হিসেবে উল্লিখিত)**-কে নোটিসে উল্লিখিত ₹২২,৩২,৩৯৬.৬৩ (বাইশ লক্ষ বত্রিশ হাজার তিনশো ছিয়ানব্বই টাকা তেষট্টি পয়সা মাত্র) পরিমাণ অর্থ উক্ত নোটিস প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাকে এবং সর্বসাধারণকে নোটিস দেওয়া হচ্ছে যে, উক্ত রুলসের রুল ৮ ও ৯-এর সাথে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী **১৩ মার্চ, ২০২৬** তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাকে এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তির বিষয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির বিষয়ে যে কোনও লেনদেন **কানাড়া ব্যাঙ্ক**-এর ₹২২,৩২,৩৯৬.৬৩ (বাইশ লক্ষ বত্রিশ হাজার তিনশো ছিয়ানব্বই টাকা তেষট্টি পয়সা মাত্র) এবং ০৫.০১.২০২৬ তারিখের ডিমান্ড নোটিস অনুযায়ী তার ওপর ধার্য সুদের সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে উক্ত অ্যাক্টের ধারা ১৩(৮)-এর বিধানগুলির প্রতি।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: "স্নেহছায়া অ্যাপার্টমেন্ট"-এর ৫ম তলে তলে ইউনিট নম্বর ৪/এইচ ফ্ল্যাটের সমস্ত অংশ, সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া ১১৮৯ বর্গফুট, বিল্ট-আপ এরিয়া ৯৮৬ বর্গফুট, কার্পেট এরিয়া প্রায় ৭৫৪ বর্গফুট। এর সাথে ০.১৩ একর বাস্তু জমির ওপর অবস্থিত প্রায় ১২০ বর্গফুটের একটি চার চাকার গাড়ি পার্কিং (নং ৪) অন্তর্ভুক্ত। যার স্থিতি ও বিবরণ: এল আর প্লট নং ৩০৫৮, এল আর খতিয়ান নং ১৪৫৬১ এবং ১৪৫৬২, জে এল নং ২১১, মৌজা- বাঁকুড়া, থানা- বাঁকুড়া, পোঃ- বাঁকুড়া, জেলা- বাঁকুড়া, বাঁকুড়া পুরসভার অধীনে। **সম্পত্তিটি শ্রীমতী সুদীপ্তা ব্যানার্জি মুখার্জি,** স্বামী- শ্রী সময়ন্ন মুখার্জি-র নামে নথিভুক্ত। **বিল্ডিংয়ের চৌহদ্দি:** উত্তর- প্রয়াত দেবাশিস চ্যাটার্জির বাড়ি; দক্ষিণ- ২০ ফুট চওড়া রাস্তা; পূর্ব- সমর গায়েন এবং মিন্টু নাগের বাড়ি; পশ্চিম- ফাঁকা জমি এবং হনুমান মন্দির।

তারিখ: ১৩.০৩.২০২৬ — **অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান: বাঁকুড়া — **কানাড়া ব্যাঙ্ক**

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
বর্ধমান রিজিয়ন
২ নং ফ্লোর, ৫৪, জি টি রোড, ভাঙাকুঠি, জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩১০১
স্বর্ণালঙ্কার নিলাম বিক্রির নোটিস

কিছু সত্তা/ ব্যক্তি আমাদের পাঁচঘরা কাটোয়া শাখা থেকে স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রাখার বিনিময়ে স্বর্ণ ঋণের সুবিধা গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁরা নির্ধারিত সূচি অনুসারে সেই ঋণ পরিশোধে খেলাপ করেছেন। তাঁরা/ তাঁদের আইনি উত্তরাধিকারীগণ আমাদের নোটিস(সমূহ)-এর প্রেক্ষিতে যথাযথরূপে জবাব দেননি অথবা কিছু নোটিস অবিলিকৃত অবস্থায় ফেরত এসেছে। এমত পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যদি নিম্নলিখিত নিলামের নির্ধারিত তারিখের পূর্ববর্তী দিনে বিকেল ৪টার মধ্যে উক্ত স্বর্ণ ঋণ বাবদ ব্যাঙ্কের পাওনা অর্থাঙ্ক পরিশোধ না করা হয়, সেক্ষেত্রে নতুন কোনও নোটিস ছাড়াই সংশ্লিষ্ট শাখা/ গোল্ড হাবে নিম্নলিখিত তারিখ ও সময়ে বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি প্রকাশ্য নিলাম করা হবে। এবিষয়ে কৃত যাবতীয় খরচ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদেরই বহন করতে হবে। যে কোনও সময় বা নিলাম চলার মাঝেও নিলাম স্থগিত রাখা/ প্রত্যাহার করার পূর্ণ অধিকার ব্যাঙ্কের থাকবে। সফল বিডারকে পুরো অর্থাঙ্ক প্রদান করে অলঙ্কারের দখল নিতে হবে অথবা বিড অর্থাঙ্কের কমপক্ষে ২৫% স্পটেই আদায় দিয়ে বাকি অর্থাঙ্ক ৭ দিনের মধ্যে প্রদান করতে হবে। এরূপে অর্থাঙ্ক প্রদানে খেলাপের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিডারের তরফে জমাকৃত প্রাথমিক অর্থাঙ্ক ব্যাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করবে।

ক্রম	শাখার নাম	অ্যাকাউন্টের নাম	অ্যাকাউন্ট নম্বর	অনাদায়ী বকেয়া	অনুস্মারক নোটিসের তারিখ / রিকল নোটিসের তারিখ	নিলামের তারিখ ও সময়	সোনা/ অলঙ্কারের মোট ওজন (গ্রাম)	ক্যারাট এককে সোনার বিশুদ্ধতা	সামগ্রীর সংখ্যা
১	পাঁচঘরা কাটোয়া	দেবাশিস দাঁ	১৯২৬০৫০০০০৯৭৯৭	₹৬৭,৫০০/- + অপ্রযুক্ত সুদ	২৫.০৭.২০২৫ / ১৯.০৮.২০২৫	২৬.০৩.২০২৬ দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টা	১৭	২২	২টি বালা
২	পাঁচঘরা কাটোয়া	দেবাশিস দাঁ	১৯২৬০৫০০০০৯৭৯৮	₹৩,৭৮,০০০/- + অপ্রযুক্ত সুদ	২৫.০৭.২০২৫ / ১৯.০৮.২০২৫	২৬.০৩.২০২৬ দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টা	৯০	২২	৪টি বালা, ১টি চেন, ৩টি আংটি, ১টি নেকলেস (ভাঙা), ২টি ঝুমকো (কানের দুল), ১টি লকেট।

তারিখ: ১৯.০৩.২০২৬; স্থান: বর্ধমান — **ব্রাঞ্চ হেড**

ব্যাংক অফ বড়োদা / Bank of Baroda

শিলিগুড়ি রিজিওনাল অফিস
হোমল্যান্ড বিজনেস সেন্টার, ৪ নং ফ্লোর,
থার্ড মাইল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ–৭৩৪০০৮
শাখা: জিয়াগঞ্জ

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
'পরিশিষ্ট IV-A [রুল ৮(৬) ও/বা ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল রুল ৮(৬) ও/বা ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ) ও জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে ব্যাঙ্ক অফ বরোদার কাছে বন্ধক রাখা/দায়বদ্ধ এবং সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি **'যেখানে আছে', 'যা কিছু আছে'** এবং **'যেমন আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ(গুলি)–এর বিবরণ/ বকেয়া অর্থাঙ্ক/ সংরক্ষণ মূল্য/ ই–নিলামের তারিখ ও সময়, বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিড বাড়ানোর অর্থাঙ্ক (বিড গুণক) ইত্যাদি তথ্যাবলি এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রম/ লট নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)–এর নাম	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ শাখার নাম: জিয়াগঞ্জ	মোট বকেয়া	ই–নিলামের তারিখ ও সময়	সংরক্ষণ মূল্য ইএমডি অর্থাঙ্ক বিড গুণক	দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী/ বাস্তবিক)	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১	**মেসার্স এগ্রিকালচারাল গুডস ট্রেডিং প্রোপ্রাইটর: মহঃ কওসর আলি** গ্রাম– সোনাডাঙ্গা, পোঃঅঃ– কোলান রাধাকান্তপুর, থানা– রানিতলা, জেলা– মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪২১২৩	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: গ্রাম– সোনাডাঙ্গা, পোঃঅঃ– কোলান রাধাকান্তপুর, থানা– রানিতলা, জেলা– মুর্শিদাবাদ, পিন– ৭৪২১২৩, মৌজা– পলাশী সোনাডাঙ্গা, জে এল নং ৯৩, খতিয়ান নং ২৮১১, আর এস এবং এল আর প্লট নং ৭৮৮/১৬৮৩, জমির পরিমাপ– ৮.২৫ ডেসিমেল, প্রকৃতি– বাড়ি, সম্পত্তির স্বত্বধারক: মহঃ কওসর আলি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর**– মাসুদুর শেখের পুকুর; **দক্ষিণ**– মরজম শেখের বাড়ি; **পূর্ব**– মনিরুল শেখের বাড়ি; **পশ্চিম**– অন্যের ফাঁকা জমি।	₹৮,৩০,৭৮৪.২৩ (আট লক্ষ তিরিশ হাজার সাতশো চুরাশি টাকা এবং তেইশ পয়সা মাত্র), সুদ ধরা আছে ১১.০১.২০২৪ পর্যন্ত + অপ্রযুক্ত সুদ + অপরিষেবিত সুদ + অন্যান্য মাশুল	২৮.০৪.২০২৬ দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা	₹১১,৯৪,৩০০.০০ / ₹১,১৯,৪৩০.০০ / ₹১০,০০০.০০	প্রতীকী	২২.০৪.২০২৬ দুপুর ৩টে থেকে বিকেল ৫টা **মোবাইল: ৯৬৮১৫৬২৩৩৪** (আগাম যোগাযোগ করে আসবেন)

* সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে এবং নিলামে ক্রেতার হাতে ব্যাঙ্ক এই সম্পত্তিটি প্রতীকী রূপে হস্তান্তর করবে।
বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://www.bankofbaroda.bank.in/e-auction.htm** এবং অনলাইন নিলাম পোর্টাল **https://baanknet.com**–তে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন। সম্ভাব্য বিডাররা দরকারে অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গেও এই নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন: ৯৬৮১৫৬২৩৩৪।
১. এই বিক্রি সুরক্ষিত ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদন সাপেক্ষ হবে।
২. সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে এবং বিডাররা প্রতীকী দখলে থাকা এই সম্পত্তি নিজের দায় ও ঝুঁকিতে ক্রয় করছেন।
৩. ব্যাঙ্ক উক্ত সম্পত্তির কেবলমাত্র প্রতীকী দখল হস্তান্তর করবে এবং নিলামে সফল বিডার বা ক্রেতা ব্যাঙ্কের থেকে এই সম্পত্তির বাস্তবিক দখলের জন্য দাবি জানাতে পারবেন না।
৪. সম্পত্তির বাস্তবিক দখল দিতে ব্যাঙ্ক কোনওভাবেই দায়ী বা কর্তব্যপরায়ণ থাকবে না।
৫. জমাকৃত অর্থাঙ্ক ফেরতের ক্ষেত্রে নিলামে সফল ক্রেতা কোনও সুদ পাওয়ার জন্য দাবি জানাতে পারবেন না।
৬. ই–নিলামের অব্যবহিত পরেই নিলামে সফল ক্রেতাকে উপরিলিখিত শর্ত ও নিয়মাবলি নিশ্চিতকরণের ঘোষণাপত্র তথা প্রতিশ্রুতি জমা দিতে হবে।
৭. বিক্রির পরে সফল বিডার ঘোষণাপত্র তথা প্রতিশ্রুতি জমা দিতে ব্যর্থ হলে তাঁর তরফে জমাকৃত বিডের ইএমডি অর্থাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করা হবে।

SCAN HERE
বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য

তারিখ: ১৮.০৩.২০২৬
স্থান: জিয়াগঞ্জ

অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

ব্যাংক অফ বড়োদা / Bank of Baroda

শিলিগুড়ি রিজিওনাল অফিস
হোমল্যান্ড বিজনেস সেন্টার, ৪ নং ফ্লোর,
থার্ড মাইল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ–৭৩৪০০৮
শাখা: ইংলিশ বাজার মালদা

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
'পরিশিষ্ট IV-A [রুল ৮(৬) ও/বা ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল রুল ৮(৬) ও/বা ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ) ও জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে ব্যাঙ্ক অফ বরোদার কাছে বন্ধক রাখা/দায়বদ্ধ এবং সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি **'যেখানে আছে', 'যা কিছু আছে'** এবং **'যেমন আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ(গুলি)–এর বিবরণ/ বকেয়া অর্থাঙ্ক/ সংরক্ষণ মূল্য/ ই–নিলামের তারিখ ও সময়, বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিড বাড়ানোর অর্থাঙ্ক (বিড গুণক) ইত্যাদি তথ্যাবলি এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রম/ লট নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)–এর নাম	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ শাখার নাম: ইংলিশ বাজার মালদা	মোট বকেয়া	ই–নিলামের তারিখ ও সময়	সংরক্ষণ মূল্য ইএমডি অর্থাঙ্ক বিড গুণক	দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী/ বাস্তবিক)	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১	**১. মেসার্স স্কাইলার্ক মোটরস** প্রেমিসেস নং ৬৮/২৫এ/৫৪, রবীন্দ্র ভবন, গৌর কন্যা বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে, এনএইচ–৩৪, জেলা– মালদা, পশ্চিমবঙ্গ–৭৩২১০৩ **২. মিঃ আসিফ হোসেন,** প্রযত্নে– আলিমুল হোসেন **৩. মোজাম্মেল হোসেন,** প্রযত্নে– আলিমুল হোসেন **৪. আলিমুল হোসেন** (জামিনদার) ক্রম নং ২, ৩ ও ৪–এর ঠিকানা: ওয়ার্ড নং ১৯, হাউস নং ৯৬/২৩এ/৯৫, দালালজি মসজিদের নিকটে, মিরচক, জেলা– মালদা, পশ্চিমবঙ্গ–৭৩২১০১	দোতলা আবাসবাড়ি সমেত ৩.৩০ ডেসিমেল বাস্তু জমি বিশিষ্ট সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: প্লট নং– এল আর ১১৩৫, খতিয়ান নং– এল আর ২১৪০, জে এল নং ৬৪, মৌজা– কুতুবপুর, থানা– ইংলিশ বাজার, জেলা– মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, ওয়ার্ড নং ১৯, হোল্ডিং নং ৯৬/২৩এ/৯৫, দালালজি মসজিদের নিকটে, মিরচক, ইংলিশ বাজার পুরসভার এলাকাধীন। দলিল নং I–১১৩৭৬, I–১২৭৯৮ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: আলিমুল হোসেন। **সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর**– কাখাড়ুর জমি; **দক্ষিণ**– আনেশের জমি; **পূর্ব**– ৬ ফুট চওড়া পরিসর; **পশ্চিম**– ইশা হকের জমি।	₹৪৪,৬৪,০১৩.০০ (চুয়াল্লিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার তেরো টাকা মাত্র), সুদ ধরা আছে ১৪.০৩.২০২৬ পর্যন্ত + অপ্রযুক্ত সুদ + অপরিষেবিত সুদ + অন্যান্য মাশুল	০৯.০৪.২০২৬ দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা	₹৪৯,৭৯,০০০.০০ / ₹৪,৯৭,৯০০.০০ / ₹১০,০০০.০০	প্রতীকী	০৬.০৪.২০২৬ দুপুর ৩টে থেকে বিকেল ৫টা **মোবাইল: ৯৫০৩৯১৭২৩৫** (আগাম যোগাযোগ করে আসবেন)

* সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে এবং নিলামে ক্রেতার হাতে ব্যাঙ্ক এই সম্পত্তিটি প্রতীকী রূপে হস্তান্তর করবে।
বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক https://www.bankofbaroda.bank.in/e-auction.htm এবং অনলাইন নিলাম পোর্টাল https://baanknet.com–তে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন। সম্ভাব্য বিডাররা দরকারে অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গেও এই নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন: ৯৫০৩৯১৭২৩৫।
১. এই বিক্রি সুরক্ষিত ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদন সাপেক্ষ হবে।
২. সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে এবং বিডাররা প্রতীকী দখলে থাকা এই সম্পত্তি নিজের দায় ও ঝুঁকিতে ক্রয় করছেন।
৩. ব্যাঙ্ক উক্ত সম্পত্তির কেবলমাত্র প্রতীকী দখল হস্তান্তর করবে এবং নিলামে সফল বিডার বা ক্রেতা ব্যাঙ্কের থেকে এই সম্পত্তির বাস্তবিক দখলের জন্য দাবি জানাতে পারবেন না।
৪. সম্পত্তির বাস্তবিক দখল দিতে ব্যাঙ্ক কোনওভাবেই দায়ী বা কর্তব্যপরায়ণ থাকবে না।
৫. জমাকৃত অর্থাঙ্ক ফেরতের ক্ষেত্রে নিলামে সফল ক্রেতা কোনও সুদ পাওয়ার জন্য দাবি জানাতে পারবেন না।
৬. ই–নিলামের অব্যবহিত পরেই নিলামে সফল ক্রেতাকে উপরিলিখিত শর্ত ও নিয়মাবলি নিশ্চিতকরণের ঘোষণাপত্র তথা প্রতিশ্রুতি জমা দিতে হবে।
৭. বিক্রির পরে সফল বিডার ঘোষণাপত্র তথা প্রতিশ্রুতি জমা দিতে ব্যর্থ হলে তাঁর তরফে জমাকৃত বিডের ইএমডি অর্থাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করা হবে।

SCAN HERE
বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য

তারিখ: ১৮.০৩.২০২৬
স্থান: মালদা

অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

পূর্ব রেলে 'কবচ' চালু

আজকালের প্রতিবেদন: হাওড়া-নয়াদিল্লি রুটের বর্ধমান থেকে প্রধানখুন্তা পর্যন্ত ১৫৫ কিলোমিটারে 'কবচ' অ্যান্টি-কলাইশন সিস্টেম সফলভাবে চালু করার মাধ্যমে পূর্ব রেল তার পরিচালন দক্ষতা এবং যাত্রী নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক নতুন নজির তৈরি করেছে। এর ফলে

চলতি অর্থবর্ষে পূর্ব রেলে মোট ২৬০ কিলোমিটার অংশে এই প্রযুক্তি বাস্তবায়িত হল, যা রেল নিরাপত্তার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখবে। নিরাপত্তা বাড়ানোর সঙ্গে পূর্ব রেল আর্থিক ক্ষেত্রে গত বছরের এই সময়ের তুলনায় সাধারণ পরিচালন ব্যয় ১৪.৫৫% কমানো সম্ভব হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারিতে ভাঙাচোরা লোহা বিক্রিতে রাজস্ব ৭০.২২ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যাত্রী-রাজস্ব বাবদ মোট ২৪৪.২২ কোটি টাকা আয় হয়েছে, যা আগের তুলনায় ১২.০১% বেশি।

INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Unknown Male Dead Body,** found on 16.02.2026 at about 14.05 hrs. found at Lying outside the track on DN line in between Panchra R/S and Bhimgarh R/S at KM Post No. 24/16 -24/14, Description of this Deadbody is: **Age**-42-48 Years, **Sex:** Male, **Complexion**-Dark, **Height**-5 Feet 4 Inch, **Build**-Medium, **Hair**-Black, **Wearing**-i) Blue full T-shirt and Khaki full pant. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D474(3)/2026

INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Unknown Male Dead Body,** found on 07.12.2025 at about 11.15 hrs. found at KM No - 14/07 to 14/09 on up main line at Konnagar Station limit, Description of this Deadbody is: **Age**-70 Years, **Sex:** Male, **Complexion**-Sallow, **Height**-5 Feet 6 Inch, **Build**-Medium, **Hair**-Black & White, **Wearing**-i) Gray colour inner ii) Pink & white striped sweater iii) Blue colour monkey cap iv) Light green colour white & black striped full T-shirt v) Black colour full pant . Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D476(3)/2026

INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Unknown Male Dead Body,** found on 13.10.2025 at about 13.55 hrs. found at Up HBC line at KM No - 08/30 to 08/28 at Bally station limit, Description of this Deadbody is: **Age**-55 Years, **Sex:** Male, **Complexion**-Sallow, **Height**-5 Feet 6 Inch, **Build**-Medium, **Hair**-Black & White, **Wearing**-i) Red white black colour check full shirt ii) Ash colour track suit pant. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D477(3)/2026

INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Unknown Female Dead Body,** found on 30.01.2026, at about 21.50 hrs, under Lying at KM no 05/14 to 05/12 in between Liluah and Belur R/S, Description of this Deadbody is: **Age**-70 Years, **Sex:** Female, **Complexion**-Sallow, **Height**-5 Feet 4 Inch , **Build**-Thin, **Hair**-Black & White , **Wearing**- i) Purple nighty ii) Sky saree iii) green blouse. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D475(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED DATE CORIGENDUM TO Nit No.- (WBIW/EE/MDD-II/ e-NIT-27/EE/M.D. D-II of 2025-26.
Tender Id : 2026_IWD_1018272_1, As No. of Bids is less than 3 (Three), therefore for Sl. No.1 of this e-NIT, Bid Submission end Date is extended up to 23.03.2026 up to 11:30 A.M. Other details may be seen in the websites www.wbiwd.gov.in, www.wbtenders.gov.in and also in the office of the undersigned. Sd/- Executive Engineer Metropolitan Drainage Divn. No.II.

ICA- T7266(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Corrigendum No. - 1
e-N.I.T No - WBIW/EE/SDP/RRI/ eNIT-05 (e)/2025-26 (Sl.No. -01)
Number of on-line bids received is less than minimum allowed for 1st call of Tender. Hence the following changes have been made under this Corrigendum. Time schedule of the Tender has been revised as follows : 1. Document Download end date extended upto 25.03.2026 at 14:00 Hrs. 2. Bid submission end date extended upto 25.03.2026 at 14:00 Hrs. 3. Technical Bid opening date with preliminary result (TBO Sheet)– 25.03.2026 after 16:00 Hrs. All other terms and conditions of the said Tender will remain unchanged. Sd/- Executive Engineer Sundarbans Delta Project, River Research Institute.

ICA- T7269(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Irrigation & Waterways Directorate
ABRIDGED TENDER NOTICE FOR CORRIGENDUM NOTICE NO-1 (Date)
Ref. e-NIT No. WBIW/SE/CE(W)/NIT-06e/2025-26
Tender Id: 2026_IWD_1008742_1
For higher participation of bidders to culminate the tender process, the document download end date / Bid submission end date is now extended up to 23.03.2026 till 12:30 Hours instead of 12.03.2026 till 15:00 PM and technical bid opening date is extended up to 25.03.2026 at 15:00 Hours instead of 16.03.2026 at 12:00 PM. All others terms and condition as laid down in the NIT remain unchanged. Sd/- Superintending Engineer Attached to Chief Engineer (West), I&W Dte., Purba Bardhaman

ICA- T7261(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE for Date Corrignedum
NIeT No. 16 of EE/EMD of 2025-26
Tender ID : 2026_PHED_1011322_4,9,12
Date Corrigendum e-Tender is invited by Exe. Engr., EMD, PHED of P-16, India Exchange Place (Extn.), C.I.T. Annex. Bldg., (2nd FL.), Kolkata-73 on behalf of Governor of West Bengal for **"Operation and Guarding of Pumping Machinery under diff. W_S Scheme diff. Blocks, Dist. NORTH 24 PGS under Eastern Mechanical Division., P.H.E. Dte."** The last date of bid submission (both technical & financial) :- 21/03/2026 upto 17:00 hrs, instead of 13/03/2026 upto 17:00 hrs. Details may be had from the office notice board & official website: www.wbphed.gov.in and www.wbetenders.gov.in Sd/- Executive Engineer Eastern Mechanical Division, P.H.E. Dte.

ICA- T7274(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM-1
e-NIT No: WBIW/SE/CE(S)/NIT-08e/ 2025-26, Sl. No. 01 2nd Call of e-NIT No: WBIW/SE/CE(S)/NIT-03e/2025-26, Sl. No. 01
Tender Id : 2026_IWD_1010596_1
Number of bidders participated for above serial of work is less than 3 (Three). Now, for larger participation, the last Date & time of submission of e-Bid and Technical Bid opening Date & time is extended as **27.03.2026 up to 17:00 Hours & 30.03.2026 at 12:00 Hours** instead of 16.03.2026 up to 12:00 Hours & 18.03.2026 at 11:00 Hours respectively. All other terms & conditions will remain unchanged. Please go through the departmental website www.wbiwd.gov.in and www.wbtenders.gov.in (direct site) and also in the office of the undersigned. Sd/- TIA & the Superintending Engineer, Attached to Chief Engineer (South), I&W Dte, Govt. of W.B.

ICA- T7271(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE FOR CORRIGENDUM NOTICE NO-3 (Date)
Irrigation & Waterways Directorate
Ref. e-NIT No.:- WBIW/SE/CE(W)/ NIT-05e/2025-26
(Tender Id:-2026_IWD_995668_1, 2026_IWD_995668_2 & 2026_IWD_995668_7)
For higher participation of bidders to culminate the tender process, the document download end date/Bid submission end date is now extended up to **23.03.2026 till 12:30 Hours** instead of 12.03.2026 till 12:30 P.M. and technical bid opening date is extended up to **25.03.2026 at 15:00 Hours** instead of 13.03.2026 at 15:00 P.M. All others terms and condition as laid down in the NIT remain unchanged. Details of the corrigendum may be seen from the departmental website and http://etender.wb.nic.in (direct site). Sd/- Superintending Engineer Attached to Chief Engineer (West) I &W Dte Purba Bardhaman.

ICA- T7262(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM NOTICE
West Bengal Medical Services Corporation Ltd. had invited online bids for the work detailed below : Name of Work : **Sl. 1 Name of Work :** Repair and Upgradation of Existing Fire Protection and Fire Detection System installed at Chanchal Super Speciality Hospital (SSH), Malda. **Tender Ref. No.:** WBMSCL/NIT/EE(C)-04/008/2026, Dated - 06/02/2026. **Sl. 2 Name of Work** : CMC of the existing STP, WTP, RO Plant and Water Supply System (including consumables, spares etc.) for Asansol Super Speciality Hospital in the district of Paschim Bardhaman. **Tender Ref. No.:** WBMSCL/NIT/EE(C)-04/019/2026, Dated - 16/02/2026. **Sl. 3 Name of Work** : CMC of the existing STP/ETP, WTP and Water Supply System (including consumables, spares etc.) for Malda Medical College & Hospital in the district of Malda. **Tender Ref. No.:** WBMSCL/NIT/EE(C)-04/025/2026, Dated - 26/02/2026. **Sl. 4 Name of Work** : Construction of shaded patient party waiting hall beside New Autopsy Block Jalpaiguri Government Medical College & Hospital. **Tender Ref. No.:** WBMSCL/NIT/EE(C)-04/027/2026, Dated - 26/02/2026 **Sl. 5 Name of Work :** Repair and Modification works (Civil and Plumbing) for proposed SNCU at Nandigram SSH/DH in the district of Purba Medinipur. (2nd Call) **Tender Ref. No.:** WBMSCL/NIT/EE(C)-04/028/2026, Dated - 26/02/2026 Last Date of Submission of above-mentioned Tenders (online) has been extended up to 25/03/2026, 03:00 P.M. The tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in and www.wbtenders.gov.in portal. Clarification requests, if any, please call 033-40340435 or email at info@wbmsc.gov.in Sd/- General Manager, WBMSCL.

ICA- T7272(1)/2026

টেন্ডার

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এলএমজি/ইএনজিজি/২১ অব ২০২৬; তারিখঃ ১১-০৩-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র. নং. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/ডিমাপুর অধিক্ষেত্রের অধীনে সিএমএস ক্রসিং-এর পুনর্নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,০৬,৯৭,০১০.৬৬ টাকা; **বিড সিকিউরিটিঃ** ২,০৩,৫০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৬-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** ও **খুলবে** ০৭-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৬-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম/ওয়ার্কস, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

লামডিং ডিভিশনের অধীনে বিভিন্ন স্টেশনে লিফ্‌ট/এস্কেলেটর-এর নির্মাণ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এসসিএল/ইএনজিজি/১২ অব ২০২৬; তারিখঃ ০৯-০৩-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র. নং. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** অমৃত ভারত স্কিমের অধীনে লামডিং ডিভিশনের উদয়পুর (ইউডিপিইউ), ধর্মনগর (ডিএমআর), কুমারঘাট (কেইউজিটি) ও নিউ হাফলঙ (এনএইচএলজি) স্টেশনে ১২ মিটার চাওড়া এফওবির সাথে সম্পর্কিত লিফ্‌ট/এস্কেলেটর-এর নির্মাণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ (দুই প্যাকেট পদ্ধতি)। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১৬,৪০,৯০,৯০১.০১ টাকা; **বিড সিকিউরিটিঃ** ৯,৭০,৫০০/- টাকা। ই-টেন্ডার ০৬-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** ও **খুলবে** ০৭-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৬-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), লামডিং, শিলচর
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

লিফ্‌ট/এসকেলেটর স্থাপন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এসসিএল/ইএনজিজি/১১ অফ ২০২৬; তারিখ: ০৯-০৩-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **ক্রম নং. ঃ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** লামডিং ডিভিশনের নিউ করিমগঞ্জ স্টেশনে 'অমৃত ভারত যোজনা'-র আওতায় ১২ মিটার চওড়া এফওবি -এর সাথে যুক্ত লিফ্‌ট/এসকেলেটর নির্মাণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ২,৪৯,৪১,০১৩.৯৮/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ২,৭৪,৭০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **০৬-০৪-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ০৭-০৪-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডার সংক্রান্ত সম্পূর্ণ তথ্য এবং টেন্ডারের নথি **০৬-০৪-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ)/লামডিং, শিলচর
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে
প্রকাশ্য টেন্ডার নোটিসের ২য় সংশোধনী
ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রোকিওরমেন্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন (ই পি সি) মোডে নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ের লখনউ ডিভিশনের মানকাপুর-গোরক্ষপুর ক্যান্টনমেন্ট সেকশনে ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন পাওয়ার সাপ্লাই ইনস্টলেশনের ক্ষমতা আপগ্রেডেশন কাজের জন্য ২x২৫ কে ভি এ টি ট্র্যাকশন ফিডিং সিস্টেমের জন্য সংশ্লিষ্ট সুইচিং পোস্ট সহ ট্র্যাকশন সাব স্টেশনগুলির নকশা, সরবরাহ, স্থাপন, টেস্টিং এবং কমিশনিং কাজের ওপেন টেন্ডার নোটিস নং ই পি সি-পি এস আই-এম ইউ আর-জি কে সি-এন ই আর, তারিখ- ৩০.০১.২০২৬-এ নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে।
ক্রমিক নং- ১, বিবরণ- ই পি সি টেন্ডার নথির প্যারা ২.৭ এবং প্যারা ৬.২.১ (পৃষ্ঠা নং ১৭৫, ১৭৬)-এ প্রকাশিত, **পরিবর্তিত-** সংশ্লিষ্ট পরিবর্তনের বিষয়ে নতুন নথি আপলোড করা হয়েছে। অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখা যেতে পারে।
চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (প্রজেক্ট),
CPRO/EL-307 **লক্ষ্ণৌ**
ট্রেনে বিড়ি/সিগারেট ফুঁকবেন না

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
ওপেন ই–টেন্ডার
নং মেড– এলপিমেডিসিন ২০২৬, তারিখ– ১৩.০৩.২০২৬ কস্তুরবা গান্ধী হাসপাতাল **CLW/CRJ**–এর ওষুধের স্থানীয় ক্রয়ের জন্য যোগ্য সংস্থাগুলির কাছ থেকে দুই বছর মেয়াদের ই–টেন্ডার। নিম্নস্বাক্ষরকারী কস্তুরবা গান্ধী হাসপাতাল, চিত্তরঞ্জনের ওষুধের স্থানীয় ক্রয়ের জন্য দুই বছর মেয়াদের প্রস্তাব আহ্বান করছেন। নির্ধারিত বিন্যাসে আবেদন অনলাইনে **www.ireps.gov.in**–এর মাধ্যমে **১৩.০৪.২০২৬** তারিখ বা তার আগে **১৫.০০** ঘণ্টার মধ্যে জমা করা যেতে পারে।
PR8/312 **Sr.DMO/LP/KGH/CLW**
আমাদের লাইক করুন: www.facebook.com/clwrailways

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE
Executive Engineer, Bishnupur Division, PWD invites offline Tender for the work of - Temporary erection of basic Infrastructure (Civil part) in the accommodation place for CAPF in connection with ensuing West Bengal Assembly Election-2026 in different places under Bishnupur P.S, Sonamukhi P.S, Joypur P.S, Kotulpur P.S, Onda P.S under Bishnupur Division, P.WDte in the district of Bankura. Short NIT No: 06 of 2025-2026 of EE/BD/PWD; Last date of submission of tender paper 19.03.2026 up to 2.00 pm. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from https://wbpwd.gov.in and also collected from this Office. Sd/- Executive Engineer, Bishnupur Division, P.W.Dte.

নন ডিজিটাল অ্যাডভার্টাইজিং-এর জন্য ই-নিলাম
আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে নন ডিজিটাল অ্যাডভার্টাইজিং-এর জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** সি-এপি-এনওএনডিজিটিএলআরডিএন, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট)ঃ** ২৩-০৩-২০২৬ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৩-০৩-২০২৬ তারিখের ১২.৩০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিট ঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং মাসুল, **ট্রিপ/দিন ঃ** ১৮২৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ ক্যাটাগরি	বিবরণ
এ/১	এডিভিটি-এপিডিজে-এপিডিজে-ওএসএন-৫২৮-২৬-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে স্টেশনের ভেতরে নির্দিষ্ট স্থানে ৫৮টি স্টেশনের স্থানে নন-ডিজিটাল বিজ্ঞাপন, সংযুক্ত এলাকার বিবরণ অনুসারে।

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ০৫-০৩-২০২৬ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
ই-টেন্ডার নোটিস নং এসটি-পিআরওজে-কেজিপি- এইচডব্লুএইচ- ৬ইআই-আর, তারিখ ১৭.০৩.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/প্রোজেক্ট/ খড়গপুর কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম ঃ** খড়গপুর ডিভিসনে শ্যামচক, বালিচক, হাউর, ভোগপুর, ফুলেশ্বর এবং মৌরীগ্রাম ফ্লাইওভার বুক হাট-এ নতুন ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং দ্বারা পুরোনো ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং- এর প্রতিস্থাপনের জন্য ভবন নির্মাণের কাজ ব্যতীত সকল প্রকার এস অ্যান্ড টি-র কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৫৫,৬২,০৬,৪১৪.৭০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,১১,২৪,১০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টায়। **যে ওয়েবসাইটে টেন্ডার প্রকাশিত হয়েছেঃ www.ireps.gov.in** (PR-1319)

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ডিআরএমইএনজিজি আরএনসি-১৫-২০২৬, তারিখ ১৭.০৩.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইএনজিজি), রাঁচি কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ ক্র. নং ১, নোটিস নং ঃ ডিআরএমইএনজিজি আরএনসি-১৫-২০২৬। **কাজের নাম ঃ** রাঁচি ডিভিসনে বিভিন্ন ধরনের ভবন যার মধ্যে রয়েছে ব্যারাক, কোয়ার্টার্স, অফিসারদের রেস্ট হাউস, অফিসারদের সফরকালীন বাসগৃহ, অধস্তনদের রেস্ট হাউস, হাতিয়াতে মাল্টি পারপাস হল, সার্ভিস বিল্ডিং প্রভৃতি সেগুলি নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৫২,১৯,৫৬,৩১৪.৩৫ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থঃ** ১,০৪,৩৯,২০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১০.০৪.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টেয়। অনলাইনে টেন্ডারিং-এর জন্য টেন্ডারদাতাগণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। (PR-1322)

দক্ষিণ পূর্ব মধ্য রেলওয়ে
(বাণিজ্যিক শাখা)
আগ্রহ প্রকাশের অভিব্যক্তি (ইওআই) আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি
রেল কার্গো পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত টার্মিনাল উন্নয়নে শিল্পের বিনিয়োগ বাড়ানোর লক্ষ্যে, গত **১৪.০২.২০২৬** তারিখে রেলওয়ে বোর্ডের মাস্টার সার্কুলার ২০২৬-এর অধীনে 'রেল ভিত্তিক লজিস্টিকস এবং গতি শক্তি মাল্টি-মডাল কার্গো টার্মিনাল (জিসিটিএস) ও কার্গো সংক্রান্ত সুবিধা (সিআরএফ)-২০২৬' শীর্ষক একটি নতুন নীতি প্রবর্তন করা হয়েছে।
এই নীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ পূর্ব মধ্য রেলওয়ের বিলাসপুর বিভাগ, দক্ষিণ পূর্ব মধ্য রেলওয়ের বিলাসপুর বিভাগের **বারদ্বার স্টেশনের বারদ্বার ব্যালাস্ট সাইডিং (বিবিএলএস)** গুডস শেড-এ 'সম্পূর্ণ/আংশিকভাবে রেলওয়ের জমিতে' গতি শক্তি মাল্টি-মডাল কার্গো টার্মিনাল (জিসিটি) স্থাপনের জন্য আগ্রহ প্রকাশের অভিব্যক্তি (ইওআই) আহ্বান করছে।
ইওআই নথিটি দক্ষিণ পূর্ব মধ্য রেলওয়ের বিলাসপুর বিভাগ দ্বারা প্রকাশিত হচ্ছে। এই ইওআই নথির উদ্দেশ্য হল আগ্রহী পক্ষগুলিকে প্রকল্প সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রদান করা, প্রকল্পের পরিধি বুঝতে সাহায্য করা এবং আগ্রহী ও যোগ্য সংস্থাগুলির কাছ থেকে মতামত আহ্বান করা। সংস্থাগুলিকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে ইওআই বিজ্ঞপ্তির প্রতিক্রিয়া হিসাবে তাদের মতামত এবং পরামর্শ জমা দেওয়ার আগে এই ইওআই নথিটি সাবধানে অধ্যয়ন করুন। এই ইওআই নথিতে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিক্রিয়ার অংশ হিসাবে প্রাপ্ত মতামত এবং পরামর্শগুলি প্রকল্পের জন্য আনুষ্ঠানিক আরএফপি/টেন্ডার তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হতে পারে যা নিকট ভবিষ্যতে প্রকাশ করার প্রস্তাব রয়েছে।
ইওআই প্রতিক্রিয়া জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: ৩০.০৩.২০২৬ ইওআই-এর প্রস্তাব/প্রতিক্রিয়া জমা দিতে হবে: প্রতিক্রিয়ার হার্ড কপি নিম্নলিখিত ঠিকানায় জমা দেওয়া যেতে পারে— সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, কমার্শিয়াল ব্রাঞ্চ, ডিআরএম অফিস কমপ্লেক্স, রেলওয়ে কলোনি, বিলাসপুর ৪৯৫০০৪, (সি.জি.)। প্রাসঙ্গিক শর্ত ও নীতি নথি: 'রেল ভিত্তিক লজিস্টিকস এবং গতি শক্তি মাল্টি-মডাল কার্গো টার্মিনাল (জিসিটি) ও কার্গো সংক্রান্ত সুবিধা (সিআরএফ)-২০২৬' সংক্রান্ত মাস্টার সার্কুলার ২০২৬ **"https://indianrailways.gov.in"**-এ উপলব্ধ।
বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার (বাণিজ্যিক)
এসইসিআর, বিলাসপুর
CPR/10/AM/757
South East Central Railway @secrail

সম্পদ বিক্রয়ের জন্য প্রকাশ্য ঘোষণা
বনশল অয়েল এক্সট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস, ২০১৬–এর অধীনে সম্পদ বিক্রয়ের জন্য)

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
বনশল অয়েল এক্সট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড (বি ও ই পি এল) (লিকুইডেশনে)
(CIN: U15141WB1994PTC063075)
কারখানার ঠিকানা– মৌজা– মির্জাপুর, বর্ধমান-কাটোয়া রোড, গ্রাম– মালকিতা, থানা– বর্ধমান, ব্লক– বর্ধমান-১, জেলা– পূর্ব বর্ধমান, পিন–৭১৩১০৪
কর্পোরেট ডেটর (সি ডি)–এর সম্পদগুলি "যেখানে যেমন আছে", "যে অবস্থায় আছে", "যা আছে" এবং "কোনও বাদ নয়" ভিত্তিতে বিক্রয় করা হচ্ছে। এই বিক্রয় কোনও প্রকার ওয়ারেন্টি বা ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা ছাড়াই সম্পন্ন হবে।

সম্পত্তির বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না @১০%
মৌজা– মির্জাপুর, জে এল নং ৬৬, বর্ধমান-কাটোয়া রোড, গ্রাম– মালকিতা, থানা– বর্ধমান, ব্লক– বর্ধমান-১, জেলা– পূর্ব বর্ধমান, পিন–৭১৩১০৪-এ অবস্থিত জমি এবং ভবন। জমির পরিমাণ প্রায় ১৭.৪২ একর।	₹১৩,০৬,৬৯,২০০/– (তেরো কোটি ছয় লক্ষ উনসত্তর হাজার দুইশো টাকা মাত্র)	₹১,৩০,৬৬,৯২০/– (এক কোটি ত্রিশ লক্ষ ছেষট্টি হাজার নয়শো কুড়ি টাকা মাত্র)

উপরে উল্লিখিত সি ডি–এর ১৭.৪২ একর জমিটি বনশল রিফাইনারিজ প্রাইভেট লিমিটেড–এর মালিকানাধীন প্রায় ০.৪৪ একর জমির সংলগ্ন। সি ডি এবং বনশল রিফাইনারিজ প্রাইভেট লিমিটেড উভয়ের জমিই একই সীমানা প্রাচীরের মধ্যে অবস্থিত। তাই এই ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে আগ্রহী দরদাতাকে সি ডি–এর জমির পাশাপাশি বনশল রিফাইনারিজ প্রাইভেট লিমিটেড–এর ই-নিলামেও (যার আলাদা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে) বাধ্যতামূলকভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। দরদাতাকে উভয় সংস্থার জমির জন্যই একত্রে বিড জমা দিতে হবে। ৩০ জুলাই, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এস সি সি মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লিকুইডেটর শুধুমাত্র সেই দরদাতাদেরই গ্রহণ করবেন যাঁরা উভয় কোম্পানির জন্য একত্রে বিড করবেন।

আগ্রহী দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে জমির মালিকানা, অবস্থান, প্লটিং, খাজনা এবং কর পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে নিজস্ব অনুসন্ধান করে নিতে হবে। লিকুইডেটররা শুধুমাত্র "যেখানে যেমন আছে" ভিত্তিতে এই নিলাম পরিচালনা করছেন।

আগ্রহপত্র এবং সেকশন ২৯এ ঘোষণা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ– ০২ এপ্রিল, ২০২৬ (বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যা ০৬:০০ টার মধ্যে, যে সেকশন ২৯এতে কোনও অনিয়ম নেই, থাকলে পরে বায়না বাজেয়াপ্ত হবে।

যোগ্য দরদাতা ঘোষণার শেষ তারিখ– ০৬ এপ্রিল, ২০২৬ (সোমবার)

বায়নার টাকা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ– ১৭ এপ্রিল, ২০২৬ (শুক্রবার) সন্ধ্যা ০৬:০০ টার মধ্যে।

সম্পত্তি পরিদর্শন বা অনুসন্ধানের সময়সীমা– ০৮ এপ্রিল, ২০২৬ (বুধবার) থেকে ১৭ এপ্রিল, ২০২৬ (শুক্রবার) পর্যন্ত।

বিড বৃদ্ধির মান– ₹২,৫০,০০০/– (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)

নিলামের তারিখ ও সময়– ২১ এপ্রিল, ২০২৬ (মঙ্গলবার), সকাল ১১:০০ টা থেকে সন্ধ্যা ০৬:০০ টা পর্যন্ত।

i) নিলাম প্রদানকারীর লিঙ্ক– **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home**
সহায়তার জন্য ইমেল– **support.baanknet@psballiance.com,** ফোন– +৯১ ৮২৯১২২০২২০
ii) আগ্রহী দরদাতাদের ইলেকট্রনিক নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিড ফর্ম, আইবিসি (আইবিসি) ২০১৬–এর সেকশন ২৯এ–এর অধীনে যোগ্যতার ঘোষণা এবং কেওয়াইসি নথি জমা দিতে হবে। ক্রেতাদের জন্য নির্দেশিকা উক্ত প্ল্যাটফর্মে ডাউনলোডের জন্য উপলব্ধ।
iii) বায়না নির্দেশিকার উক্ত প্ল্যাটফর্মে দিতে হবে।
iv) **লিকুইডেটর-এর যোগাযোগের বিবরণ: liquidation@gmail.com;**
v) **শ্রী পার্থ ঘোষ (৭৪৩৯৬৫৬০৪১), শ্রী যোগেশ গুপ্ত (৯৮৩১৭৫২৯৩৯)**

স্বা/–
যোগেশ গুপ্ত
বনশল অয়েল এক্সট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর লিকুইডেটর
রেজিস্ট্রেশন নং– IBBI/IPA-001/IP-P00349/2017-18/10650
yogeshgupta31@rediffmail.com; liquidation.bansaloil@gmail.com
রেজি অফিস– মেঃ এস জয়কিষাণ, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস,
সুট নং ২ডি, ২ই, ৩য় তল, ১২, হো চি মিন সরণি, কলকাতা ৭০০০৭১
যোগাযোগের ঠিকানা– ১০৪, এস পি মুখার্জি রোড,
হাজরা এরিয়া, সাগর ট্রেড কিউব, ৩য় তলা, কলকাতা–৭০০০২৬
তারিখ: ১৯.০৩.২০২৬

সম্পদ বিক্রয়ের জন্য প্রকাশ্য ঘোষণা
বনশল রিফাইনারিজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস, ২০১৬–এর অধীনে সম্পদ বিক্রয়ের জন্য)

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
বনশল অয়েল এক্সট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড (বি ও ই পি এল) (লিকুইডেশনে)
(CIN: U15143WB1999PTC089211)
কারখানার ঠিকানা– মৌজা– মির্জাপুর, বর্ধমান-কাটোয়া রোড, গ্রাম– মালকিতা, থানা– বর্ধমান, ব্লক– বর্ধমান-১, জেলা– পূর্ব বর্ধমান, পিন–৭১৩১০৪
কর্পোরেট ডেটর (সি ডি)–এর সম্পদগুলি "যেখানে যেমন আছে", "যে অবস্থায় আছে", "যা আছে" এবং "কোনও বাদ নয়" ভিত্তিতে বিক্রয় করা হচ্ছে। এই বিক্রয় কোনও প্রকার ওয়ারেন্টি বা ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা ছাড়াই সম্পন্ন হবে।

সম্পত্তির বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না @১০%
মৌজা– মির্জাপুর, জে এল নং ৬৬, বর্ধমান-কাটোয়া রোড, গ্রাম– মালকিতা, থানা– বর্ধমান, ব্লক– বর্ধমান-১, জেলা– পূর্ব বর্ধমান, পিন–৭১৩১০৪-এ অবস্থিত জমি এবং ভবন। জমির পরিমাণ প্রায় ০.৪৪ একর।	₹২২,৫১,৮০০/– (বাইশ লক্ষ একান্ন হাজার আটশো টাকা মাত্র)	₹২,২৫,১৮০/– (দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার একশো আশি টাকা মাত্র)

উপরে উল্লিখিত সি ডি–এর ০.৪৪ একর জমিটি বনশল অয়েল এক্সট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড–এর মালিকানাধীন প্রায় ১৭.৪২ একর জমির সংলগ্ন। সি ডি এবং বনশল অয়েল এক্সট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড উভয়ের জমিই একই সীমানা প্রাচীরের মধ্যে অবস্থিত। তাই এই ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে যে কোনও আগ্রহী দরদাতাকে সি ডি–এর জমির পাশাপাশি বনশল অয়েল এক্সট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড–এর ই-নিলামেও বাধ্যতামূলকভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে (যার আলাদা বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে)। দরদাতাকে সি ডি এবং বনশল অয়েল এক্সট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড উভয়ের জমির জন্যই বাধ্যতামূলকভাবে বিড জমা দিতে হবে। আগ্রহী দরদাতাকে উভয় সংস্থার ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলী আলাদাভাবে পালন করতে হবে। ৩০ জুলাই, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এস সি সি মিটিংয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আগ্রহী দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে জমির মালিকানা, অবস্থান, প্লটিং, খাজনা এবং কর পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে নিজস্ব অনুসন্ধান করে নিতে হবে। উভয় লিকুইডেটর শুধুমাত্র "যেখানে যেমন আছে" ভিত্তিতে এই নিলাম পরিচালনা করছেন।

আগ্রহপত্র এবং সেকশন ২৯এ ঘোষণা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ– ০২ এপ্রিল, ২০২৬ (বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যা ০৬:০০ টার মধ্যে, যে সেকশন ২৯এতে কোনও অনিয়ম নেই, থাকলে পরে বায়না বাজেয়াপ্ত হবে।

যোগ্য দরদাতা ঘোষণার শেষ তারিখ– ০৬ এপ্রিল, ২০২৬ (সোমবার)

বায়নার টাকা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ– ১৭ এপ্রিল, ২০২৬ (শুক্রবার) সন্ধ্যা ০৬:০০ টার মধ্যে।

সম্পত্তি পরিদর্শন বা অনুসন্ধানের সময়সীমা– ০৮ এপ্রিল, ২০২৬ (বুধবার) থেকে ১৭ এপ্রিল, ২০২৬ (শুক্রবার) পর্যন্ত।

বিড বৃদ্ধির মান– ₹১,০০,০০০/– (এক লক্ষ টাকা মাত্র)

নিলামের তারিখ ও সময়– ২১ এপ্রিল, ২০২৬ (মঙ্গলবার), সকাল ১১:০০ টা থেকে সন্ধ্যা ০৬:০০ টা পর্যন্ত।

i) নিলাম প্রদানকারীর লিঙ্ক– **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home**
সহায়তার জন্য ইমেল– **support.baanknet@psballiance.com,** ফোন– +৯১ ৮২৯১২২০২২০
ii) আগ্রহী দরদাতাদের ইলেকট্রনিক নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিড ফর্ম, আইবিসি (আইবিসি) ২০১৬–এর সেকশন ২৯এ–এর অধীনে যোগ্যতার ঘোষণা এবং কেওয়াইসি নথি জমা দিতে হবে। ক্রেতাদের জন্য নির্দেশিকা উক্ত প্ল্যাটফর্মে ডাউনলোডের জন্য উপলব্ধ।
iii) বায়না নির্দেশিকার উক্ত প্ল্যাটফর্মে দিতে হবে।
iv) **লিকুইডেটর-এর যোগাযোগের বিবরণ: pinaki_sircar@gmail.com; partha.resolution@gmail.com**
v) **শ্রী পার্থ ঘোষ (৭৪৩৯৬৫৬০৪১)**

স্বা/–
পিনাকী সরকার
বনশল রিফাইনারিজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর লিকুইডেটর
রেজিস্ট্রেশন নং– IBBI/IPA-002/IP-N00063/2017-18/10141
pinaki_sircar@gmail.com; partha.resolution@gmail.com
রেজি অফিস– ৩১/৭, এন সি চৌধুরি রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০ ০৪২
যোগাযোগের ঠিকানা– ১০৪, এস পি মুখার্জি রোড, হাজরা এরিয়া,
সাগর ট্রেড কিউব, ৩য় তলা, কলকাতা–৭০০০২৬
তারিখ: ১৯.০৩.২০২৬

কান্দি
আনন্দম
প্রযত্নে ডি বি সিনহা
কান্দি, মুর্শিদাবাদ 92332-97207

আজকাল শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর
ব্রজগোপাল দাস
৮১/২০, ওল্ড পুলিস লাইন রোড
গোরাবাজার, বহরমপুর
9093028491

মৃত্যু আরও বাড়ল গণকবর দেবে কাবুল

সংবাদ সংস্থা
কাবুল, ১৮ মার্চ

নেশামুক্তি হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার অপেক্ষায় ছিলেন ওঁরা। এক লহমায় সব আশা শেষ করে দিল পাকিস্তানের বোমারু বিমান। সোমবার মধ্যরাতে কাবুলে পাকিস্তানের বোমারু বিমান হামলায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০৮। গুরুতর জখম ২৬৫ জন। হামলায় ওমিদ অ্যাডিকশন ট্রিটমেন্ট হাসপাতালের পাঁচটি ব্লক তছনছ হয়েছে। আজ মরদেহগুলি সমাহিত করার তদবির করছে প্রশাসন। বুলডোজার দিয়ে দ্রুত গণকবর খোঁড়া হচ্ছে।

পাকিস্তান ও আফগানিস্তান— এই দুই পড়শি দেশের সঙ্ঘর্ষ চলছে প্রায় তিন সপ্তাহ। সোমবার রাতে নিরস্ত্র মানুষের ওপর নির্মম হামলার কথা এখনও অস্বীকার করে চলেছে পাকিস্তান। বলছে, সবটাই নাকি আফগানিস্তানের মিথ্যে প্রচার। পাকিস্তানের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী আবদুল্লা তারার জানিয়েছেন, শুধু সন্ত্রাসবাদীদের ডেরাতেই হামলা করা হয়েছে।

পাকিস্তানের অভিযোগ, সন্ত্রাসবাদীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল আফগানিস্তান। বিশেষত, পাকিস্তানি তালিবানের। ওরা পাকিস্তানে হামলা চালিয়ে আফগানিস্তানে ঢুকে পড়ে।

পঞ্জাব নেশনল বৈংক ...भरोसे का प्रतीक! pnb punjab national bank ...the name you can BANK upon!
সার্কল অফিস: দুর্গাপুর: সেকেন্ড ফ্লোর, গ্যালেরিয়া মার্কেট, জলখাবার গলির বিপরীতে, বেনাচিতি, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩২১৩

প্রেমিসেস আবশ্যক

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপনের জন্য **সামডি, সংগ্রামগড় কোলিয়ারি, পোঃঅঃ– সামডি, জেলা– পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ– ৭১৩৩৫৯**–এ লিজ/ভাড়া ভিত্তিতে **১২০০–১৬০০ বর্গফুট** কার্পেট এরিয়া বিশিষ্ট উপযুক্ত, সম্পূর্ণরূপে নির্মিত এবং সুগঠিত হল ঘরের মতো ভবনের প্রয়োজন। প্রেমিসেসটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রাউন্ড ফ্লোর হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং ফার্স্ট ফ্লোর হলে লিফটের সুবিধা থাকতে হবে। প্রস্তাবিত প্রেমিসেসের সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত সমস্ত ছাড়পত্র থাকতে হবে। পছন্দসই এলাকার এই ধরনের প্রেমিসেসের আগ্রহী মালিক/নিবন্ধিত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি হোল্ডাররা, যাঁরা দীর্ঘমেয়াদী লিজের ভিত্তিতে (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১৫ বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য) তাঁদের প্রস্তুত প্রেমিসেস ভাড়া দিতে ইচ্ছুক, তাঁরা ব্যাঙ্কের **ওয়েবসাইট www.pnbindia.in**–এ উপলব্ধ নির্ধারিত বিন্যাসে তাঁদের প্রস্তাব পাঠাতে পারেন বা অফিস চলাকালীন উপরের ঠিকানা থেকেও তা সংগ্রহ করা যেতে পারে। যথাযথভাবে সিল করা ও স্বাক্ষরিত সম্পূর্ণ প্রস্তাব আগামী **০১.০৪.২০২৬ তারিখ বা তার আগে (বিকেল ৫টার মধ্যে)** উপরোক্ত ঠিকানায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে পৌঁছনো চাই। ব্যাঙ্কের তরফে কোনও ব্রোকারেজ দেওয়া হবে না। কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোনও বা সমস্ত প্রস্তাব নিজস্ব বিবেচনায় গ্রহণ বা বাতিল করার পূর্ণ অধিকার ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সংরক্ষিত।

তারিখ: ১৯.০৩.২০২৬ স্বা/– সার্কল হেড

AXIS BANK
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড
এসি মার্কেট বিল্ডিং, ৩ নং ফ্লোর, ১, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা–৭০০০৭১

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

‘বেঁচে আছি, অক্ষত’ মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে সঙ্গে নিয়ে প্রমাণ দিলেন নেতানিয়াহু

সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ১৮ মার্চ

তিনি বেঁচে আছেন এবং অক্ষত আছেন। এবার ‘বিশ্বাসযোগ্য’ একটি ভিডিও পোস্ট করে প্রমাণ দিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তাতে সঙ্গত দিলেন ইজরায়েলের দায়িত্বপ্রাপ্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মাইক হাকাবি।

৮ মার্চের পর নেতানিয়াহুর কোনও বক্তব্য প্রকাশ্যে না আসায়, তাঁর বেঁচে না থাকার জল্পনার জাল বোনা শুরু হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। প্রকাশ্যে আসে ‘জখম নেতানিয়াহুর’ ছবি, ভিডিও। জল্পনা দেখা যায়। ‘আপনি ভাল আছেন কি না, দেখতে পাঠিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট’— হালকাচ্ছলে বলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত মাইক হাকাবি। জবাবে নেতানিয়াহুর উত্তর, ‘হ্যাঁ, মাইক আমি বেঁচে আছি।’ খোশমেজাজে কথোপকথনের মধ্যে হাকাবিকে একটি কার্ড দেখান ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। বলেন, ‘এটা পাঞ্চ কার্ড। কার্ডে উল্লেখ করা দু’জন (ইরানের নেতা আলি লারিজানি এবং বাসিজ কমান্ডার গোলামরেজা সোলেইমানি) খতম হয়েছে। আরও কয়েকজন বাকি।’ এখানে হাকাবি আবারও মজা করে বলছেন, ‘ভাগ্যিস, পাঞ্চ কার্ডে আমার নাম নেই!’ নেতানিয়াহুর জবাব,

মার্কিন রাষ্ট্রদূত মাইক হাকাবির সঙ্গে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। ছবি: সংগৃহীত

বাড়ায় আরও একটি ভিডিও ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর হাতে ৬টি আঙুল দেখা যায়। তার ওপর ইজরায়েলের একটি কাফে থেকে ছড়িয়ে পড়ে আরও একটি ভিডিও, যা ডিপ ফেক–এর কীর্তি বলে জানা যায়। সদ্য দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ভারতের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত রুবেন আজহার জানান, সম্প্রতি ইজরায়েলে গিয়েছিলেন। দু’বার নেতানিয়াহুর সঙ্গে দেখা হয়, তিনি ভাল। তাঁকে নিয়ে অযথা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে ইরান।

নতুন ভিডিওতে একটি সরকারি ভবনের করিডরে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী এবং মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে একসঙ্গে হাঁটতে ‘আপনার নাম তো ভাল লোকদের তালিকায় আছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং আপনাদের সেনা দারুণ কাজ করছে। ওদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে গর্ব হয়। ওই উন্মাদগুলো (ইরানের নেতৃবৃন্দ)–কে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলব। ওরা পরমাণু অস্ত্র তৈরি করে ইজরায়েলকে নিশ্চিহ্ন করে আমেরিকার প্রতিটি শহরকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চায়।’ এরপর করমর্দনের জন্য হাকাবির দিকে হাত বাড়িয়ে নেতানিয়াহু বলছেন, ‘পাঁচ আঙুল নিয়েই হাত মেলাচ্ছি। আমার দু’হাতেই পাঁচটি করে আঙুল। আবার বলছি, আমি বেঁচে আছি।’

ফর্ম নং: আইএনসি ২৬
[কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৩০ অনুযায়ী]
কেন্দ্রীয় সরকার (রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কলকাতা সমীপে)
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারা এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) ...
... হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া আবশ্যক এবং এর একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে হবে।
জন্য ও তরফে
ভারতিয়া ইনভেস্টমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
(অভিষেক ভারতিয়া)
ডিরেক্টর
DIN: 00740476
তারিখ: ১৯.০৩.২০২৬
স্থান: কলকাতা

ফর্ম নং: আইএনসি ২৬
[কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৩০ অনুযায়ী]
কেন্দ্রীয় সরকার (রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কলকাতা সমীপে)
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারা এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) ...
... ডাকে পাঠান এবং এর সঙ্গে একটি হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া আবশ্যক এবং এর একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে হবে।
জন্য ও তরফে
রাজশ্রী পাওয়ারলুম ফ্যাক্টরী প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
(অভিষেক ভারতিয়া)
ডিরেক্টর
DIN: 00740476
তারিখ: ১৯.০৩.২০২৬
স্থান: কলকাতা

ইজরায়েলি হানায় জ্বলছে বহুতল। লেবাননের বেইরুটে, বুধবার। ছবি: এপি

ইরানের ঘাঁটিতে বাঙ্কার বাস্টার গোয়েন্দামন্ত্রী খাতিব নিহত?

সংবাদ সংস্থা
ওয়াশিংটন, তেহরান, ১৮ মার্চ

আয়াতোল্লা আলি খামেনেই, লারিজানির পর এবার ইরানের গোয়েন্দা দপ্তরের মন্ত্রী ইসমাইল খাতিবকে হত্যার দাবি করল ইজরায়েল। খাতিবকে ‘সন্ত্রাসবাদী’ বলে উল্লেখ করেছেন ট্রাম্পের মুখপাত্র ক্যারোলিনা লেভিট। ইজরায়েল যখন খাতিব হত্যার দাবি করছে ঠিক তখনই হরমুজ প্রণালীর কাছে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ভাণ্ডারে ২ হাজার ২০০ কেজি (৫০০০ পাউন্ড) ওজনের বাঙ্কার বাস্টার বোমা ফেলল আমেরিকা। কার্যত ইরানের পায়ের তলার মাটি কেড়ে নিতে বেছে বেছে ইরানের বিভিন্ন মন্ত্রকের শীর্ষকর্তা, ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি, পরমাণু কেন্দ্র, বন্দর এবং তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস ভাণ্ডারগুলোকে টার্গেট করছে ইজরায়েল–আমেরিকা। প্রত্যাঘাত করে চলেছে ইরানও। সংযুক্ত আরব আমির শাহিতে অস্ট্রেলিয়ার ঘাঁটিতে হামলা করেছে ইরান।

তিন সপ্তাহ ধরে অগ্নিগর্ভ মধ্যপ্রাচ্য। ইজরায়েল–আমেরিকা শর্ত না মানলে সঙ্ঘাত থেকে সরে আসার প্রশ্ন নেই, জানিয়েছে ইরান। এমতাবস্থায় প্রত্যেকদিন হামলার তীব্রতা বাড়ছে। ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান আলি লারিজানি, বাসিজ বাহিনীর প্রধান গোলামরেজা সোলেমানিকে হত্যার দাবি করেছিলেন ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইজরেল কাটজ। ২৪ ঘণ্টা কাটল না, বুধবার খাতিব হত্যার দাবি করেন কাটজ। ইজরায়েলের কথায়, ইরান সরকারের দমনপীড়ন ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের নেপথ্যে ছিলেন খাতিব। ইরানে প্রতিবাদীদের ওপর দমনপীড়ন, ধরপাকড়েও তাঁর ভূমিকা ছিল। খাতিব নিহত হওয়ায় ধাক্কা খেয়েছে ইরান। যদিও খাতিবের মৃত্যু নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি ইরান।

একের পর এক ইরানি নেতাকে হত্যা করার সঙ্গেই লেবানন–সহ মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের বন্ধুদের ওপর হামলা চালাচ্ছে ইজরায়েল। লেবাননের বেইরুটে ইজরায়েলের হামলায় ১২জন নিহত হয়েছেন বুধবার। ইরানের প্রাকৃতিক গ্যাস ভাণ্ডারেও হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। প্রাকৃতিক গ্যাস ভাণ্ডারে হামলার নিন্দা করে কাতার বলেছে, এই পদক্ষেপ চূড়ান্ত বিপজ্জনক ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয়। বেইরুটে ইরানের সমর্থক হেজবুল্লাদের আল–মানার টিভির এক সাংবাদিক ও তাঁর স্ত্রী নিহত হন ইজরায়েলের হামলায়। এদিকে হরমুজ প্রণালী ঘেঁষে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিতে ২ হাজার ২০০ কোটির বাঙ্কার বাস্টার বোমা হামলা চালিয়েছে আমেরিকা। আমেরিকার যুক্তি, উপকূল অঞ্চলের এই গোপন আস্তানাগুলো থেকে হরমুজ প্রণালীতে চলাচলকারী জাহাজে হামলা চালাচ্ছে ইরান। হরমুজে জাহাজ চলাচল বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জাহাজ ধ্বংসকারী ইরানের ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রগুলো অকেজো করতে বাঙ্কার বাস্টার ফেলা হয়েছে।

ইরানও পাল্টা হামলা চালাচ্ছে। লারিজানির মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে ইজরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করছে ইরান। সংযুক্ত আরব আমির শাহি, বাহরিন, কুয়েত, কাতার ও সৌদি আরব–সহ মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিবেশী দেশে হামলা করছে ইরান। দুবাইয়ের কাছে অস্ট্রেলিয়ার ঘাঁটিতে প্রোজেক্টাইল হামলা করে ইরান। ইজরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের হয়ে চরবৃত্তির অভিযোগে ধৃত এক ব্যক্তিতে হত্যা করেছে ইরান।

লারিজানির মৃত্যুতে পিছু হঠবে না ইরান: আরাঘচি

সংবাদ সংস্থা
তেহরান, ১৮ মার্চ

আলি লারিজানিকে হত্যা করে ইরানের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষতি করা যাবে না। ইরান সরকার ব্যক্তিনির্ভর নয়। সঙ্ঘাত চালিয়ে যাবে ইরান। বদলা নেবে। সপুত্র লারিজানির মৃত্যুসংবাদ নিশ্চিত করে প্রতিপক্ষকে হুঁশিয়ার করলেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। বললেন, মধ্যপ্রাচ্যে সঙ্ঘাতের দায় আমেরিকার। ওয়াশিংটনকে এই প্রাণহানি, আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির মূল্য চোকাতে হবে। ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান ছিলেন লারিজানি। তাঁর সংস্থা বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, ‘ইরান ও ইসলামি বিপ্লবের অগ্রগতির জন্য আজীবন সংগ্রাম করে শহিদ হয়েছেন লারিজানি। দেশসেবার জন্য এই মৃত্যুতে তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে।’

খামেনেই ঘনিষ্ঠ লারিজানি। ইরানের নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান। তাঁর অঙ্গুলি হেলনে চলে ইরানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। খামেনেইয়ের শত্রুদের তিনি টার্গেট, আঁচ করেছিলেন লারিজানি। শত্রুদের চোখে ধুলো দিতে অহরহ নিজের ডেরা বদল করছিলেন। মঙ্গলবার তেহরানের কাছে পারদিশে মেয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন। টের পেয়ে সেখানে হামলা চালায় ইজরায়েল। ছেলে মোর্তাজা এবং দেহরক্ষীর সঙ্গে নিহত হন লারিজানি। সন্দেহ তেহরানের লোকজনই ইজরায়েলকে লারিজানির খবর দিয়েছেন।

লারিজানির মৃত্যুর পর আল জাজিরাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আরাঘচি বলেন, ‘ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরানের রাজনৈতিক কাঠামো ভয়ানক মজবুত। বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আছেন। ইরানের রাজনৈতিক কাঠামো ভীষণ মজবুত। সর্বোচ্চ নেতার চেয়ে আমাদের কাছে কেউ বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন না, তিনি নিহত হলেও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সচল। তাঁর জায়গায় নতুন নেতা

ইরানের হামলার পর চলছে আগুন নেভানোর কাজ। মধ্য ইজরায়েলে, বুধবার। ছবি: এপি

ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তির কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে। ইজরায়েল, আমেরিকা সেটা বুঝতে পারছে না। কোনও একজনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি কাঠামোয় প্রভাব ফেলতে পারে না। এটা ঠিক, তাঁরা প্রত্যেকে প্রভাবশালী, প্রত্যেকে নিজের নিজের ভূমিকা পালন করেন, কেউ অপেক্ষাকৃত ভাল, কেউ খারাপ আবার কেউ হয়তো এসেছেন। যদি বিশেমন্ত্রী নিহত হন, তা হলে তাঁর জায়গায় নতুন কেউ বসবেন।’

এদিকে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু লারিজানিকে ‘দুর্বৃত্তদের পান্ডা’ বলে কটাক্ষ করেছেন। নেতানিয়াহুর কথায়, ‘রেভলিউশনারি গার্ডের প্রধান লারিজানি, এই বাহিনী গ্যাংস্টারদের গ্যাং, যারা ইরান চালায়। তাদের নির্মূল করাই লক্ষ্য।’

যূকো বৈংক UCO BANK (A Govt. of India Undertaking)
জোনাল অফিস, শিলিগুড়ি
হিল কার্ট রোড, শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১
দাবি বিজ্ঞপ্তি

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাধীনে নোটিস

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২)–এর ১৩(২) ধারা অনুযায়ী এই দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যার মাধ্যমে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের তরফে প্রদত্ত গ্যারান্টির প্রেক্ষিতে মঞ্জুরকৃত ঋণের সুবিধাবলি বাবদ বকেয়া অর্থাঙ্ক এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে।
যদি আপনারা, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলির নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার, উক্ত অ্যাক্টের ১৩(২) ধারা মোতাবেক জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত নিম্নোক্ত অর্থাঙ্ক পরবর্তী সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল ইত্যাদি সমেত এই ব্যাঙ্ককে প্রদানে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে উক্ত অ্যাক্টের ধারা নং ১৩–এর উপধারা নং (৪) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সংস্থান মোতাবেক এই ব্যাঙ্ক তার প্রতি উপলব্ধ যাবতীয় বা যে কোনও অধিকার প্রয়োগ করবে।
আপনারা, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলির নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার–এর জ্ঞাতার্থে আরও জানানো হচ্ছে যে, উক্ত অ্যাক্টের ধারা নং ১৩–এর উপধারা নং (১৩) মোতাবেক নিম্নলিখিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি এই ব্যাঙ্কের আগাম লিখিত অনুমতি ছাড়া আপনারা বিক্রি, ইজারা বা অন্য কোনও উপায়ে হস্তান্তর করতে পারবেন না।
সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট ও সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি–সহ বকেয়া অর্থাঙ্ক, আদায়ের তারিখ পর্যন্ত এর ওপর পরবর্তী সুদ, অন্যান্য মাশুল, চার্জ ও খরচাপাতি সমেত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণের তরফে এই ব্যাঙ্ক–কে প্রদেয় বকেয়া অর্থাঙ্কের বিবরণ এখানে নীচে দেওয়া হয়েছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদাতার নাম ও ঠিকানা এবং শাখার নাম	(১) ঋণের প্রকৃতি (২) বকেয়া অর্থাঙ্ক (৩) স্পিড পোস্টের মাধ্যমে প্রেরিত ১৩(২) নোটিসের তারিখ (৪) এনপিএর তারিখ	ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ
১.	**টিঙ্কু ভৌমিক,** পিতা– খগেন্দ্র ভৌমিক চতুরাগাছ পঞ্চায়েত রোড, কামারভিটা, সাহুডাঙ্গি, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ–৭৩৫১৩৫, মোবাইল: ৭৪৭৯১০০৮৮২ **সুবল চন্দ্র কর,** পিতা– শ্যাম চন্দ্র কর, চতুরাগাছ সাহুডাঙ্গিহাট, বিন্নাগুড়ি কামারভিটা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ–৭৩৫১৩৫, মোবাইল: ৮০০১৭৫৬৭৬৫ **শাখা: শিবমন্দির (২৬৮৫)**	**(১) টার্ম লোন, অ্যাকাউন্ট নং: ২৬৮৫০৬১০০০৫৮৩৫ (২) অনাদায়ী বকেয়া: ₹২০,২৫,৫৯৬.০৩,** ০৪.০৩.২০২৬ অনুযায়ী (২৭.০২.২০২৬ পর্যন্ত সুদ ধরে) + অপ্রযুক্ত সুদ + আনুষঙ্গিক খরচাপাতি, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি **(৩) ০৪.০৩.২০২৬ (স্পিড পোস্টের মাধ্যমে প্রেরণের তারিখ: ০৭.০৩.২০২৬) (৪) ২৯.০১.২০২৬**	**CERSAI সিকিউরিটি আইডি: ২০০০৭৭৬৪৫৬৫৭, অ্যাসেট আইডি: ৪০০০৭৬০৮৭৩২১** উপরিস্থিত বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ১ কাঠা ১০ ছঠাক জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: আর এস প্লট নং ৩৪১, এল আর প্লট নং ৬২৪, আর এস খতিয়ান নং ৭৪৬/২, এল আর খতিয়ান নং ২৫৬০, মৌজা– বিন্নাগুড়ি, জে এল নং ৩, নিউ জলপাইগুড়ি থানার অধিক্ষেত্রাধীন, ফুলবাড়ি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন। অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার– ভক্তিনগর, জেলা– জলপাইগুড়ি সমীপে যথাযথরূপে নথিভুক্ত ২৮.০৬.২০২৩ তারিখে সম্পাদিত দলিল নং ০৭০২০১৬৪৭ অনুযায়ী। **সম্পত্তির চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী): উত্তর**– বিনোদ আগরওয়ালের জমি; **পশ্চিম**– গৌর চন্দ্র সাহার জমি; **পূর্ব**– তাপস চন্দ্রের জমি; **দক্ষিণ**– ১২ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা।

প্রকাশের তারিখ: ১৯.০৩.২০২৬; স্থান: শিলিগুড়ি অনুমোদিত আধিকারিক, ইউকো ব্যাঙ্ক

আশ্বাস কেন্দ্রের রাজ্যকে ১০% বাড়তি গ্যাস

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ১৮ মার্চ

এলপিজি সরবরাহে টান পড়ার প্রেক্ষিতে রাজ্যগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব দিল কেন্দ্র। বুধবার পেট্রলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক জানিয়েছে, যেসব রাজ্য দ্রুত পাইপ্‌ড ন্যাচারাল গ্যাস (পিএনজি) নেটওয়ার্ক চালু করবে, তাদের জন্য বাণিজ্যিক এলপিজি সরবরাহ ১০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হবে। দেশের প্রায় ৬০ শতাংশ এলপিজির আমদানি পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির ওপর নির্ভরশীল। যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং হরমুজ অবরোধের কারণে সেই সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় সরকার গৃহস্থের রান্নার গ্যাসকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। ফলে হোটেল, রেস্তোরাঁ–সহ বাণিজ্যিক ক্ষেত্রের জন্য এলপিজি সরবরাহ কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখন শর্তসাপেক্ষে সেই সরবরাহ ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর কথা বলা হচ্ছে।

৮০ হাজার মেট্রিক টন তেল নিয়ে গুজরাটে ‘জগ লাড়কি’

সংবাদ সংস্থা
আমেদাবাদ, ১৮ মার্চ

পশ্চিম এশিয়ার সঙ্ঘাতের মাঝেই বুধবার ৮০ হাজার মেট্রিক টনের বেশি অপরিশোধিত তেল নিয়ে গুজরাটের মুন্দ্রা বন্দরে পৌঁছেছে ভারতীয় জাহাজ ‘জগ লাড়কি’। জাহাজটিতে থাকা অপরিশোধিত তেল সংযুক্ত আরব আমিরশাহি থেকে নেওয়া হয়েছে। ‘লোড’ করা হয়েছে সেখানকার ফুজাইরাহ বন্দরে। ট্যাঙ্কারটি লম্বায় ২৭৪.১৯ মিটার এবং প্রস্থে ৫০.০৪ মিটার। জাহাজটির ডেডওয়েট টনেজ প্রায় ১৬৪,৭১৬ টন এবং গ্রস টনেজ প্রায় ৮৪,৭৩৫ টন। এই ফুজাইরাহ বন্দরে ইজরায়েল–আমেরিকা–ইরান যুদ্ধের সময় ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চলেছিল। ভারত তার অপরিশোধিত তেলের প্রায় ৮৮ শতাংশ, প্রাকৃতিক গ্যাসের ৫০ শতাংশ এবং এলপিজি চাহিদার ৬০ শতাংশই আমদানি করে। সঙ্ঘর্ষের আগে ভারতের অপরিশোধিত তেল আমদানির অর্ধেকেরও বেশি, গ্যাসের প্রায় ৩০ শতাংশ এবং এলপিজি আমদানির ৮৫–৯০ শতাংশ আসত সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি থেকে।

এদিকে, পারস্য উপসাগরে আটকে পড়া ২২টি ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজে ভারতের ১৬.৭ লক্ষ টন অপরিশোধিত তেল, ৩.২ লক্ষ টন এলপিজি এবং প্রায় ২ লক্ষ টন এলএনজি আটকেই রয়েছে। শুধু হরমুজ পেরোনোর অপেক্ষা। বুধবার এই তথ্য জানিয়েছেন জাহাজ চলাচল মন্ত্রকের বিশেষ সচিব রাজেশ কুমার সিনহা। মধ্যপ্রাচ্যে সঙ্ঘর্ষ শুরু হওয়ার সময় হরমুজ প্রণালীতে ২৮টি ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজ ছিল। এর মধ্যে ২৪টি ছিল প্রণালীর পশ্চিম দিকে এবং চারটি পূর্ব দিকে। গত সপ্তাহে দু’দিক থেকেই দুটি করে জাহাজ নিরাপদ স্থানে যেতে সক্ষম হয়েছে। রাজেশ জানান, প্রণালীর পশ্চিম দিকে থাকা ২২টি জাহাজের ৬১১ জন নাবিকই নিরাপদ রয়েছেন। পূর্ব দিকে এখন ৩টি জাহাজ রয়েছে, কারণ আরও একটি ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজ সেখানে যোগ দিয়েছে। হরমুজ প্রণালীর পশ্চিম দিকে থাকা বাকি ২২টি ভারতীয় জাহাজের মধ্যে ছ’টি এলপিজি বাহক, একটি তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) ট্যাঙ্কার, চারটি অপরিশোধিত তেল ট্যাঙ্কার, একটি রাসায়নিক পণ্য পরিবহণকারী, তিনটি কন্টেইনার জাহাজ এবং দুটি বাল্ক ক্যারিয়ার। এ ছাড়াও রয়েছে একটি ড্রেজার জাহাজ। একটি জাহাজ খালি অর্থাৎ কোনও পণ্য নেই এবং তিনটি জাহাজ রুটিন মেরামতের জন্য ড্রাই ডক–এ রয়েছে।

আসছে আরও ৭ চীনমুখী রুশ তেলের ট্যাঙ্কার ভারতের দিকে

আজকালের প্রতিবেদন

হরমুজ অবরুদ্ধ থাকায় রাশিয়ার কাছ থেকে তেল আমদানির পরিমাণ বাড়াচ্ছে ভারত। চীনের দিকে রওনা হওয়া তেলভর্তি একটি রুশ ট্যাঙ্কার সম্প্রতি দক্ষিণ চীন সাগর থেকে মুখ ঘুরিয়ে রওনা দিয়েছে এদেশের দিকে। আশা করা যায়, রাশিয়ার তেলের আমদানি বাড়লে ভারতে তেলের সঙ্কট কমবে। ভোরটেক্সা লিমিটেড নামে একটি সংস্থা জানাচ্ছে, মোট সাতটি রুশ তেলের ট্যাঙ্কার এখন মুখ ঘুরিয়ে ভারতের দিকে আসছে। কারণ এ দেশের সব শোধনাগারই এখন তেল কিনতে উঠে পড়ে লেগেছে। একাধিক সংবাদ মাধ্যম সূত্রে এ খবর পাওয়া গিয়েছে।

ট্যাঙ্কারটির নাম অ্যাকোয়া টাইটান। ২১ মার্চ পৌঁছোবে নিউ ম্যাঙ্গালোর বন্দরে। জানুয়ারি মাসে জাহাজটিতে তেল ভরা হয়েছিল বাল্টিক সাগরের একটি বন্দরে। কথা ছিল, এই ট্যাঙ্কারটি পৌঁছোবে চীনের বন্দর রিঝাওয়ে। তবে মার্চ মাসের মাঝামাঝি জাহাজটি মুখ ঘুরিয়ে রওনা দেয় দক্ষিণ– পূর্ব এশিয়ার দিকে। এর কয়েকদিন আগেই রাশিয়ার কাছ থেকে ফের এক মাস ধরে তেল কেনার জন্য ভারতকে ‘অনুমতি দিয়েছিল’ ট্রাম্প প্রশাসন। পরের সপ্তাহেই ভারতের শোধনাগারগুলি ৩ কোটি ব্যারেল রুশ তেল কিনেছিল। এরপর থেকে আরও অনেক দেশকে রুশ তেল কেনায় ছাড় দিয়েছে আমেরিকা। এখন মনে করা হচ্ছে, চীনগামী একাধিক রুশ তেলের ট্যাঙ্কার মুখ ঘুরিয়ে ভারতের দিকে আসতে পারে। ভারত তেল কেনা কমানোর পর রুশ তেলের ক্রেতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল চীন। এবার জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়াও রুশ তেল কেনার অনুমতি পাওয়ায় বাড়তে পারে রুশ তেলের দাম। জানা গেছে, এর পর সিক্কা বন্দরে পৌঁছোতে পারে সুয়েজম্যাক্স ঝউঝউ ট্যাঙ্কার। এই ট্যাঙ্কার পৌঁছোতে পারে ২৫ মার্চ। এতে রয়েছে কাজাখস্তানের ব্লেড অপরিশোধিত তেল। রাশিয়ার কৃষ্ণসাগরের নোভোরসিইস্ক বন্দর থেকে এটি তেল ভরে রওনা দিয়েছিল।

খেলা

আজকাল কলকাতা বৃহস্পতিবার ১৯ মার্চ ২০২৬

বেবি লিগ জমজমাট

প্রথম দিনেই জমজমাট এনসিসি পরিচালিত বেবি লিগ ক্রিকেট। এলআরএস বাংলা স্পোর্টস অ্যাকাডেমি (১৩৩/১, মহাবীর বিশ্বাস ৭৩) ৭৭ রানে হারিয়েছে মেনল্যান্ড সম্বরণ সিএ–কে (৫৬/৫)। দলের জয়ে বল হাতে নজর কাড়ল লক্ষ্মীরতন শুক্লার ছেলে জাগ্রভ শুক্লা (১/১৪)।

‘নিজেকে পাল্টে ফেলো না’, অভিষেককে যুবি

আজকালের প্রতিবেদন

একবার ব্যর্থ হলে, নিজেকে বোঝানো যায়। বারবার ব্যর্থ হলে নিজেকে কেন, কাউকেই বোঝানো যায় না। তখন সমালোচনার ঝড় স্বাভাবিক। সেই ঝড়ের সামনে দাঁড়িয়ে কীভাবে নিজেকে স্থির রাখবেন, সেটাই সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। সদ্য তিনি সেই পরীক্ষা দিয়েছেন টি২০ বিশ্বকাপে। গোটা বিশ্বকাপ জুড়ে তাঁর ব্যাটে রানের খরা। কম সমালোচনা হজম করতে হয়নি। কিন্তু এই কঠিন সময়ে তিনজন তাঁর পাশে ছিলেন। অধিনায়ক সূর্যকুমার, কোচ গৌতম গম্ভীর এবং তাঁর মেন্টর যুবরাজ সিং। আর এই তিনজনের ভরসা, আশ্বাস তাঁকে ফাইনালে রানে ফিরতে সাহায্য করেছে। কঠিন পথ পেরনোর সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে মুখ খুললেন অভিষেক শর্মা। তাঁর কথায়, একটা বিশ্বকাপ শেখায় মানসিক শক্তি ঠিক কতটা জরুরি, কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

অভিষেক বলেছেন, ‘বিশ্বকাপ খেললেই বোঝা যায়, একজন প্লেয়ারের জীবনে মানসিক দৃঢ়তা কতটা জরুরি। টি২০ বিশ্বকাপ আমাকে শিখিয়েছে, কীভাবে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। ভারসাম্য অর্থাৎ, খুব ভাল ইনিংস খেলার পর উত্তেজনায় ভেসে গেলে চলবে না। আবার, খুব খারাপ খেলার পরও মানসিকভাবে ভেঙে পড়লে চলবে না। দুই পরিস্থিতিতেই নিজেকে ধরে রাখতে জানতে হবে।’

অভিষেক আরও বলেছেন, ‘‘এই কঠিন সময়ে সূর্য ভাই দারুণভাবে আমার পাশে থেকেছে। এমনকি শূন্য রানে আউট হওয়ার পরও সূর্য ভাইয়ের সোজা–সাপ্টা বার্তা ছিল, মাঠে নেমে নিজের স্বাভাবিক খেলা খেলো। যখন দলের ক্যাপ্টেন এভাবে পাশে থাকে, তখন তা সত্যিই মনোবল বাড়িয়ে দেয়। তবে এই কঠিন সময়ে যুবি পাজির সঙ্গেও আমি কথা বলেছি। যুবি পাজিও বলেছিল, ‘নিজেকে বদলে ফেলো না। আক্রমণাত্মক ক্রিকেটারদের জীবনে এমন অধ্যায় আসে। কিন্তু নিজের শক্তির ওপর এই সময় ভরসা রাখতে হয়। তাহলেই ব্যাটে রান আসে।’ যুবি পাজির এই পরামর্শ মাথায় রেখেই আমি সামনের দিকে এগোতে চাই।’’

আর্জেন্টিনায় প্রীতি ম্যাচ মেসিদের

আজকালের প্রতিবেদন

আর্জেন্টিনায় ফিরছেন লিওনেল মেসি। জাতীয় দলের হয়ে প্রীতি ম্যাচ খেলতে আরও একবার দেশের মাটিতে নামতে চলেছেন এলএম ১০। আগামী ৩১ মার্চ গুয়াতেমালার বিপক্ষে ম্যাচটি নির্ধারিত হয়েছে। আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশনের তরফে জানানো হয়েছে, ফিনালিসিমা বাতিল হওয়ায় এই নতুন ম্যাচটি ঠিক করা হয়েছে।

তবে প্রশ্ন উঠছে, এটাই কি আর্জেন্টিনার মাটিতে মেসির শেষ ম্যাচ? কারণ, বিশ্বকাপের আগে আর্জেন্টিনার আর কোনও ম্যাচ নেই। ফুটবল মহলে খবর, বিশ্বকাপ খেলেই আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানাবেন এই কিংবদন্তি ফুটবলার। সেক্ষেত্রে ঘরের মাঠে এটাই হয়তো মেসির শেষ ম্যাচ।

উল্লেখ্য, আগামী ২৭ মার্চ কাতারের দোহায় ফিনালিসিমা ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে ম্যাচটি সরিয়ে স্পেনে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তখন বেঁকে বসে এএফএ। স্পেনের বিরুদ্ধে স্পেনের মাঠেই খেলতে অস্বীকার করে তারা। এরপরই আর কোনও উপায় না দেখে ফিনালিসিমা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ইরানকে রেখেই বিশ্বকাপের পরিকল্পনা ফিফার

আজকালের প্রতিবেদন

আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধে ইরানের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন পড়ে গেছে। বিশেষ করে সেই দেশের ক্রীড়ামন্ত্রীর না খেলার ঘোষণার পর। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে কিছুতেই ইরান আমেরিকায় বিশ্বকাপ খেলতে যাবে না। কারণ যুদ্ধে তাদের হাজারো মানুষকে মেরে ফেলা হয়েছে।

কিন্তু তারপর পরিস্থিতি অনেকটাই পাল্টেছে। ফিফার পক্ষ থেকেও বারবার বলা হচ্ছে, বিশ্বকাপ খেলতে চলা প্রত্যেকটি দেশের সঙ্গে তারা যোগাযোগ রাখছে। ইরানও এর ব্যতিক্রম নয়। তারা আশাবাদী বিশ্বকাপের সূচি মেনে প্রত্যেক দেশ মাঠে নামবে। তাই ইরানকে রেখেই বিশ্বকাপের যাবতীয় পরিকল্পনা সাজাচ্ছে ফিফা।

এই পরিস্থিতিতে ইরান তাদের ম্যাচগুলি মেক্সিকোয় খেলতে চাইলেও তা বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ফিফার একটি সূত্র জানাচ্ছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ইরানের ম্যাচগুলির ভেন্যু পরিবর্তন একপ্রকার অসম্ভব। কারণ ম্যাচের সময়সূচি, স্টেডিয়াম এবং টিকিট বুকিং ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। এত কম সময়ে অন্য দেশে ম্যাচ সরানো সহজ হবে না। যদিও এ বিষয়ে ফিফা এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়নি।

মরক্কোকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা, ক্যাসে সেনেগাল

আজকালের প্রতিবেদন: আফ্রিকান নেশনস কাপ ফাইনাল ছিল নাটকীয়তায় ভরা। চরম বিশৃঙ্খলার ফাইনালে মরক্কোকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সেনেগাল। ঘটনার দু’মাসের মাথায় সেনেগালের জয়কে বাতিল করে মরক্কোকে জয়ী ঘোষণা করল আফ্রিকান ফুটবল কনফেডারেশনের আপিল বোর্ড। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোর্ট অফ আর্বিট্রেশনে আবেদন জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেনেগাল ফুটবল ফেডারেশন।

আফ্রিকান ফুটবল কনফেডারেশন জানিয়েছে, তাদের আপিল বোর্ড রায় দিয়েছে যে, সেনেগাল ফাইনাল ওয়াকওভার দিয়েছে। অতিরিক্ত সময়ে তাদের ১–০ ব্যবধানে জয় আয়োজক দেশ মরক্কোর ৩–০ গোলে জয় হিসেবে গণ্য হবে। ১৮ জানুয়ারি ফাইনালে অতিরিক্ত সময়ে মরক্কোকে পেনাল্টি দেওয়া হলে কোচ পাপে থিয়াওয়ের নেতৃত্বে সেনেগালের ফুটবলাররা প্রতিবাদ জানিয়ে মাঠ ছেড়ে চলে যান। প্রায় ১৫ মিনিট মাঠে নামেননি। পুনরায় খেলা শুরুর পর সেনেগাল একটি গোল করে ম্যাচ জেতে।

আফ্রিকান ফুটবল কনফেডারেশনের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির প্রাথমিক শুনানিতে দুই দলকে ১ মিলিয়ন পাউন্ড করে জরিমানা এবং ফুটবলারদের নির্বাসিত করে। কিন্তু ফলাফল পরিবর্তন করেনি। এবার আপিল বোর্ড সেনেগালের কাছ থেকে শিরোপা কেড়ে নিয়ে মরক্কোকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আজ ফুটবলারদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক

আজকালের প্রতিবেদন

শুরুটা ভালই হয়েছিল। দ্রুত পারফরমেন্সের গ্রাফ উঠে যাওয়া। কিন্তু তৃতীয় ম্যাচের পরে তার থেকেও দ্রুত পারফরমেন্সের গ্রাফ নেমে যাওয়া। আইএসএলে পরপর তিন ম্যাচে জয়হীন ইস্টবেঙ্গল। কোচের বিদায়ের দাবিতে সোচ্চার সমর্থকরা। যদিও কঠিন সময়ে অস্কার ব্রুজোনের উপর ভরসা রেখেছে লাল–হলুদ ম্যানেজমেন্ট। অস্কারও প্রতিদিন ফুটবলারদের সঙ্গে লম্বা বৈঠক করছেন। মঙ্গলবার সল্টলেক স্টেডিয়ামের প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে অনুশীলন শুরুর আগে টিম মিটিং করেছিলেন। বুধবারও দীর্ঘ টিম মিটিং করলেন অনুশীলন শুরুর আগে। তবে এদিন ড্রেসিংরুমের ভিতরে। সূত্রের খবর, মহমেডানের বিরুদ্ধে জোড়া স্ট্রাইকার নিয়ে শুরু করার ভাবনা রয়েছে অস্কারের। সেক্ষেত্রে পুরোনো দলের বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে সুযোগ পেতে পারেন ডেভিড লালহলানসাঙ্গা। তিনি শুরু করলে এডমান্ড লালরিনডিকাকে বসাতে হবে।

অন্যদিকে, দলের হাল ফেরাতে এবার কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে ম্যানেজমেন্ট। বৃহস্পতিবার অনুশীলনের আগে রাজারহাটের টিম হোটেলে কোচ ও ফুটবলারদের নিয়ে জরুরি বৈঠক ডেকেছে ইমামি ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট। সূত্রের খবর, সেখানে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ইমামি কর্তা বিভাস আগরওয়ালের। তাঁর উদ্যোগেই এবার বেশি অর্থ ব্যয় করে শক্তিশালী দল গড়েছে ইমামি। বৈঠকে কোচ, ফুটবলারদের থেকে এত খারাপ পারফরমেন্সের কারণ জানতে চাওয়া হবে। কীভাবে এই পরিস্থিতি থেকেও ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব, তার নীল নকশাও তৈরি হবে। বৃহস্পতিবারের বৈঠকের গুরুত্ব তাই আলাদাভাবে বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন দেখার এই বৈঠকের পর কতটা ঘুরে দাঁড়াতে পারে ইস্টবেঙ্গল।

অস্কার ফুটবলারদের বলছেন যে, পরপর দুটো ম্যাচ জিততে পারলে পয়েন্ট তালিকায় ভাল জায়গায় উঠে আসা যাবে। তার আগে ফুটবলারদের হারিয়ে যাওয়া মনোবল ফিরিয়ে আনতে হবে। মিগেল ফিগেরা, সল ক্রেসপোরা যাতে খেলায় ফোকাস ধরে রাখতে পারেন, সেই চেষ্টাই করছে লাল–হলুদের থিঙ্কট্যাঙ্ক।

সাইডলাইনে আলবার্তো

আজকালের প্রতিবেদন

মুম্বই সিটি এফসির বিরুদ্ধে নামার ৪৮ ঘণ্টা আগে অনুশীলন করলেন না আলবার্তো রডরিগেজ। মঙ্গলবার কিয়ান নাসিরির চ্যালেঞ্জে বাঁ পায়ের কাফ মাসলে আঘাত পান মোহনবাগান রক্ষণের স্তম্ভ। বুধবার তিনি রিহ্যাব করেন। যদিও হাঁটাচলায় কোনও অস্বাভাবিকতা ছিল না। সূত্রের খবর, আলবার্তো কোনওরকম অশ্বস্তি অনুভব করছেন না। ঝুঁকি এড়াতেই এদিন স্প্যানিশ ডিফেন্ডারকে বিশ্রাম দেন বাগান কোচ সার্জিও লোবেরা।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দলের সঙ্গে অনুশীলন করার মতো জায়গায় আছেন আলবার্তো। ম্যাচের আগের দিনের অনুশীলন দেখলে বোঝা যাবে, তিনি মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন কিনা। যদিও বিকল্প তৈরি রাখছেন লোবেরা। শেষপর্যন্ত তিনি খেলতে না পারলে টম অলড্রেড শুরু করবেন।

মঙ্গলবার আধ ঘণ্টা অনুশীলন করলেও এদিন দলের সঙ্গে পুরো সময় প্র্যাকটিস করেন রবসন রবিনহো। লোবেরার আমলে ম্যাচের দু’দিন আগে সেটপিসে বৈচিত্র আনার অনুশীলন করে মোহনবাগান। এদিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি। যদিও কর্নার থেকে বল ভাসানো হোক বা হেডে গোল করার চেষ্টা, কোনওটাই করেননি ব্রাজিলিয়ান তারকা। তিনি যে পুরো ফিট, এমনটা দাবি করে অনুশীলন শেষে রবসন বলেন, ‘চোটের কারণে অনেকদিন ভালভাবে অনুশীলন করতে পারিনি। সেই অপেক্ষা মিটেছে। ম্যাচ খেলার জন্য আমি পুরোপুরি ফিট।’

তুরস্কে শিবির ছাড়তে চেয়েছিলেন ক্রিসপিন

আজকালের প্রতিবেদন

তিন ম্যাচে সবকটিতেই হার। ১৬ গোল হজম! মহিলাদের এএফসি এশিয়ান কাপের মূলপর্ব ভারতের কাছে দুঃস্বপ্নের সমান। পুরুষ দলের নিয়মিতভাবে হতাশ করার মাঝে বারবার শিরোনামে উঠে এসেছেন সঙ্গীতা বাসফোর, সুইটি দেবীরা। প্রথমবার ভারতের মহিলা দলের এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্যায় পেরোনো ঐতিহাসিক মুহূর্ত। গ্রুপপর্বের গণ্ডি টপকালেই আগামী বছর মহিলাদের বিশ্বকাপে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে যেত ভারত। সঙ্গে ২০২৮ সালের অলিম্পিকে মহিলাদের ফুটবলের যোগ্যতা অর্জন পর্বে খেলার সুযোগও পেত ভারত। তবে সিডনিতে স্বপ্নভঙ্গ।

অস্ট্রেলিয়ায় মূলপর্বে নামার আগে দীর্ঘ দু’মাস শিবির চলেছে। প্রথমে তুরস্কে ও পরে অস্ট্রেলিয়ায়। তাসত্ত্বেও কেন এই ভরাডুবি? যে কোচ দেশকে এশিয়ান কাপের মূলপর্বে তুললেন, সেই ক্রিসপিন ছেত্রিকে হঠাৎই কোচের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। দায়িত্ব দেওয়া হল হাই প্রোফাইল কোচ অ্যামেলিয়া ভালভার্দেকে। মাত্র দু’মাস আগে কোচ বদলানো নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। যিনি গত দু’বছর ধরে দলটা তৈরি করলেন, তাঁর ওপর কি ভরসা রাখা যেত না? তুরস্কে শিবির চলাকালীন অ্যামেলিয়া দায়িত্ব নেন। সেই সময় হতাশায় দেশে ফিরতে চেয়েছিলেন ক্রিসপিন। দলের মনোবলে আঘাত লাগার কথা ভেবেই তিনি অ্যামেলিয়ার সহকারী হিসেবে থেকে যান বলে ঘনিষ্ঠমহলে জানিয়েছেন। ক্রিসপিন কোচ থাকলে সাফল্য আসত, এমনটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে কম সময়ে অ্যামেলিয়ার দর্শনের সঙ্গে দল যে মানিয়ে নিতে পারেনি, তা স্পষ্ট। প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার মাত্র এক সপ্তাহ আগে, শিবিরে যোগ দেন মনীষা কল্যাণ। পেরুতে ক্লাব ফুটবল খেলছিলেন তিনি। সেখানের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার সময়ে প্রায় ১৬ ঘণ্টার ব্যবধান। ক্লান্তি তো ছিলই। এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার আগে ক্লাবের সঙ্গে কথা বলে মনীষাকে আরও আগে শিবিরে কি আনা যেত না?

সূচি প্রকাশ

প্রকাশিত হল কন্যাশ্রী কাপ প্রিমিয়র এ–র দ্বিতীয় গ্রুপের সূচি। ২৩ মার্চ প্রতিযোগিতায় অভিযান শুরু ইস্টবেঙ্গলের। প্রতিপক্ষ মৈত্রী সংসদ। একই দিনে চাঁদনি স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে খেলবে ইউনাইটেড কলকাতা।

বাগানের জয়

কলকাতা প্রিমিয়ার হকি লিগে বুধবার জয় পেল মোহনবাগান। ডুমুরজলা অ্যাস্ট্রোটার্ফে সবুজ–মেরুন ৬–৪ হারিয়েছে পুলিশ এসি–কে। আজ ম্যাচ আছে ইস্টবেঙ্গলের। বিপক্ষে নাভাল টাটা হকি অ্যাকাডেমি।

ভিডল কর্পোরেশন লিমিটেড
[পূর্বে টাইড ওয়াটার অয়েল কোং (ইন্ডিয়া) লিমিটেড]
রেজিস্টার্ড অফিস: ইউল হাউস | ৮, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সরণী | কলকাতা ৭০০ ০০১
ফোন: ০৩৩-২২৪২ ১০৮৬ | ই-মেল: corporate@veedol.com | ওয়েবসাইট: www.veedolindia.com
সিআইএন: এল২৩২০৯ডব্লিউবি১৯২১পিএলসি০০৪৩৫৭

পোস্টাল ব্যালট এবং রিমোট ই–ভোটিং এর ফলাফল

কোম্পানী আইন, ২০১৩-এর ধারা ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান অনুসারে প্রণীত বিধিগুলি এবং সংশোধিত সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের অনুমোদন ২রা ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে উল্লেখিত রেজোলিউশনটি পাশের জন্য পোস্টাল ব্যালট এবং রিমোট ই-ভোটিং - এর মাধ্যমে চাওয়া হয়েছিল।

শ্রী মনোজ প্রসাদ সাউ, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারী, পোস্টাল ব্যালটের (রিমোট ই-ভোটিং সহ) স্ক্রুটিনাইজার ১৮ই মার্চ, ২০২৬ তারিখে তার রিপোর্ট জমা দেন। স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্টের ভিত্তিতে ফলাফল নিম্নরূপঃ

১. শ্রী কুলভূষণ মালহোত্রা-কে (ডিআইএনঃ ১১৫০৭২৫৯) কোম্পানীর নন-এক্সিকিউটিভ এবং নন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর হিসাবে নিয়োগের অনুমোদন

রেজোলিউশন প্রয়োজনঃ (সাধারণ/বিশেষ)	সাধারণ রেজোলিউশন
প্রোমোটার/প্রোমোটারের গ্রুপ অ্যাজেন্ডা/রেজোলিউশনের জন্য আগ্রহী কিনা?	হ্যাঁ

বিভাগ	ভোটিং–এর মাধ্যম	শেয়ারের সংখ্যা	ভোটের সংখ্যা	বকেয়া শেয়ারের ভিত্তিতে ভোটের %	স্বপক্ষে থাকা ভোটের সংখ্যা	বিরুদ্ধে থাকা ভোটের সংখ্যা	স্বপক্ষে থাকা ভোটের %	বিরুদ্ধে থাকা ভোটের %
		(১)	(২)	(৩)=[(২)/(১)]*১০০	(৪)	(৫)	(৬)=[(৪)/(২)]*১০০	(৭)=[(৫)/(২)]*১০০
প্রোমোটার এবং প্রোমোটার গ্রুপ	ই-ভোটিং	১১২৫২৮৫৮	৭০১১৩৪১	৬২.৩৭৮	৭০১১৩৪১	০	১০০.০০০	০.০০০
	পোস্টাল ব্যালট		০	০.০০০	০	০	০.০০০	০.০০০
	মোট	১১২৫২৮৫৮	৭০১১৩৪১	৬২.৩৭৮	৭০১১৩৪১	০	০.০০০	০.০০০
পাবলিক–ইন্সটিটিউশনস	ই-ভোটিং	১১৬০০৭	০	০.০০০	০	০	০.০০০	০.০০০
	পোস্টাল ব্যালট		০	০.০০০	০	০	০.০০০	০.০০০
	মোট	১১৬০০৭	০	০.০০০	০	০	০.০০০	০.০০০
পাবলিক–নন ইন্সটিটিউশনস	ই-ভোটিং	৫৯৭৫১৩৫	১৭৪০০৩	২.৯১২	২৩৬৬৮	১৫০৩৩৫	১৩.৬০২	৮৬.৩৯৮
	পোস্টাল ব্যালট		০	০.০০০	০	০	০.০০০	০.০০০
	মোট	৫৯৭৫১৩৫	১৭৪০০৩	২.৯১২	২৩৬৬৮	১৫০৩৩৫	১৩.৬০২	৮৬.৩৯৮
মোট		১৭৩৪৪০০০	৭১৮৫৩৪৪	৪১.৪২৮	৭০৩৫০০৯	১৫০৩৩৫	৯৭.৯১০	২.০৯০

পোস্টাল ব্যালটের (রিমোট ই-ভোটিং সহ) ফলাফল অনুসারে উল্লেখিত রেজোলিউশন প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে অনুমোদিত হয়েছে। পোস্টাল ব্যালট (রিমোট ই-ভোটিং সহ)-এর ফলাফল এবং স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিঃ এবং বিএসই লিঃ-এর ওয়েবসাইট যথাক্রমে www.nseindia.com এবং www.bseindia.com-এ পাওয়া যাবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.veedolindia.com-এ পাওয়া যাবে।

ভিডল কর্পোরেশন লিমিটেড-এর পক্ষে
[পূর্বে টাইড ওয়াটার অয়েল কোং (ইন্ডিয়া) লিমিটেড]
স্বা/-
অরিজিৎ বাসু
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
ডিআইএনঃ ০৭২১৫৮৯৪

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৮ই মার্চ, ২০২৬

केनरा बैंक Canara Bank
सिंडिकेट Syndicate

আদ্রা শাখা
লোয়ার বেনিসোল, পোঃ আদ্রা
আদ্রা, জেলা পুরুলিয়া, পিন ৭২৩১২১

স্বর্ণ নিলাম বিক্রয়ের নোটিস

এতদ্বারা নীচে উল্লিখিত ব্যক্তিদের জানানো হচ্ছে যে, তাঁরা তাঁদের ঋণ অ্যাকাউন্টের দায় পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁদের রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে নোটিস পাঠানো হয়েছে। তাই তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন **২৩.০৩.২০২৬** তারিখের মধ্যে বা তার আগে ঋণের দায় এবং অন্যান্য চার্জ পরিশোধ করে বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কারগুলি ছাড়িয়ে নেন; অন্যথায় ব্যাঙ্কের পূর্ণ বিবেচনানুযায়ী কোনও আগাম বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **২৪.০৩.২০২৬ তারিখে বেলা ১২:০০ টায়** অথবা তার পরবর্তী কোনও সুবিধাজনক তারিখে ব্যাঙ্কের নিজস্ব প্রাঙ্গণে ঋণগ্রহীতার খরচায় উক্ত জামানতগুলি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রি করা হবে।

ঋণগ্রহীতার নাম ও ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর	অলঙ্কারের বিবরণ	মোট ওজন (গ্রাম)	নিট ওজন (গ্রাম)	পরিদর্শনের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য	শাখার নাম ও যোগাযোগের বিবরণ
শ্রীমতী শম্পা ব্যানার্জি, স্বামী– প্রয়াত প্রদীপ ব্যানার্জি, কান্তারঙ্গুনি, আদ্রা, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২৩১২১ **ঋণ অ্যাকাউন্ট নং ১৮০৪২১৮৯৯৯৩০**	২টি কানের দুল	১.১	০.৯৬	২০.০৩.২০২৬ থেকে ২৩.০৩.২০২৬ সকাল ১০:০০ টা থেকে বিকেল ৪:০০ টে	ন্যূনতম ৯০% (আই বি জে এ) ওয়েবসাইট **www.ibja.co**–এ উল্লিখিত ২২ ক্যারাট সোনার দাম অনুযায়ী	**সুমন বন্দ্যোপাধ্যায় (ম্যানেজার)** আদ্রা শাখা, লোয়ার বেনিশোল, পোঃ– আদ্রা, জেলা– পুরুলিয়া, পিন–৭২৩১২১ মোবাইল: ৮৩৩৪৯ ৯৯৪৩৪
	২টি কানের দুল	১.৯	১.৮৪			
	১টি মুক্তোর সেট	১১	১০.৬৭			
	৫টি বেবি রিং	২.৯	২.৫৫			
	১টি টিকলি	২.২	১.৯৩			
	২টি শাঁখা বাঁধা	৫	৪.৮৫			
	২টি পলা বাঁধা	৫	৪.৮৫			
	মোট	২৯.১	২৭.৬৫			

তারিখ: ১৮.০৩.২০২৬
স্থান: আদ্রা (পুরুলিয়া)

কানাড়া ব্যাঙ্ক
শাখা প্রবন্ধক, আদ্রা শাখা

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

রিজিওনাল অফিস: বর্ধমান রিজিয়ন
২ নং ফ্লোর, ৫৪, জি টি রোড,
ভাঙাকুঠি, বর্ধমান–৭১৩১০১

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অ্যানেক্সার ‘এ’

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি; ‘পরিশিষ্ট IV–A [রুল ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ), জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টগুলির প্রেক্ষিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/দায়বদ্ধ এবং ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদার/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ/ বকেয়া অর্থাঙ্ক/ সংরক্ষণ মূল্য/ ই–নিলামের তারিখ ও সময়, বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিড বাড়ানোর মূল্য (বিড গুণক) ইত্যাদি তথ্যাবলি এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রম /লট নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)–এর নাম ও ঠিকানা	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত স্থাবর/ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মোট বকেয়া	ই–নিলামের তারিখ ও সময়	সংরক্ষণ মূল্য / ইএমডি অর্থাঙ্ক / বিড বাড়ানোর মূল্য	দখলের প্রকৃতি (গঠনমূলক / বাস্তবিক)	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১	**১. মেসার্স জে পি এন্টারপ্রাইজেস প্রোপ্রাইটর: মিঃ অমীদা প্রসাদ,** ঠিকানা: ধাদকা রোড, দক্ষিণ ধাদকা, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩৩০২ **২. মিঃ অমীদা প্রসাদ,** ঠিকানা: ধাদকা রোড, দক্ষিণ ধাদকা, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩৩০২ **৩. মিঃ পূর্ণেন্দু ভৌমিক (জামিনদার),** পিতা– প্রয়াত নীলাংশু ভৌমিক, ঠিকানা: সুকান্ত পল্লী, দক্ষিণ ধাদকা, আসানসোল–২, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩৩০২ **৪. মিসেস কিরণ প্রসাদ,** স্বামী– অমীদা প্রসাদ, ঠিকানা: ধাদকা রোড, দক্ষিণ ধাদকা, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩৩০২ **শাখা: আশ্রম মোড়, আসানসোল অনুমোদিত আধিকারিক: মিঃ সুনীল গুপ্ত শাখায় যোগাযোগের ব্যক্তি: মিসেস নেহা প্রিয়া, মোবাইল: ৯৯২৪৮৮৭৯৯২**	‘বাস্তু’ রূপে শ্রেণিবদ্ধ সামান্য কমবেশি ২ কাঠা মাপের আবাসিক জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার অবস্থান: আর এস এবং এল আর প্লট নং ৬৮৭, এল আর খতিয়ান নং ৫৫১, বর্তমান এল আর খতিয়ান নং ৯৭১, জে এল নং ২৬, মৌজা– উত্তর ধাদকা, হোল্ডিং নং ৫৯ (নতুন), ওয়ার্ড নং ৩২, তাপসী বাবা মন্দিরের নিকটে, আরসিআই রোড, নিউ কলোনি, থানা– আসানসোল (নর্থ), পোঃঅঃ– কল্লা, জেলা– পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩৩০২। অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রারের অফিস– আসানসোল, জেলা– পশ্চিম বর্ধমান সমীপে নথিভুক্ত ও ২৯.০৮.২০২২ তারিখে সম্পাদিত বিক্রয় দলিল নং I–২৩০৫–০৭৫২৯/২০২২ অনুসারে সম্পত্তিটি মিঃ পূর্ণেন্দু ভৌমিক–এর নামে রেজিস্টার্ড। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– ১৪ ফুট চওড়া রাস্তা; দক্ষিণ– ফাঁকা প্লট; পূর্ব– আবাসবাড়ি; পশ্চিম– আবাসবাড়ি।	₹১৪,০১,০৩১.৪৩ ১৪.০৩.২০২৬ অনুযায়ী + ১৫.০৩.২০২৬ থেকে উদ্ভূত সুদ ও অন্যান্য চার্জ	২৪.০৬.২০২৬ দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা	₹১৬,১০,০০০.০০ / ₹১,৬১,০০০.০০ / ₹১০,০০০.০০	প্রতীকী	যে কোনও কাজের দিনে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে
২	**১. মিসেস অর্পিতা ধাড়া,** স্বামী– সুব্রত ধাড়া, শীতলাতলা, গ্রাম– পীপিলাই জেপি হাট, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১১৩২৮ **২. মিঃ সুব্রত ধাড়া,** পিতা– কালীপদ ধাড়া, গ্রাম– পীপিলাই জেপি হাট, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১১৩২৮ **শাখা: নবগ্রাম অনুমোদিত আধিকারিক: মিঃ মানস গৌরব মহারানা, মোবাইল: ৯৭৪৮২৫৫৭০১ শাখায় যোগাযোগের ব্যক্তি: মিঃ সোমনাথ অধিকারী, মোবাইল: ৯০৪৬২৫৮১৭১**	‘মধুবন অ্যাপার্টমেন্ট–২’ নামক চারতলা বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ এবং উক্ত বিল্ডিংয়ের যৌথ সার্ভিস এরিয়া ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে (উত্তর ও পশ্চিম ভাগে) সামান্য কমবেশি ১১৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়াযুক্ত (কভার্ড এরিয়া ৮৮৪ বর্গফুট) আবাসিক ফ্ল্যাট নং জি–১ এবং ২৪ বর্গফুট মাপের যৌথ সাইকেল গ্যারাজ ও কমিউনিটি হলের সমবন্ধক। বিক্রয়যোগ্য মোট এলাকা ১১৭৪ বর্গফুট। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– শ্রী ডি বাগ ও অন্যদের বাড়ি; দক্ষিণ– ১৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পরিসর; পূর্ব– শ্রী ডি বাগ ও অন্যদের সম্পত্তি; পশ্চিম– শ্রী ডি বাগ ও অন্যদের সম্পত্তি।	₹২১,৮৯,৯৬৭.০০ ০৮.০১.২০২৬ অনুযায়ী + ০৯.০১.২০২৬ থেকে উদ্ভূত সুদ ও অন্যান্য চার্জ	২৪.০৬.২০২৬ দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা	₹২৭,৪৬,০০০.০০ / ₹২,৭৪,৬০০.০০ / ₹১০,০০০.০০	বাস্তবিক	যে কোনও কাজের দিনে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে

ক্রম নং ২ সংবলিত সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলে রয়েছে এবং এটি এইচ১ বিডারের হাতে বাস্তবিক রূপে হস্তান্তর করা হবে।

বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে জানার জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://www.bankofbaroda.bank.in/e-auction.htm** এবং অনলাইন নিলাম পোর্টাল **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন। সম্ভাব্য বিডাররা দরকারে অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গেও ওপরে উল্লিখিত মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

১. এই বিক্রি সুরক্ষিত ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদন সাপেক্ষ হবে।
২. ক্রম নং ১ সংবলিত সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে এবং বিডাররা প্রতীকী দখলে থাকা এই সম্পত্তি নিজের দায় ও ঝুঁকিতে ক্রয় করছেন।
৩. ব্যাঙ্ক উক্ত সম্পত্তির কেবলমাত্র প্রতীকী দখল হস্তান্তর করবে এবং নিলামে সফল বিডার বা ক্রেতা ব্যাঙ্কের থেকে এই সম্পত্তির বাস্তবিক দখলের জন্য দাবি জানাতে পারবেন না।
৪. সম্পত্তির বাস্তবিক দখল দিতে ব্যাঙ্ক কোনওভাবেই দায়ী বা কর্তব্যপরায়ণ থাকবে না।
৫. জমাকৃত অর্থাঙ্ক ফেরতের ক্ষেত্রে নিলামে সফল ক্রেতা কোনও সুদ পাওয়ার জন্য দাবি জানাতে পারবেন না।
৬. ই–নিলামের অব্যবহিত পরেই নিলামে সফল ক্রেতাকে উপরিলিখিত শর্ত ও নিয়মাবলি নিশ্চিতকরণের ঘোষণাপত্র তথা প্রতিশ্রুতি জমা দিতে হবে।
৭. বিক্রির পরে সফল বিডার ঘোষণাপত্র তথা প্রতিশ্রুতি জমা দিতে ব্যর্থ হলে তাঁর তরফে জমাকৃত বিডের ইএমডি অর্থাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করা হবে।

বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য SCAN HERE

তারিখ: ১৯.০৩.২০২৬
স্থান: বর্ধমান

অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

দাবি বিজ্ঞপ্তি

কদমতলা শাখা
আরিহন্ত টাওয়ার, কে এন মুখার্জি রোড, হাওড়া–৭১১১০১, পশ্চিমবঙ্গ

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাধীনে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতার প্রতি সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা দ্বারা জারিকৃত দাবি বিজ্ঞপ্তি:

শাখার নাম/ নোটিসের তারিখ/ অ্যাকাউন্টের নাম/ এনপিএর তারিখ	ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	সুবিধার ধরন ও প্রকৃতি/ সীমা/ সুদের হার/ বকেয়া অর্থাঙ্ক	জামিনচুক্তি–সহ জামিনসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
কদমতলা শাখা / ১২.০৩.২০২৬ / মেসার্স সাগর ইমপেক্স / ২৪.১১.২০২৫	**মেসার্স সাগর ইমপেক্স প্রোপ্রাইটর: মিঃ মুকেশ যাদব,** ৯, আই আর বেলিলিয়াস লেন, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১১১০১ **মিঃ মুকেশ যাদব মেসার্স সাগর ইমপেক্সের প্রোপ্রাইটর** ১৫/১, আই আর বেলিলিয়াস লেন, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১১১০১	ক. ক্যাশ ক্রেডিট (৩৪৮৪০৫০০০০০০৬২) খ. টার্ম লোন (বিজিইসিএলএস)– ৩৪৮৪০৬০০০০১২৪৬ / **সীমা:** ক. ₹৪০,০০,০০০.০০ খ. ₹৩,৯৫,০০০.০০ / ক. ১১.৭০% এবং খ. ৮.৯% **বকেয়া অর্থাঙ্ক:** ক. ₹৩৯,৬৩,০৩৩.৮১ (+ এর ওপর সুদ ও অন্যান্য চার্জ) খ. ₹১,৫৮,০০০.১২ (+ এর ওপর সুদ ও অন্যান্য চার্জ) **সর্বমোট: ₹৪১,২১,০৩৩.৯৩** (একচল্লিশ লক্ষ একুশ হাজার তেত্রিশ টাকা এবং তিরানব্বই পয়সা মাত্র), ১২.০৩.২০২৬ অনুযায়ী, তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও অন্যান্য চার্জ	নিম্নোক্ত ঠিকানাস্থিত বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ সমেত বিল্ডিংয়ের ২ নং ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ৫৩৭ বর্গফুট মাপের (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ধরে) একটি ফ্ল্যাটের সমবন্ধক ও এর সম্প্রসারণ যার অবস্থান: ১৫/১, আই আর বেলিলিয়াস লেন, থানা– ব্যাঁটরা, জেলা– হাওড়া, হাওড়া, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং ২১, মৌজা– ব্যাঁটরা, জে এল নং ১, দাগ নং ৩২, খতিয়ান নং ৪২। ফ্ল্যাটটি নিম্নরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত: উত্তর– ফ্ল্যাট নং ৩০৩; দক্ষিণ– ফ্ল্যাট নং ৩০৫; পূর্ব– আকাশের দিকে উন্মুক্ত; পশ্চিম– সিঁড়ি ও লবি। **জমির চৌহদ্দি:** উত্তর– ১৫ ফুট চওড়া আই আর বেলিলিয়াস লেন; দক্ষিণ– দাগ নং ৩১, অংশত ১৫, আই আর বেলিলিয়াস লেন; পূর্ব– ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পরিসর; পশ্চিম– অন্য সম্পত্তি।

ওপরে উল্লেখমতো চুক্তিমাফিক হারে পরবর্তী সুদ সমেত আমাদের শাখা থেকে নেওয়া উপরিলিখিত ঋণের সুবিধা বাবদ বকেয়া অর্থাঙ্ক পরিশোধে আপনারা ব্যর্থ হয়েছেন। ওপরের টেবিলে উল্লেখমতো বকেয়া অর্থাঙ্ক পরিশোধের জন্য উক্ত অ্যাক্টের অধীনে এই ব্যাঙ্ক আপনার/ আপনাদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতার ঠিকানায় প্রেরিত দাবি বিজ্ঞপ্তি অবিলিকৃত অবস্থায় ফেরত এসেছে। এই কারণে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সুদসমেত বকেয়া অর্থাঙ্ক পরিশোধের জন্য আপনার/ আপনাদের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে যার অন্যথা হলে এখানে ওপরে লেখা সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিরুদ্ধে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর তফসিলে প্রদত্ত সংস্থান মোতাবেক জামিনস্বার্থ প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগে এই ব্যাঙ্ক বাধ্য হবে।

উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার ১৩ নং উপধারার সংস্থানের প্রতি আমরা আপনার/ আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি, যার শর্তানুসারে ওপরের ১ নং পরিচ্ছেদে উল্লিখিত সুরক্ষিত পরিসম্পদ বা এর কোনও অংশ আমাদের আগাম লিখিত অনুমতি ছাড়া বিক্রি, ইজারা বা অন্য কোনওভাবে (কারবারের সাধারণ প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে) হস্তান্তরে আপনার/ আপনাদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে। আমরা এটাও উল্লেখ করছি যে, উক্ত অ্যাক্টের ১৩(১৩) নং ধারায় উল্লিখিত সংস্থানগুলির উল্লঙ্ঘন উক্ত অ্যাক্টের ২৯ নং ধারাধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

তদুপরি আমরা উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার প্রতিও আপনার/ আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি, যার শর্তানুসারে সম্পত্তি বিক্রির জন্য প্রকাশ্য নিলাম/ দরপ্রস্তাব আমন্ত্রণ/ টেন্ডার/ ব্যক্তিগত চুক্তির নোটিস প্রকাশের তারিখের আগে আপনি/ আপনারা যে কোনও সময় যাবতীয় মাশুল, চার্জ ও ব্যাঙ্কের তরফে কৃত যাবতীয় খরচাপাতি সমেত পুরো বকেয়া অর্থাঙ্ক আদায় দিয়ে সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ছাড়িয়ে নিতে পারেন। অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, ওপরে উল্লিখিত নোটিস প্রকাশের পরে সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে আপনাদের অধিকার আর উপলব্ধ হবে না।

আইনের যে কোনও সংস্থানের অধীনে আইনি প্রক্রিয়া শুরু–সহ এই ব্যাঙ্কের অধিকার রক্ষায় উপলব্ধ অধিকারের প্রতি পক্ষপাতবিহীনভাবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হল।

প্রকাশের তারিখ: ১৯.০৩.২০২৬
স্থান: হাওড়া

অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

আরসিবি-র অনুশীলনে গা ঘামাচ্ছেন বিরাট কোহলি। ছবি: এক্স

ফিট নন কামিন্স, নেতৃত্বে ঈশান

আজকালের প্রতিবেদন

চোটের জন্য দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে প্যাট কামিন্স। টি২০ বিশ্বকাপেও খেলতে পারেননি। আসন্ন আইপিএলের প্রথম পর্বেও দলের অধিনায়ককে পাবে না সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। এখনও পুরোপুরি ফিট হতে পারেননি অস্ট্রেলিয়ার এই জোরে বোলার। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের পক্ষ থেকে কামিন্সকে শুরুর দিকে না পাওয়ার কথা জানানো হয়েছে। কামিন্সের পরিবর্তে হায়দরাবাদকে শুরুর দিকে নেতৃত্ব দেবেন ঈশান কিষাণ।

দীর্ঘদিন ধরে চোট সমস্যায় ভুগছিলেন কামিন্স। চোটের জন্য টি২০ বিশ্বকাপেও খেলতে পারেননি অস্ট্রেলিয়ার একদিনের ও টেস্ট ক্রিকেটের অধিনায়ক। সম্প্রতি পিঠের চোট থেকে সেরে উঠছেন। তবে এখনও খেলার মতো জায়গায় আসেননি। ম্যাচ ফিট হতে বেশ কিছুদিন সময় লাগবে। ২০২৪ থেকে আইপিএলে হায়দরাবাদকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কামিন্স। তাঁর পরিবর্তে ঈশান কিষাণকে শুরুর দিকে অধিনায়ক করার কথা ঘোষণা করেছে হায়দরাবাদ টিম ম্যানেজমেন্ট।

ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে ঈশানের কাছে এটা নতুন দায়িত্ব। তবে দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে ঈশানের। তাঁর নেতৃত্বেও গত বছর ঝাড়খণ্ড প্রথমবার সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ঈশানের পাশাপাশি এবছর সানরাইজার্স হায়দরাবাদ সহ অধিনায়ক করেছে তারকা ওপেনার অভিষেক শর্মাকে। তবে কামিন্সকে শুরুর দিকে না পাওয়াটা হায়দরাবাদের কাছে বড় ধাক্কা।

নাইট শিবিরে আজ যোগ বরুণ, কিউয়ি ব্রিগেডেরও

‘চারের’ শপথে প্রস্তুতি শুরু

আজকালের প্রতিবেদন

কয়েকদিনের ব্যবধানের পর ফের হই হই ব্যাপার ময়দান তল্লাটে। টি২০ বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের মরণ-বাঁচন সুপার এইট ম্যাচের পুরনো জটলা ঘনীভূত হল। গোষ্ঠ পাল সরণির কাছে যানবাহনের গতি থমকাল। যত দ্রুত এই ভোগান্তিকে বাসযাত্রীরা অভ্যাসে পরিণত করবেন, তত ভাল। কারণ, বুধবার দুপুরের পর থেকে ইডেন গার্ডেন্স চলে গেল কলকাতা নাইট রাইডার্সের দখলে। গত মরশুমের চূড়ান্ত হতাশাকেই এবার অগ্নিকুণ্ডের শপথবাক্য করে ফেলল নাইটরা।

ম্যাচ জার্সি থেকে শুরু করে প্র্যাকটিস জার্সি, সবেতেই নতুনের ছোঁয়া। দলেও নতুন মুখের ভিড়। দলের থিমেও এসেছে বদল। গতবার অজিঙ্কা রাহানেরা খেলতে নেমেছিলেন চ্যাম্পিয়নের পরিচয়ে। এবার থিম জুড়ে ষোলো আনা বাঙালিয়ানা। ‘প্রথম ভালবাসা, আমি কেকেআর।’ এই প্রথম দলের থিম সম্পূর্ণ বাংলা হরফে করা হয়েছে। ঝাঁ চকচকে সুদৃশ্য বাসের গায়ে উজ্জ্বল বর্ণে শোভা পাচ্ছে শব্দগুলি। বাস থেকে নেমে মাঠে ঢোকার ক্ষেত্রে দলকে নেতৃত্ব দিলেন কোচ অভিষেক নায়ার। একে একে ইডেনে প্রবেশ করলেন সহকারী কোচ শেন ওয়াটসন, মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো, অধিনায়ক রাহানে থেকে শুরু করে রিঙ্কু সিং, রাহুল ত্রিপাঠী, অঙ্গকৃশ রঘুবংশী, মণীশ পান্ডে, বৈভব অরোরা, রমনদীপ সিং, উমরান মালিক, অনুকূল রায়। নতুন মুখদের মধ্যে নাইটদের অনুশীলনে উপস্থিত ছিলেন প্রশান্ত সোলাঙ্কি, সার্থক রঞ্জন, দক্ষ কামরা, কার্তিক ত্যাগী, তেজস্বী সিংয়ের মতো ক্রিকেটার। একমাত্র বিদেশি হিসেবে ছিলেন জিম্বাবোয়ের পেসার ব্লেসিং মুজারাবানি। ৬ ফুট ৮ ইঞ্চি উচ্চতার এই ক্রিকেটারকে ইডেনের লবিতে প্রবেশের সময়ে দরজার সামনে মাথা নিচু করে ঢুকতে হল।

মরশুমের প্রথম অনুশীলন। প্র্যাকটিসের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম আনবক্সিং করা হচ্ছিল একের পর এক। গত দু’বছর কলকাতার কোচের দায়িত্ব সামলানো চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত রীতিমতো উইকেটে ফুল মালা ধূপ ধুনো দিয়ে নারকেল ভেঙে প্রথম দিনের অনুশীলন শুরু করতেন। অভিষেক নায়ার পুজোপাঠের পথে হাঁটলেন না। ফিটনেস ট্রেনিং দিয়ে শুরু হল প্রস্তুতি। ক্রিকেটারদের গায়ের ল্যাভেন্ডার রঙের প্র্যাকটিস জার্সি নজর কাড়ছিল। ঝাঁকের মধ্যে একজন ঠিকরে বেরিয়ে ফিটনেস ট্রেনিং এর আগেই নেটে ঢুকে পড়ে নকিং শুরু করে দিলেন। রিঙ্কু সিং। বাবাকে হারিয়ে শেষকৃত্যের পরের দিন পৌঁছে গিয়েছিলেন ফাইনাল খেলতে। বুধবারই কলকাতায় পৌঁছেছেন তিনি। পৌঁছেই প্র্যাকটিসে নেমে পড়লেন। পরিচিতি পর্ব মিটিয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন কোচ নায়ার। বলেন, ‘জার্সির তিনটি তারাকে এবার চারে পৌঁছোনোর মরিয়া চেষ্টা করতে হবে।’

নাইটদের বাকি ক্রিকেটারদের মধ্যে নিউজিল্যান্ডের টিম সাইফার্ট, ফিন অ্যালেন, রাচিন রবীন্দ্র-সহ বোলিং কোচ টিম সাউদি বৃহস্পতিবার পৌঁছে যাচ্ছেন কলকাতায়। বরুণ চক্রবর্তী ও আসছেন একই দিনে। ক্যামেরন গ্রিন ২০ তারিখ শহরে পা রাখবেন। ২৪ তারিখ সুনীল নারিন, রভম্যান পাওয়েল এবং পাওয়ার কোচ আন্দ্রে রাসেল আসছেন। সব ক্রিকেটার চলে এলে ২৫ তারিখ মুম্বাইয়ের উদ্দেশে রওনা দেবে কেকেআর। এবারের কেকেআরের দলে তিনি তরুণ ক্রিকেটারের মধ্যে বিপুল সম্ভাবনা দেখছে টিম কর্তৃপক্ষ। সার্থক রঞ্জন, তেজস্বী সিং এবং দক্ষ কামরা। ২৩ বছরের দক্ষ কামরা মিস্ট্রি স্পিনার। অনুশীলনে এদিন রেঞ্জ হিটিংয়ে জোর দেওয়া হল, লোয়ার মিডল অর্ডারে।

নাইটদের অনুশীলনের ফাঁকে আলোচনায় রিঙ্কু, রাহানে। তৈরি হচ্ছেন মুজারাবানি। ছবি: অভিষেক চক্রবর্তী

সঞ্জুকে গ্লাভস ধোনির?

আজকালের প্রতিবেদন

জার্সিবদল মানেই নতুন কিছু সম্ভাবনা। আবার নতুন কিছু সমস্যাও। যেমন, সঞ্জু স্যামসন। এতদিন তিনি ছিলেন রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক। এবার জার্সিবদল করে এসেছেন চেন্নাইয়ে। বিশ্বকাপে টানা তিনটি ম্যাচ জেতানো ইনিংসের পর থেকেই সঞ্জুকে ঘিরে আগ্রহ তুঙ্গে। আইপিএলেও তাঁকে ঘিরে থাকবে বাড়তি প্রত্যাশা।

কিন্তু পাশাপাশি কিছু প্রশ্ন, কিছু সংশয়ও আছে। সঞ্জু একজন উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। কিন্তু চেন্নাইয়ে রয়েছেন এমএস ধোনি। ধোনি যদি উইকেট কিপিং করেন, সঞ্জুকে শুধু ব্যাটসম্যান হিসেবেই খেলাতে হবে। এটা কি তাঁর কাছে বাড়তি চাপ? তেমনটা মনে করছেন না অনিল কুম্বলে। তাঁর দাবি, ‘সঞ্জুকে যখন নেওয়া হয়েছে, নিশ্চয় নির্দিষ্ট কিছু পরিকল্পনা আছে। হয়তো দেখা যাবে, মাঝপথে ধোনি নিজেই সঞ্জুর হাতে উইকেট কিপিংয়ের গ্লাভস তুলে দিচ্ছে। চেন্নাইয়ে আসাটা সঞ্জুর জীবনে হয়তো নতুন এক বাঁক এনে দেবে।’

কেউ কেউ মনে করছেন, সব ম্যাচে ধোনি নাও খেলতে পারেন। সেক্ষেত্রে সঞ্জুর জায়গা পাওয়া নিয়ে কোনও সংশয় নেই। কুম্বলের কথায়, ‘সঞ্জুকে নেওয়ার পিছনে আরও একটা পরিকল্পনা থাকতে পারে। এখন ঋতুরাজ গায়কোয়াড় দলের অধিনায়ক। আগের মরশুমে মাঝপথে ও চোটের জন্য খেলতে পারেনি। তখন ধোনিকে নেতৃত্ব দিতে হয়েছিল। একবার জাদেজাকে নেতৃত্বে আনা হয়েছিল। সেবারও শেষদিকে ধোনিকেই হাল ধরতে হয়েছিল। সঞ্জুকে নেওয়ার ফলে ও অনেকটা সহ অধিনায়কের ভূমিকাও পালন করবে। ভবিষ্যতে ঋতুরাজ অনিশ্চিত হলে স্বচ্ছন্দে নেতৃত্ব দিতে পারবে।’

এদিকে, ধোনিকে ঘিরে নতুন এক জল্পনা। এতদিন তিনি সাত নম্বর জার্সিতেই খেলেছেন। কিন্তু সম্প্রতি একটি ভিডিও-তে দেখা যাচ্ছে, ধোনি বলছেন, ‘কিছু সংখ্যা থাকে, যা জীবনের অঙ্গ হয়ে যায়। আআর জীবনে সাত তেমনই একটি সংখ্যা। কিন্তু এবার আমি আটে এলাম। পরে জানতে পারবেন।’ এখান থেকেই জল্পনা ছড়িয়েছে। তবে কি তিনি আট নম্বর জার্সি পরবেন? কেউ কেউ অবশ্য মনে করছেন, এটি একটি বিজ্ঞাপনী প্রচারও হতে পারে। এক সঙ্গে জার্সি নম্বরের সম্পর্ক নাও থাকতে পারে।

স্পিন উইকেটে খেলার আর্জি ডুপ্লেসির

আজকালের প্রতিবেদন

সুনীল নারাইন, বরুণ চক্রবর্তীর মতো রহস্য স্পিনার দলে রয়েছে। ফলে কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবিরের আরও বেশি স্পিন-নির্ভরতা দেখানো উচিত। ঘরের মাঠ ইডেন গার্ডেন্সে নাইটদের স্পিন সহায়ক উইকেট বানানোর আর্জি জানানো উচিত বলে জানিয়েছেন ফাফ ডুপ্লেসি।

আসন্ন আইপিএলে ঘরের মাঠে কী ধরনের উইকেটে খেলছে, তা নাইটদের পারফরমেন্সে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। এমনই অভিমত এই প্রোটিয়া কিংবদন্তির। জিও হটস্টারে এ প্রসঙ্গে ডুপ্লেসি বলেছেন, ‘আমি যদি কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্টের অংশ হতাম, তাহলে মাঠকর্মীদের স্পিন-সহায়ক উইকেট বানানোর কথা বলতাম। কারণ স্পিন বোলিংয়ের দুই অমূল্য রত্ন রয়েছে নাইটদের ভাণ্ডারে। সুনীল নারাইন এবং বরুণ চক্রবর্তী। টি২০ ফরম্যাটে এই মুহূর্তে দুই সেরা স্পিনার। দু’জনই ম্যাচের রং বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। ফলে ওদের যদি এমন উইকেটে খেলানো হয়, যেখানে নিজেদের সেরাটা দিতে পারবে না, তাহলে তো তুমি নিজের অস্ত্রের সদ্ব্যবহার করতে পারবে না। অবশ্যই দু’জন যে কোনও উইকেটে ভাল বল করতে পারে। কিন্তু নাইটদের সফল হতে গেলে নারাইন-বরুণকে আগুন ঝরাতে হবে। তাই ওদের কথা মাথায় রেখেই উইকেট বানানো উচিত।’

গত মরশুমে ঘরের মাঠে পছন্দের ২২ গজ না পাওয়ায় প্রকাশ্যে নিজেদের হতাশা ব্যক্ত করেছিলেন নাইট ম্যানেজমেন্ট। পাঁচ নম্বরে শেষ করার পর অধিনায়ক অজিঙ্কা রাহানে বলেছিলেন, উইকেট থেকে স্পিনাররা সাহায্য পাচ্ছে দেখলে খুশি হতাম। সদ্য সমাপ্ত টি২০ বিশ্বকাপে কার্যত ছন্দ হাতড়ে বেরিয়েছেন বরুণ। এমন পরিস্থিতিতে ইডেন উইকেট নিয়ে এবার ফের কোনও নাটক হয় কি না, সেটাই দেখার। যে জল্পনা উসকে দিলেন ডুপ্লেসি।

বুমরার জন্য ভাবনায় বিকল্প প্যাকেজ

আজকালের প্রতিবেদন

ফাইনালে তিনি তুলে নিয়েছিলেন চারটি উইকেট। তিনিই হয়েছিলেন ফাইনালের সেরা। শুধু তাই নয়, সেমিফাইনালে ভারতের জয়ের পিছনেও বড় ভূমিকা ছিল তাঁর। সেই যশপ্রীত বুমরা একদিকে যেমন টি২০ ক্রিকেটে অপরিহার্য, তেমনই টেস্টেও তিনিই প্রথম পছন্দ। তিনি খেলা আর না খেলার মাঝে ফারাক অনেকটাই। ২০২৭ একদিনের বিশ্বকাপের ভাবনাতেও প্রবলভাবেই রয়েছেন।

তিন ঘরানায় অপরিহার্য হওয়ার পরেও বোর্ডের নিয়মে তাঁর কিনা পারিশ্রমিক কমে যাচ্ছে! বার্ষিক চুক্তি অনুযায়ী, আগে পেতেন সাত কোটি। এখন সেটা কমে হয়ে যাচ্ছে পাঁচ কোটি! বিষয়টি ভাবাচ্ছে বোর্ডকর্তাদের। সূত্রের দাবি, বুমরার জন্য বিকল্প কোনও উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। আগে ক্রিকেটারদের বার্ষিক ক্যাটেগরিতে চারটি বিভাগ ছিল। এ+, এ, বি, সি। যাঁরা তিন ঘরানাতেই অপরিহার্য, মূলত তাঁদের জন্য ছিল ‘এ+’। এই ক্যাটেগরিতে ছিলেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবীন্দ্র জাদেজা ও যশপ্রীত বুমরা। প্রথম তিনজনই প্রায় দু’বছর আগেই টি২০ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। বিরাট ও রোহিত তো টেস্ট থেকেও অবসর নিয়েছেন। ফলে, এই অবস্থায় তাঁদের ‘এ+’ ক্যাটেগরিতে রাখার যুক্তি নেই। তাই বোর্ড ‘এ+’ ক্যাটেগরিটাই তুলে দিয়েছে। ফলে, বুমরা ও জাদেজাকেও নেমে আসতে হয়েছে ‘এ’ ক্যাটেগরিতে।

কিন্তু বুমরা তো তিন ঘরানাতেই অপরিহার্য। তাঁকে কিনা সাত কোটি থেকে পাঁচ কোটিতে নেমে আসতে হল! এই বিষয়টা নিয়ে গণমাধ্যমে আলোচনা চলছে। বুমরার জন্য আলাদা কোনও প্যাকেজ ঘোষণা করা যায় কিনা, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে।

প্রসঙ্গত, এ+ ক্রিকেটাররা পেতেন সাত কোটি, এ ক্যাটেগরিতে পাঁচ কোটি। বি ও সি-এর জন্য ধার্য যথাক্রমে তিন কোটি ও এক কোটি। শুধু বুমরা নন, আরও কয়েকজন ক্রিকেটার আছেন, যাঁরা প্রাপ্য অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাচ্ছেন না। যেমন, গ্রুপ ‘সি’ তে আছেন অক্ষর প্যাটেল। কিন্তু তিনি টি২০ ঘরানায় সহ অধিনায়ক। অন্য ঘরানাতেও খেলেন। বিশ্বকাপ জয়ের ক্ষেত্রে তাঁরও বড় ভূমিকা ছিল। সূত্রের দাবি, তাঁর বিষয়টিও বিবেচনাধীন আছে। লোকেশ রাহুল, মহম্মদ সিরাজ, ঋষভ পন্থ, হার্দিক পান্ডিয়ার মতো ক্রিকেটার ‘বি’ থেকে ‘সি’ তে নেমে এসেছেন।

প্রত্যাবর্তনে ব্যর্থ ম্যাঞ্চেস্টার সিটি

ভিনি-কুর্তোয়ায় বাজিমাত রিয়েলের

রিয়েল মাদ্রিদকে এগিয়ে দিয়ে ভিনিসিয়াস জুনিয়র। তিনকাঠির মধ্যে অনবদ্য হয়ে উঠলেন কুর্তোয়া। ছবি: এএফপি

আজকালের প্রতিবেদন

একজন দলের হয়ে জোড়া গোল করলেন। আরেকজন গোল বাঁচালেন অজস্র। প্রথমজন ভিনিসিয়াস জুনিয়র। পরেরজনের নাম থিবাও কুর্তোয়া। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রি কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় পর্বে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির বিরুদ্ধে এই দু’জনের যুগলবন্দিতে সহজেই জয় পেল রিয়েল মাদ্রিদ। মঙ্গলবার রাতে ২-১ ফলে জয়ী স্পেনের দলটি। দুই পর্ব মিলিয়ে মাদ্রিদ ব্রিগেডের পক্ষে খেলার ফল ৫-১।

প্রথম লেগে বের্নাব্যু-তে ৩-০ ফলে ম্যান সিটিকে হারিয়েছিল রিয়েল। সেদিন প্রথমার্ধেই হ্যাটট্রিক করে খেলা একপ্রকার শেষ করে দিয়েছিলেন রিয়েল-অধিনায়ক ভালভার্দে। ফিরতি ম্যাচে নিজেদের ঘরের মাঠে অঘটনের আশায় ছিল সিটি। কিন্তু সেই আশায় জল ঢেলে দিলেন রিয়েল মাদ্রিদ। বিশেষত, তাদের দুই ফুটবলার ভিনিসিয়াস এবং কুর্তোয়া। আগের ম্যাচে ০-৩ পিছিয়ে থাকায় মঙ্গলবার তেড়েফুঁড়ে খেলা শুরু করে সিটি। দেখে মনে হচ্ছিল, যে কোনও সময় তিন গোলের ব্যবধান মুছে দেবেন আর্লিং হালান্ড, রড্রিরা।

ঠিক এইসময়েই মাদ্রিদ-দুর্গের ত্রাতা হলেন গোলরক্ষক কুর্তোয়া। প্রথমার্ধে তাঁর বিশ্বস্ত জোড়া দস্তানায় সিটির একের পর এক আটকে গিয়েছে। ২০ মিনিটে খেলার গতির বিপরীতে পেনাল্টি পায় রিয়েল। ভিনিসিয়াসের গোলমুখী শট কনুই দিয়ে আটকে দেন সিটির অধিনায়ক বার্নার্ডো সিলভা। রেফারি ভিএআরের সাহায্যে সিলভাকে সরাসরি লাল কার্ড দেখান এবং পেনাল্টির নির্দেশ দেন। সেখান থেকে গোল করেন ভিনি। এরপরেও ১০ জনের ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে আটকানো যাচ্ছিল না। তাদের বাঁদিক দিয়ে দুর্বার গতিতে আক্রমণ শানাচ্ছিলেন জেরেমি ডোকু। যদিও প্রত্যেকবারই কুর্তোয়ার হাতে এসে থেমে যাচ্ছিল সমস্ত আক্রমণ। একবারই প্রতিরোধ ভাঙল। ম্যাচের ৪১ মিনিটে সেই বাঁদিক দিয়ে বাড়ানো বলেই কোনওরকমে পা ছুঁইয়ে গোল করেন হালান্ড।

বিরতির পর চোটের কারণে উঠে যান কুর্তোয়া। তাঁর বদলে আন্দ্রে লুনিন তেকাঠির দায়িত্ব সামলাতে মাঠে আসেন। তিনিও দারুণ খেললেন ম্যাচের শেষ পর্যন্ত। দ্বিতীয়ার্ধের সংযুক্তি সময়ে ভিনিসিয়াস আরও একটি গোল করে দলের বড় জয় এবং কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেন।

গোলের পর সতীর্থদের সঙ্গে উৎসবে মাতলেন মায়ুলু। ছবি: এএফপি

কোয়ার্টারে আর্সেনাল, পিএসজি

আজকালের প্রতিবেদন

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দুই দল। মঙ্গলবার রাতে একইসময়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের আলাদা দুটি ম্যাচে খেলতে নেমেছিল তারা। একটি দল জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল। অন্য দলটি হেরে প্রি-কোয়ার্টারেই থেমে গেল। একটি ম্যাচে আর্সেনাল ২-০ ফলে হারিয়েছে লেভারকুসেনকে। দুই পর্ব মিলিয়ে ৩-১ ব্যবধানে জিতেছে আর্সেনাল। অন্যদিকে, চেলসি ০-৩ ব্যবধানে প্যারিস সাঁ জাঁ-র কাছে পরাজিত। দুই পর্ব মিলিয়ে পিএসজি-র পক্ষে খেলার ফল ৮-২।

প্রি-কোয়ার্টারের প্রথম পর্বে লেভারকুসেনের বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তে গোল করে ১-১ ড্র করেছিল আর্সেনাল। মঙ্গলবার ঘরের মাঠে লেভারকুসেনকে দাঁড়াতেই দেয়নি মিকেল আর্তেতার দল। ৩৬ মিনিটে এবেরেচি ইজের গোলে লিড নেয় আর্সেনাল। প্রথমার্ধে আর গোল হয়নি। বিরতির পর ৬৩ মিনিটে দ্বিতীয় লিড পায় আর্সেনাল। এবার স্কোরশিটে নাম তুললেন ডেকলান রাইস।

আরেকটি ম্যাচে, চেলসির বিরুদ্ধে খবিচা কভারাতস্কহেলিয়া ৬ মিনিটেই গোল করে পিএসজি-কে এগিয়ে দেন। ১৪ মিনিটে ব্যবধান ২-০ করেন ব্র্যাডলি বার্কোলা। বিরতির পর ৬২ মিনিটে মায়ুলু দলের তৃতীয় গোলটি করে চেলসির কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন।

এদিন দুরন্ত কামব্যাক করল স্পোর্টিং লিসবন। প্রি-কোয়ার্টারের আগের পর্বে তাদের ৩-০ ফলে হারিয়েছিল বোডো। এদিন তাদেরকে ৫-০ ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছে লিসবন।

S24 PAGS	147
N24 PAGS	147
RANAGHAT	147
ARAMBAGH	146
BURDWAN	146
BOLPUR	146
MIDNAPUR	145
BANKURA	145
SILIGURI	140
MALDA / BALURGHAT	147
FALAKATA	130
ALIPURDUAR	130

CONTACT-80160 91101